শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

এই দেশ এই মানুষ

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **আমরা বাংলাদেশে জন্মেছি–এটি আমাদের—**

ⓚ যোগ্যতা ⓛ দুর্ভাগ্য
ⓖ সৌভাগ্য ⓘ কষ্ট

২। **'ইস্টার সানডে' উৎসবটি কোন ধর্মের অনুসারীরা পালন করে থাকে?**

ⓚ হিন্দু ⓛ জৈন
ⓖ বৌদ্ধ ⓘ খ্রিষ্টান

৩। **বাংলাদেশে বসবাসকারী নানা জাতির মানুষের মধ্যে মূল মিল কোনটি?**

ⓚ সবাই বাংলাদেশের অধিবাসী
ⓛ সবাই বাংলায় কথা বলে
ⓖ সবাই একই উৎসব উদ্‌যাপন করে
ⓘ সবাই একই পোশাক পরিধান করে

৪। **বাংলাদেশে মূলত কয়টি ধর্মের লোকের বাস?**

ⓚ ৩টি ⓛ ৪টি
ⓖ ৫টি ⓘ ৬টি

৫। **দুর্গাপূজা কাদের ধর্মীয় উৎসব?**

ⓚ মুসলমানদের ⓛ হিন্দুদের
ⓖ বৌদ্ধদের ⓘ খ্রিষ্টানদের

৬। **জনজীবন বৈচিত্র্যময় হওয়ায় আমাদের কোনটি হয়েছে?**

ⓚ দুর্নাম ⓛ সমস্যা
ⓖ গৌরব ⓘ উপকার

৭। **নিজস্ব ভাষা আছে কাদের?**

ⓚ কুমোরদের ⓛ হিন্দুদের
ⓖ সাঁওতালদের ⓘ কৃষকদের

৮। **বাংলাদেশে নানা জাতির মানুষ কীভাবে বসবাস করে?**

ⓚ মিলেমিশে বন্ধুর মতো
ⓛ কাছাকাছি ভাইয়ের মতো
ⓖ আলাদা আলাদা নিজের মতো
ⓘ দূরত্ব বজায় রেখে

৯। **নানা পেশার মানুষ কী দিয়ে এদেশকে গড়ে তুলছে?**

ⓚ ভাষা দিয়ে ⓛ আনন্দ-উৎসব দিয়ে
ⓖ ধর্মীয় বিশ্বাস দিয়ে ⓘ কাজ দিয়ে

১০। **এদেশের প্রায় সকল লোক কোন ভাষায় কথা বলে?**

ⓚ চাকমা ⓛ বাংলা
ⓖ হিন্দি ⓘ ইংরেজি

১১। **বাঙালি কারা?**

ⓚ যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে
ⓛ যারা বাংলাদেশে থাকে
ⓖ যারা বাংলা ভাষা জানে না
ⓘ যারা বাংলাদেশে থাকে না

১২। **বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন মূলত**

কোথায় বসবাস করে?
ⓚ দেশের রাজধানীতে
ⓚ সমতল অঞ্চলের জেলাগুলোতে
ⓖ পার্বত্য জেলাগুলোতে
ⓖ বিভিন্ন নদীর তীরে

১৩। **সাঁওতালদের বসবাস কোন অঞ্চলে?**
ⓚ জামালপুর ⓚ রাজশাহী
ⓖ চট্টগ্রাম ⓖ সিলেট

১৪। **কৃষক আমাদের জন্য কী করেন?**
ⓚ চিকিৎসা সেবা দেন ⓚ খাদ্যের জোগান দেন
ⓖ হাঁড়ি-পাতিল বানান ⓖ লেখাপড়া শেখান

১৫। **'সাংরাই' কাদের উৎসব?**
ⓚ চাকমাদের ⓚ মুসলমানদের
ⓖ রাখাইনদের ⓖ খ্রিষ্টানদের

১৬। **'বিজু' উৎসব কারা পালন করে?**
ⓚ রাখাইনরা ⓚ চাকমারা
ⓖ তঞ্চঙ্গারা ⓖ গারোরা

১৭। **নববর্ষের দিন আমরা কোন উৎসব পালন করি?**
ⓚ ঈদ ⓚ পয়লা বৈশাখ
ⓖ পূজা ⓖ বড়দিন

১৮। **'প্রান্তর' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) জনবসতি (খ) লোকালয়
(গ) মাঠ (ঘ) এলাকা

১৯। **'বৈচিত্র্য' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?**
(ক) প্রান্তর (খ) বেলাভূমি
(গ) বিভিন্নতা (ঘ) সমুদ্র

২০। **'বাংলাদেশের জনজীবন বৈচিত্র্যময়' বলতে বোঝানো হয়েছে—**
(ক) বাংলাদেশে প্রকৃতি নানা রূপ ধারণ করে
(খ) বাংলাদেশে নানা ধরনের মানুষের বাস
(গ) বাংলাদেশে অনেক ধর্মের লোক বসবাস করে
(ঘ) বাংলাদেশের সব মানুষ একই রকমের

২১। **অনুচ্ছেদে দেশকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?**
(ক) মায়ের সাথে (খ) বাবার সাথে
(গ) বন্ধুর সাথে (ঘ) আত্মীয়ের সাথে

২২। **নিজের দেশকে ঘুরে ঘুরে দেখলে কী হবে?**
(ক) দেশের উন্নতি হবে
(খ) দেশের প্রতি মমতা বাড়বে
(গ) নতুন দেশ চেনা হবে
(ঘ) দেশের মানুষ অচেনা থাকবে

২৩। **বাংলাদেশের মানুষ একজন আরেকজনকে সাহায্য করছে কীভাবে?**
(ক) অর্থ দিয়ে (খ) কাজ দিয়ে
(গ) পেশা বদলে (ঘ) উৎসব পালন করে

২৪। **'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) ভক্তি (খ) জীবিকা
(গ) আগ্রহ (ঘ) উৎসব

২৫। **বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে পেশাকে গড়ে তুলছে?**

(ক) আলাদাভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করে
(খ) কৃষকের ওপর নির্ভর করে
(গ) পরস্পর সহযোগিতা করে
(ঘ) অফিস আদালতে চাকরি করে

২৬। আমাদের সবাইকে ভালোবাসতে হবে কেন?

(ক) দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য
(খ) কেউ কারও আপন নই বলে
(গ) পেশার বিচিত্রতার জন্য
(ঘ) কৃষকের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য

২৭। 'পেশা' শব্দের অর্থ কী?

(ক) জীবিকার উপায় (খ) বন্ধুভাবাপন্ন
(গ) উৎসব (ঘ) বৈচিত্র্যপূর্ণ

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓖ সৌভাগ্য
২। (ঘ) খ্রিষ্টান
৩। (ক) সবাই বাংলাদেশের অধিবাসী
৪। (খ) ৪টি
৫। (খ) হিন্দুদের
৬। (গ) গৌরব
৭। (গ) সাঁওতালদের
৮। (ক) মিলেমিশে বন্ধুর মতো
৯। (ঘ) কাজ দিয়ে
১০। (খ) বাংলা
১১। (ক) যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে
১২। (গ) পার্বত্য জেলাগুলোতে
১৩। (খ) রাজশাহী
১৪। (খ) খাদ্যের জোগান দেন
১৫। (গ) রাখাইনদের
১৬। (খ) চাকমারা
১৭। (খ) পয়লা বৈশাখ
১৮। (গ) মাঠ;
১৯। (গ) বিভিন্নতা;
২০। (খ) বাংলাদেশে নানা ধরনের মানুষের বাস;
২১। (ক) মায়ের সাথে;
২২। (খ) দেশের প্রতি মমতা বাড়বে
২৩। (খ) কাজ দিয়ে;
২৪। (ক) ভক্তি;
২৫। (গ) পরস্পর সহযোগিতা করে;
২৬। (ক) দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য;
২৭।(খ)জীবিকারউপায়।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **'একই দেশ, একই মানুষ অথচ কত বৈচিত্র্য'- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।**

উত্তর : বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও নানা জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে। এদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, জীবনযাপন পদ্ধতি ও আনন্দ-উৎসব। দেশের এই জাতিগত বৈচিত্র্যের কথাই বলা হয়েছে বাক্যটিতে।

২। **আমাদের দেশে কোন কোন ধর্মের লোকজন বাস করে?**

উত্তর : আমাদের দেশে মূলত মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের লোকজনের বাস।

৩। **সব পেশার মানুষদের শ্রদ্ধা করতে হবে কেন?**

উত্তর : দেশের উন্নয়নে সব পেশার মানুষেরই অবদান আছে। একজন তার কাজ দিয়ে অন্যজনকে সাহায্য করছে। এভাবে আমরা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে সব পেশার মানুষদের শ্রদ্ধা করতে হবে।

৪। দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে হবে?

উত্তর : দেশ আমাদের মায়ের মতোই। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি, দেশকেও ঠিক তেমনি ভালোবাসতে হবে।

৫। **বাংলাদেশের গৌরব কিসে?**

উত্তর : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙালি হলেও এদেশে রয়েছে আরও নানা ধরনের মানুষ। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, জীবন-যাপনের নিজস্ব পদ্ধতি এবং আলাদা আনন্দ-উৎসব। বাংলাদেশে যে এত বৈচিত্র্যে ভরা মানুষ বসবাস করে এটিই এদেশের গৌরব।

৬। **বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?**

উত্তর : বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও বাস করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, মুরং, তঞ্চঙ্গা রাজবংশী ইত্যাদি।

৭। **বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?**

উত্তর : বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের নানা রকম উৎসব রয়েছে। নিচে বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের নাম উল্লেখ করা হলো :

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব : ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা।

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব : দুর্গাপূজাসহ নানা উৎসব ও পার্বণ।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব : বৌদ্ধ পূর্ণিমা।

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব : ইস্টার সানডে, বড়দিন।

৮। **বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?**

উত্তর : বাংলাদেশের জনজীবন খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিচে তা তুলে ধরা হলো—

ধর্মীয় বৈচিত্র্য - এ দেশে বসবাস করে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি ধর্মের মানুষ।

পেশাগত বৈচিত্র্য - এ দেশের একেক মানুষ একেক পেশায় নিয়োজিত। কেউ কৃষক, কেউ কুমোর, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে।

জাতিসত্তার বৈচিত্র্য - বাঙালি ছাড়াও এ দেশে চাকমা, মারমা, মুরং, সাঁওতালসহ নানা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন বাস করে।

পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য - এদেশের মানুষের পোশাক-আশাকেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কেউ পরে লুঙ্গি, কেউ শার্ট, কেউ শাড়ি, কেউ বা সালোয়ার কামিজ।

৯। **"দেশ হলো জননীর মতো।" দেশকে জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?**

উত্তর : জননী স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। তেমনি দেশও তার আলো-বাতাস-সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ কারণেই দেশকে জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১০। **জেলেরা কী কাজ করেন? তারা যদি কাজ না করেন তাহলে আমাদের কী হতে পারে?**

উত্তর : জেলেরা পুকুর, নদী, খাল-বিল ইত্যাদি থেকে মাছ ধরেন।

জেলেরা যদি তাঁদের কাজ না করেন তাহলে আমরা মাছ খেতে পাব না। এর ফলে আমাদের শরীরে আমিষের অভাব দেখা দেবে। তাই জেলেদের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১১। **"ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।"– এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : আমাদের দেশে সব ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে মিলে-মিশে বসবাস করছে। প্রতিটি ধর্মের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় উৎসব। আমরা সবাই মিলে এ উৎসবগুলো উদ্‌যাপন করি। উৎসবে আনন্দ করার সময় আমরা কে কোন ধর্মের তা মনে রাখি না। এ কারণেই বলা হয়েছে "ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।"

১২। **দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?**

উত্তর : মা আমাদের স্নেহ ও মমতা দিয়ে আগলে রাখেন। ঠিক সেভাবেই দেশও তার আলো, বাতাস, সম্পদ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই দেশ আমাদের মায়ের মতোই। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি দেশকেও তেমনিভাবে ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মাধ্যমেই আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।

১৩। দেশ আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে?

উত্তর : দেশ আমাদের তার আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

১৪। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া উচিত কেন?

উত্তর : আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা আমাদের আপনজন। তাদের সাথে আমাদের মিলেমিশে থাকা উচিত। তাই দেশের নানা প্রান্তের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে আমরা বেড়াতে যাব। এতে পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়বে। দেশের মানুষকে ভালোবাসার অর্থ দেশকেই ভালোবাসা।

১৫। দেশকে কীভাবে দেখতে হবে?

উত্তর : দেশকে খুব কাছ থেকে দেখতে হবে। দেশের পাহাড়, নদী, সমুদ্র সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। দেশের মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে মিশলেও দেশকে দেখা হয়।

১৬। পয়লা বৈশাখ কিসের উৎসব?

উত্তর : পয়লা বৈশাখ হলো নববর্ষের উৎসব।

১৭। "তাদের পেশাও কত বিচিত্র?" কথাটি কেন বলা হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের মানুষ একেকজন একেক পেশায় নিয়োজিত। কেউ জেলে, কেউ কুমোর, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস আদালতে। জীবিকা অর্জনের উপায়ের এমন ভিন্নতার কারণে কথাটি বলা হয়েছে।

১৮। সবাইকে ভালোবাসতে হবে কেন?

উত্তর : আমরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, অতি আপনজন। প্রত্যেকেই একে অন্যের ওপর নির্ভর করি। তাই সুন্দরভাবে দেশকে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে ভালোবাসতে হবে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশে মানুষের মাঝে রয়েছে ধর্মীয় ও পেশাগত নানা বৈচিত্র্য। এসব বৈচিত্র্য থাকা স্বত্ত্বেও সকলেই পরস্পরের বন্ধু। তারা কাজ দিয়ে একে অন্যকে সাহায্য করে। যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে সকলে মিলে মিশে আনন্দ করে। এভাবেই পরস্পরকে ভালোবেসে দেশকে গড়ে তুলতে হবে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বাস করে। তাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি, আনন্দ উৎসব। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, হালুয়াঘাট ও আশপাশের এলাকায় গারো জাতিগোষ্ঠীর বাস। গারোরা নিজেদের 'অচিকমান্দি' বা পাহাড়ি মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মা পরিবারের প্রধান ও মেয়েরা সম্পদের উত্তরাধিকারী। বাবা বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে শ্বশুরালয়ে থাকেন এবং পরিবারের দেখাশোনা করেন। গারোরা 'আবেং' ভাষায় কথা বলে, যার কোনো লিখিত রূপ নেই। আরেকটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হলো ত্রিপুরা। এরা বাংলা বছরের সমাপনী দুদিন এবং নববর্ষের প্রথম দিন 'বৈসু' উৎসব পালন করে। তখন গ্রামবাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, কিশোরীরা কানে ফুল, গলায় টাকার ছড়া, পুঁতির মালা আর হাতে কুঁচিবালা ইত্যাদি পরে আনন্দ উৎসবে মাতে। এই দিন ত্রিপুরা নারীরা ১০৮ প্রজাতির লতাপাতা ও ফলমূল সংগ্রহ করে বাড়িতে রান্না করে ও অতিথিদের আপ্যায়ন করে। বাংলাদেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য জাতিগোষ্ঠী হলো মণিপুরি। তাদের আদিবাস ভারতের আসাম ও মণিপুর রাজ্য। বর্তমানে তারা বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় বাস করে। এরা মূলত কৃষিজীবী। অধিকাংশই সনাতন ধর্মের অনুসারী। মণিপুরি সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ।

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১। গারোরা নিজেদের কী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে?

(ক) পাহাড়ি মানুষ (খ) নদীর মানুষ
(গ) মাটির মানুষ (ঘ) বন মানুষ

২। 'বৈসু' উৎসব পালিত হয়—

(ক) বিয়ে উপলক্ষ্যে (খ) জন্মদিন উপলক্ষ্যে
(গ) পূজা উপলক্ষ্যে (ঘ) নববর্ষ উপলক্ষ্যে

৩। **অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা জানতে পারব—**
(ক) বাংলাদেশের মানুষের পেশা সম্বন্ধে
(খ) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়
(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে
(ঘ) বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সম্বন্ধে

৪। **গারো নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা দেখার জন্য তোমাকে কোথায় যেতে হবে?**
(ক) মৌলভীবাজার (খ) হালুয়াঘাট
(গ) হবিগঞ্জ (ঘ) চট্টগ্রাম

৫। **গারো, মণিপুরি ও ত্রিপুরারা তৈরি করেছে—**
(ক) প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য (খ) ধর্মীয় বৈষম্য
(গ) জাতিগত বৈচিত্র্য (ঘ) জাতীয় সমস্যা

উত্তর : ১। (ক) পাহাড়ি মানুষ; **২।** (ঘ) নববর্ষ উপলক্ষ্যে; **৩।** (খ) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়; **৪।** (খ) হালুয়াঘাট; **৫।** (গ) জাতিগত বৈচিত্র্য।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সনাতন	চিরস্থায়ী
মাতৃতান্ত্রিক	মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
উত্তরাধিকারী	স্বজনের মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক
শ্বশুরালয়	শ্বশুরবাড়ি
সমাপনী	শেষ
সমৃদ্ধ	উন্নত

ক) বিলেত একটি ——— নগরী।
খ) বড় আপা ——— থেকে আমাদের বাড়ি এলেন।
গ) সভাপতি সাহেব ——— ভাষণ দিলেন।
ঘ) ——— পরিবারে মায়েরাই প্রধান।
ঙ) সালাম তার বাবার সম্পত্তির একমাত্র ———।
উত্তর: ক) সমৃদ্ধ; **খ)** শ্বশুরালয়; **গ)** সমাপনী; **ঘ)** মাতৃতান্ত্রিক; **ঙ)** উত্তরাধিকারী।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) ত্রিপুরারা কোন কোন দিন 'বৈসু' উৎসব পালন করে? উৎসবটি তারা যেভাবে পালন করে তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ত্রিপুরারা বাংলা বছরের শেষ দুদিন এবং বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন 'বৈসু' উৎসব পালন করে। নিচে তিনটি বাক্যে তাদের উৎসব পালন সম্পর্কে লেখা হলো—
১। 'বৈসু' উৎসবের সময় গ্রামবাসী ত্রিপুরারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।
২। কিশোরীরা কানে পরে ফুল, গলায় ঝোলায় টাকার ছড়া, পুঁতির মালা আর হাতে থাকে কুঁচিবালা।
৩। এই দিন ত্রিপুরা নারীরা ১০৮ প্রজাতির লতাপাতা ও ফলমূল সংগ্রহ করে বাড়িতে রান্না করে ও অতিথিদের আপ্যায়ন করে।

খ) মণিপুরিদের সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মণিপুরিদের সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে উল্লেখ করা হলো—
১। মণিপুরিদের আদি নিবাস ছিল ভারতের আসাম ও মণিপুর রাজ্যে।
২। বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় মণিপুরিরা বাস করে।
৩। মণিপুরিদের মূল পেশা কৃষিকাজ।
৪। মণিপুরিরা মূলত সনাতন ধর্মের অনুসারী।
৫। মণিপুরিদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

গ) 'গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক'–কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : গারো সমাজে মায়েরাই পরিবারের প্রধানের ভূমিকা পালন করেন– কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে। এ সমাজে পুরুষ তাঁর স্ত্রীর সাথে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। পুরুষরাই পরিবার দেখাশোনার কাজ করেন। মেয়েরা সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।

ঘ) গারোরা বাংলাদেশে কোন কোন স্থানে বসবাস করে? 'আবেং' সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ।

উত্তর : গারোরা বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, হালুয়াঘাট ও আশপাশের এলাকাগুলোতে বসবাস করে। 'আবেং' হচ্ছে গারোদের নিজস্ব ভাষা। এ ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

স্ট, ত্র, ন্ধ, ন্দ, স্ব, প্র, দ্র, ম্প।

উত্তর :

স্ট = স + ট – স্ট্যাম্প
- চিঠির খামের ওপর স্ট্যাম্প লাগাতে হয়।

ত্র = ত + র-ফলা (্র) – পত্রিকা
- বাবা পত্রিকা পড়ছেন।

ন্ধ = ন + ধ – সন্ধ্যা
- সন্ধ্যায় বাড়ি যাব।

ন্দ = ন + দ – পছন্দ
- খুকীর পছন্দ লাল জামা।

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – অস্বীকার
- লোকটি সব অভিযোগ অস্বীকার করল।

দ্র = দ + র-ফলা (্র) – মুদ্রা
- বাংলাদেশের মুদ্রার নাম 'টাকা'।

ম্প = ম + প – সুসম্পর্ক
- আপনজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ন্ত, দ্দ, ষ্ঠ, চ্ছ, প্র।

উত্তর :

ন্ত = ন + ত – জন্তু
- হাতি বিশাল জন্তু।

দ্দ = দ + দ – খদ্দের
- দোকানটিতে খদ্দের নেই।

ষ্ঠ = ষ + ঠ – পৃষ্ঠা
- বইটিতে ১০০টি পৃষ্ঠা আছে।

চ্ছ = চ + ছ – গুচ্ছ
- একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিনেছি।

প্র = প + র-ফলা (্র) – প্রশ্ন
- প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

ভাবো তো কৃষকের কথা তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাতো কে সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে ভালোবাসতে হবে সবাই আমাদের আপনজন

উত্তর : ভাবো তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাতে কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে কবির এ কথার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এদেশে জন্মেছি বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক বাংলায় কথা বলে

উত্তর : "সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে।" কবির এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এদেশে জন্মেছি। বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক বাংলায় কথা বলে।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) আপন যে জন।
খ) সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান।
গ) জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ স্থান।
ঘ) ভালো ভাগ্য।
ঙ) লোকজনের বসতি রয়েছে এমন জায়গা।

উত্তর : **ক)** আপনজন; **খ)** বেলাভূমি;
গ) প্রান্তর; **ঘ)** সৌভাগ্য;
ঙ) জনপদ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

ভালোবাসিতে, গড়িয়া, জন্মিয়াছি, আগলাইয়া, জোগাইতো।

উত্তর :

সাধু রূপ		চলিত রূপ
ভালোবাসিতে	-	ভালোবাসতে
গড়িয়া	-	গড়ে
জন্মিয়াছি	-	জন্মেছি
আগলাইয়া	-	আগলে
জোগাইতো	-	জোগাতো

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।**

বাঙালি	অবাঙালি	বন্ধু	শত্রু
দেশ	বিদেশ	সার্থকতা	ব্যর্থতা

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক .... আছে।
খ. সবাই আমরা পরস্পরের ....।
গ. .... হলো জননীর মতো।
ঘ. আমাদের .... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

উত্তর : ক. বাঙালি; **খ.** বন্ধু; **গ.** দেশ; **ঘ.** সার্থকতা।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

সৌভাগ্য, ভিন্ন, আপন, মিল, সার্থক।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
সৌভাগ্য	–	দুর্ভাগ্য
ভিন্ন	–	অভিন্ন
আপন	–	পর
মিল	–	অমিল
সার্থক	–	ব্যর্থ

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

কথা, বন্ধু, জননী, পাহাড়, আকাশ, নদী, সমুদ্র।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
কথা	-	উক্তি, বচন।
বন্ধু	-	মিত্র, সখা।
জননী	-	মা, আম্মা।
পাহাড়	-	পর্বত, গিরি।
আকাশ	-	গগন, আসমান।
নদী	-	গাঙ, স্রোতস্বিনী।
সমুদ্র	-	সাগর, পাথার।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **বীরেরা কী সাদরে গ্রহণ করেছে?**
ⓚ কোনোভাবে বেঁচে থাকাকে
ⓚ আয়েশি জীবনকে
ⓖ বদ্ধ ঘরে থাকাকে
ⓖ মরণ-যন্ত্রণাকে

২। **এক দেশ থেকে আরেক দেশকে এককথায় কী বলা যায়?**
ⓚ যুগান্তর ⓚ দেশান্তর
ⓖ যুগ যুগ ⓖ দেশভ্রমণ

৩। **মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণাকেও হাসি মুখে কারা সহ্য করতে পারে?**
ⓚ যারা ভীতু ⓚ যেকোনো মানুষ
ⓖ যারা বীর ⓖ যারা কিশোর

৪। **বিশ্বজগৎকে জানার কেমন কৌতূহল কিশোরের?**
ⓚ সামান্য ⓚ অদম্য
ⓖ সীমিত ⓖ নেই বললেই চলে

৫। **সংকল্প কবিতার মূলভাব কী?**
ⓚ কিশোরের পড়াশোনার আগ্রহ
ⓚ কিশোরের হিমালয় জয়ের স্বপ্ন
ⓖ কিশোরের বিশ্বকে জানার আগ্রহ
ⓖ কিশোরের স্বর্গপানে যাওয়ার স্বপ্ন

৬। **কিশোর কিসের সংকল্প করে?**
ⓚ বদ্ধ ঘরে থাকার
ⓚ ভালো হয়ে চলার
ⓖ মন দিয়ে পড়ার
ⓖ পৃথিবীকে জানার

৭। **কিশোর কোথায় থাকতে চায় না?**
(ক) পাতাল তলে (খ) চাঁদের দেশে
(গ) জগৎ মাঝে (ঘ) বদ্ধ ঘরে

৮। ‘বদ্ধ’ শব্দের অর্থ হলো—

(ক) রাগ (খ) বন্ধ

(গ) দুশ্চিন্তা (ঘ) বায়ুর কুণ্ডলী

৯। কিশোর বিশ্বজগৎ কীভাবে দেখবে?

(ক) ঘুরে ঘুরে কাছ থেকে

(খ) দূর থেকে অল্প করে

(গ) বদ্ধ ঘরে বসে থেকে

(ঘ) হাউই চড়ে উড়াল দিয়ে

১০। ‘জগৎ’ শব্দের অর্থ কী

(ক) বায়ু (খ) মঙ্গল

(গ) পৃথিবী (ঘ) আকাশ

১১। কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে—

(ক) মহাকাশের রহস্যের কথা

(খ) সাগরতলের প্রাণীদের কথা

(গ) কিশোর মনের কৌতূহলের কথা

(ঘ) ঘরের কোণে থাকার কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ঘ মরণ-যন্ত্রণাকে

২। খ দেশান্তর

৩। গ যারা বীর

৪। খ অদম্য

৫। গ কিশোরের বিশ্বকে জানার আগ্রহ

৬। ঘ পৃথিবীকে জানার

৭। (ঘ) বদ্ধ ঘরে;

৮। (খ) বন্ধ;

৯। (ক) ঘুরে ঘুরে কাছ থেকে;

১০। (গ) পৃথিবী;

১১। (গ) কিশোর মনের কৌতূহলের কথা।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১। কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?

উত্তর : বিশ্বের সব অজানা রহস্যকে জানার অদম্য কৌতূহল রয়েছে কবির। তাঁর ইচ্ছা গোটা জগৎটা ঘুরে দেখবেন। তাই কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না।

২। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝ লেখ।

উত্তর : যুগান্তর অর্থ হলো এক যুগের পর আরেক যুগ। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে বোঝায় মানুষ যুগের পর যুগ পার হয়ে নতুন দিনের পানে এগিয়ে চলছে।

৩। চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?

উত্তর : দুঃসাহসীরা চন্দ্রলোকের অচিনপুরে যেতে চায়।

৪। কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?

উত্তর : বীরেরা পৃথিবীর সব রহস্যকে জানতে চায়। মানুষের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করতে চায়। সেই আশাতেই তারা নিজেদের জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করছে।

৫। কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

উত্তর : কবি হাতের মুঠোয় পুরে বিশ্বজগৎ দেখতে চান।

এই বিশ্বজগৎ অসীম রহস্যে ঘেরা। সমস্ত রহস্যকে জানার জন্য কবির কৌতূহলের শেষ নেই। এ কারণেই তিনি বিশ্বজগৎকে হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে চান।

৬।　হাউই চড়ে দুঃসাহসীরা কোথায় যেতে চায়?

উত্তর : হাউই চড়ে দুঃসাহসীরা চন্দ্রলোকের অচিন দেশে যেতে চায়।

৭।)　কবি কোন ইঙ্গিত শুনতে চান?

উত্তর : কবি মঙ্গল থেকে কোনো অজানা ইঙ্গিত ভেসে আসে কি না তা শুনতে চান।

৮।　কিশোর কী জানতে চায়?

উত্তর : কিশোর অসীম মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। সে জানতে চায় কেন মানুষ অসীমে আর অতলে ছুটে চলেছে, বীরেরা কেন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করছে। ডুবুরিরা কেন ডুবছে, দুঃসাহসীরা কেন উড়ছে। বিশ্বজগতের সব কিছুর রহস্য জানতে চায় কিশোর।

৯।　কবি বিশ্বজগৎ হাতের মুঠোয় পুরতে চান কেন?

উত্তর : কবির বাসনা বিশ্বজগৎকে খুব কাছ থেকে ভালোভাবে দেখার ও বোঝার। এ কারণেই তিনি বিশ্বজগৎকে হাতের মুঠোয় পুরতে চান।

১০।　মানুষ কিসের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে?

উত্তর : মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে।

১১।　কবি আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চান কেন?

উত্তর : কবি অসীম মহাকাশের সকল রহস্য অনুসন্ধান করতে চান। তাই তাঁর মনে আকাশ ফুঁড়ে ওঠার বাসনা জাগে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑　**কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : অসীম মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার অদম্য কৌতূহল কিশোরের। যুগে যুগে কীভাবে মানুষের পরিবর্তন ঘটছে সেই রহস্য জানতে অত্যন্ত আগ্রহী সে। সব রহস্য জানা ও বোঝার জন্য কিশোর পৃথিবীকে ঘুরে ঘুরে দেখবে। তাই সে বদ্ধ ঘরে বন্দি থাকতে চায় না।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

❑ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

বিশাল এ পৃথিবীকে জানার জন্য আমাদের অনন্ত উৎকণ্ঠা। আর পৃথিবীকে জানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ঘরের কোণে বন্দি না থেকে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়া। দেশভ্রমণের মাধ্যমেই আমাদের বই পড়ে অর্জিত জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, মন উদার হয়। জাফর শরাফীও বুঝেছিলেন দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা। পেশায় ছিলেন দর্জি, আর নেশা ছিল সাইকেল চালানো। দেশভ্রমণকে জীবনের লক্ষ্য করে সাইকেল নিয়েই বেরিয়ে পড়েন তিনি। সাইকেলে চড়েই ঘুরে এসেছেন বাংলাদেশের সব জেলা, ভারতের আজমীর শরিফ ইত্যাদি স্থান। ইচ্ছে আছে নেপাল, ইরানসহ আশপাশের আরও অনেক দেশ ঘুরে দেখার। তাঁর আগ্রহ সাইকেলে চড়ে সৌদি আরবে হজ পালন করতে যাওয়া এবং সেখান থেকে পরে বিশ্বভ্রমণে বের হওয়া। তবে যেখানেই যান না কেন সঙ্গী হবে প্রিয় সাইকেলটি। দৃঢ় মনোবলের এই মানুষটি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও। ১৯৭১ সালে ৪ নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন তিনি। দেশভ্রমণে অপরিসীম আনন্দ পেলেও কষ্টও কম করতে হয়নি তাঁকে। খেয়েছেন সস্তা হোটেলে। থেকেছেন রাস্তায়। আর সাইকেল চালানোর শারীরিক পরিশ্রম তো আছেই। সব বাধা অতিক্রম করে তিনি ছুটে চলেছেন আপন লক্ষ্যে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যদি মৃত্যু হয়, সেজন্য প্রস্তুতি হিসেবে সাথে রেখেছেন কাফনের কাপড়।

❑　**সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১।　জাফর শরাফীর পেশা কী ছিল?

(ক)　জুতা সেলাই
(খ)　কাপড় সেলাই
(গ)　সাইকেল চালানো
(ঘ)　রিকশা চালানো

২।　জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কে তুমি কীভাবে সবচেয়ে ভালো জানতে পারবে?

(ক)　বইয়ে পড়ে
(খ)　টিভিতে দেখে
(গ)　শিক্ষকের কাছে শুনে
(ঘ)　বইয়ে পড়ে ও সেখানে ঘুরতে গিয়ে

৩।　জাফর শরাফীর কর্মকাণ্ডের সাথে নিচের কোন কথাটি মিলে যায়?

(ক)　ছবির মতো দেশ

(খ) শুধু দেখো আর খুশি হও মনে

(গ) দেখব এবার জগৎটাকে

(ঘ) বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে

৪। অনুচ্ছেদটিতে মূলত বলা হয়েছে জাফর শরাফীর-

(ক) দেশপ্রেমের কথা

(খ) জীবন সংগ্রামের কথা

(গ) দুঃসাহসী অভিযাত্রার কথা

(ঘ) শারীরিক সামর্থ্যের কথা

৫। জাফর শরাফী নিজের সাথে কাফনের কাপড় রেখেছেন, কেননা–

(ক) তাঁর বাঁচার আগ্রহ নেই

(খ) তাঁর কোনো পিছুটান নেই

(গ) তিনি মৃত ব্যক্তিদের সৎকার করেন

(ঘ) তিনি একজন দর্জি

উত্তর : ১। (খ) কাপড় সেলাই; **২**। (ঘ) বইয়ে পড়ে ও সেখানে ঘুরতে গিয়ে; **৩**। (গ) দেখব এবার জগৎটাকে; **৪**। (গ) দুঃসাহসী অভিযাত্রার কথা; **৫**। (খ) তাঁর কোনো পিছুটান নেই।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
উদার	মহৎ।
পূর্ণতা	সফলতা।
সস্তা	কম দামি।
অনন্ত	যার অন্ত বা শেষ নেই।
উৎকণ্ঠা	ব্যাকুলতা।
শ্রেষ্ঠ	সবচেয়ে ভালো।

ক) আমরা ——— নিয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি।

খ) জ্ঞান লাভের ——— মাধ্যম হলো বই।

গ) আকাশকে দেখে মনে হয় এটি অসীম, ———।

ঘ) রহমান সাহেব ——— মনের মানুষ।

ঙ) বাজারে আজ টমেটো খুব ———।

উত্তর : ক) উৎকণ্ঠা; **খ)** শ্রেষ্ঠ; **গ)** অনন্ত; **ঘ)** উদার; **ঙ)** সস্তা।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) জাফর শরাফী সাইকেল নিয়ে কোথায় কোথায় গিয়েছেন? দেশভ্রমণের তিনটি উপকারিতার কথা লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফী সাইকেল নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন।

দেশভ্রমণের তিনটি উপকারিতার কথা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। দেশভ্রমণে গেলে পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিস্ময়কর জিনিস সম্পর্কে জানা যায়।

২। দেশভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের বই পড়ে অর্জিত জ্ঞান পূর্ণতা পায়।

৩। দেশভ্রমণের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, আমরা উদার হতে শিখি।

খ) জাফর শরাফীকে দেশভ্রমণের জন্য কেমন কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফীকে দেশভ্রমণের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। সব জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সাইকেলে চড়ে, যা খুবই পরিশ্রমের কাজ। আর্থিক সংগতির অভাবে খোলা আকাশের নিচে থাকতে হয়েছে। খেতে হয়েছে সস্তা হোটেলে। তবুও দমে যাননি তিনি।

গ) জাফর শরাফী কেন এত কষ্ট স্বীকার করেছেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফীর জীবনের লক্ষ্য ছিল দেশভ্রমণ। সে লক্ষ্য পূরণে তিনি ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জোরেই মানুষ তার স্বপ্নকে সত্য করতে পারে। জাফর শরাফীও এ সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন। এ কারণেই সব কষ্টকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি।

ঘ) জাফর শরাফী সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফী সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে উল্লেখ করা হলো

১। জাফর শরাফী একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী।
২। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।
৩। তিনি দৃঢ় মনোবলের অধিকারী।
৪। লক্ষ্য পূরণে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।
৫। সাইকেল চালানো তাঁর নেশা।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

দ্ধ, ন্ত, ন্ধ, শ্ব, ষ্ক।

উত্তর :

দ্ধ = দ + ধ – উদ্ধার
- বন্যায় আটকে পড়া সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ন্ত = ন + ত – ক্লান্ত

- ফুটবল খেলে আমরা ক্লান্ত হয়েছি।

ন্ধ = ন + ধ – বন্ধু
- রহিম ও সুবল খুব ভালো বন্ধু।

শ্ব = শ + ব-ফলা (্ব) – বিশ্বাস
- বাবা আমার কথা বিশ্বাস করলেন।

ষ্ক = ষ + ক – পরিষ্কার
- পানি পরিষ্কার দেখালেও তাতে জীবাণু থাকতে পারে।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) এক দেশ থেকে আর এক দেশ।
খ) এক যুগের পর আরেক যুগ।
গ) কোনো কিছু সাদরে গ্রহণ।
ঘ) মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণা।
ঙ) দমন করা যায় না এমন।

উত্তর : **ক)** দেশান্তর; **খ)** যুগান্তর; **গ)** বরণ; **ঘ)** মরণ-যন্ত্রণা; **ঙ)** অদম্য।

❑ **ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।**

চলিত রূপ		সাধু রূপ	চলিত রূপ		সাধু রূপ
আঁকব	–	আঁকিব	ছুটছে	–	ছুটিতেছে
দেখব	–	দেখিব	আসছে	–	আসিতেছে
ঘুরছে	–	ঘুরিতেছে	চলছে	–	চলিতেছে
মরছে	–	মরিতেছে			

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

বদ্ধ, মরণ, আপন, আশা, আকাশ।

উত্তর :

মুল শব্দ **সমার্থক শব্দ**

বদ্ধ	-	মুক্ত/খোলা
মরণ	-	জীবন
আপন	-	পর
আশা	-	নিরাশা
আকাশ	-	পাতাল

❑ **নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।**

বীর, পাতাল, ইঙ্গিত, জগৎ, আপন।

উত্তর :

	শব্দ	অর্থ		শব্দ	অর্থ
বীর	–	সাহসী।	জগৎ	–	পৃথিবী।
পাতাল	–	ভূগর্ভ।	আপন	–	নিজ।
ইঙ্গিত	–	ইশারা।			

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

বিশ্ব, বীর, অন্তরীক্ষ, প্রতিজ্ঞা।

উত্তর :

মুল শব্দ		সমার্থক শব্দ
বিশ্ব	–	জগৎ, পৃথিবী।
বীর	–	সাহসী, বলশালী।
অন্তরীক্ষ	–	গগন, আকাশ।
প্রতিজ্ঞা	–	সংকল্প, পণ।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ক) কবিতার লাইনগুলো পরপর সাজিয়ে লেখ ঃ

কেমন করে ঘুরছে মানুষ
দেখব এবার জগৎটাকে,
থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
ছুটছে তারা কেমন করে,
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে

খ) কবিতার অংশটুকু কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে তা লেখ।

গ) কবিতাটির কবির নাম কী?

ঘ) কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?

উত্তর :

(ক) থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,

(খ) কবিতার অংশটি 'সংকল্প' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

(গ) কবিতাটির কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

(ঘ) বিশ্বের সব অজানা রহস্যকে জানার অদম্য কৌতূহল রয়েছে কবির। তাঁর ইচ্ছা গোটা জগৎটা ঘুরে দেখবেন। তাই কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

সুন্দরবনের প্রাণী

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।

১. ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা–
১. ভারত ২. বাংলাদেশ
৩. অস্ট্রেলিয়া ৪. আফ্রিকা

২. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?
১. সিংহ ২. হাতি
৩. বাঘ ৪. উট

৩. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?
১. সিলেট ও খুলনার
২. ভাওয়াল ও মধুপুরের
৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের
৪. উপরের সবখানে

৪. কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?
১. ঈগল ২. শকুন
৩. চিল ৪. কাক

৫. কোনটার বড় বড় শিং, কোনটার গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ, প্রাণীটির নাম কী?
১. চিতা বাঘ ২. চিত্রা হরিণ
৩. ভাল্লুক ৪. গন্ডার

৬। সুন্দরবনে চিতাবাঘ —
ⓚ কখনোই ছিল না ⓚ এখন আর নেই
ⓖ প্রচুর পরিমাণে আছে ⓖ অল্প কিছু আছে

৭। শকুন কোন ধরনের খাবারগুলোকে নিজের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে?
(ক) মানুষের পছন্দের খাবারগুলোকে
(খ) মানুষের অপছন্দের খাবারগুলোকে
(গ) মানুষের অনুপযোগী খাবারগুলোকে
(ঘ) মানুষের অপরিচিত খাবারগুলোকে

৮। শকুনের কোন বিষয়টি অত্যন্ত চিন্তিত হওয়ার মতো?
(ক) খাদ্যাভ্যাস (খ) আচার-আচরণ
(গ) অপকারিতা (ঘ) বিলুপ্তি

৯। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কেমন প্রাণী?
(ক) হিংস্র (খ) গোবেচারা
(গ) নিরীহ (ঘ) অসুন্দর

১০। সুন্দরবন বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
(ক) পূর্ব দিকে (খ) পশ্চিম দিকে
(গ) উত্তর দিকে (ঘ) দক্ষিণ দিকে

১১। সুন্দরবনের পাড়ে কী অবস্থিত?
(ক) জলপ্রপাত (খ) সমুদ্র
(গ) পাহাড় (ঘ) মরুভূমি

১২। ‘কেওড়া’ কী?
(ক) সুন্দরবনের প্রাণী

ⓚ সুন্দরবনের নদী
ⓖ সুন্দরবনের বৃক্ষ
ⓘ সুন্দরবনের গ্রাম

১৩। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চালচলন কেমন?

ⓚ রাজার মতো ⓚ মানুষের মতো
ⓖ পাখির মতো ⓘ শিক্ষকের মতো

১৪। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে কেন?

ⓚ এটি ভয়ংকর বলে
ⓚ এটি অমূল্য সম্পদ বলে
ⓖ এটি জীবজন্তু শিকার করে বলে
ⓘ এটি উপকারী প্রাণী বলে

১৫। সুন্দরবনের অনেক প্রাণী কেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে?

ⓚ বাঘের আক্রমণে
ⓚ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে
ⓖ খাদ্যের অভাবে
ⓘ নতুন প্রাণীর আগমনে

১৬। বাংলাদেশের নামের সাথে জড়িয়ে আছে কোন প্রাণীর নাম?

(ক) শকুন (খ) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার
(গ) হরিণ (ঘ) গন্ডার

১৭। 'স্যাঁতসেঁতে' শব্দের অর্থ কী?

(ক) ভেজাভেজা (খ) অস্বাস্থ্যকর
(গ) সুস্বাদু (ঘ) অপ্রয়োজনীয়

১৬। 'রাজকীয়' শব্দের অর্থ কী?

(ক) রাজা সম্বন্ধীয়
(খ) প্রাণীর রাজা
(গ) রাজার পছন্দ নয় এমন
(ঘ) রাজারা পোষেন এমন

১৯। 'ক্ষ' বর্ণটি কোন কোন যুক্তবর্ণ নিয়ে গঠিত?

(ক) খ + য় (খ) ম + ষ
(গ) হ + ম (ঘ) ক + ষ

২০। অনুচ্ছেদটিতে মূলত কিসের কথা বলা হয়েছে?

(ক) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হিংস্রতার কথা
(খ) শকুনের উপকারী ভূমিকার কথা
(গ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কথা
(ঘ) পশুপাখি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা

২১। 'প্রচুর' শব্দের অর্থ কী?

(ক) অনেক (খ) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি
(গ) খুব কম (ঘ) শূন্য

২২। সুন্দরবনে কোন প্রাণীটি এখনও রয়েছে?

(ক) গন্ডার (খ) হাতি
(গ) হরিণ (ঘ) বুনো শুয়োর

২৩। 'বিলুপ্ত' শব্দের অর্থ কী?

(ক) হারিয়ে যাওয়া
(খ) অন্যত্র চলে যাওয়া
(গ) বাঘে খেয়ে ফেলা
(ঘ) বনের গভীরে চলে যাওয়া

২৪। মানুষের জন্য ক্ষতিকর আবর্জনা শকুন খাওয়ার ফলে-
(ক) তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে
(খ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে
(গ) তাদের অসুখ হয়
(ঘ) মানুষের ক্ষতি হয়

২৫। অনুচ্ছেদটিতে মূলত কিসের কথা বলা হয়েছে?
(ক) বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর কথা
(খ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা
(গ) জলবায়ু পরিবর্তনের কথা
(ঘ) ক্ষতিকর প্রাণীর কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. ৩. অস্ট্রেলিয়া
২. ১. সিংহ
৩. ৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের
৪. ২. শকুন
৫. ২. চিত্রা হরিণ
৬। (খ) এখন আর নেই
৭। (গ) মানুষের অনুপযোগী খাবারগুলোকে
৮। (ঘ) বিলুপ্তি
৯। (ক) হিংস্র
১০। (ঘ) দক্ষিণ দিকে
১১। (খ) সমুদ্র
১২। (গ) সুন্দরবনের বৃক্ষ

১৩। (ক) রাজার মতো
১৪। (খ) এটি অমূল্য সম্পদ বলে
১৫। (খ) প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে
১৬। (খ) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার;
১৭। (ক) ভেজাভেজা; **১৮।** (ক) রাজা সম্বন্ধীয়; **১৯।** (ঘ) ক + ষ;
২০। (ঘ) পশুপাখি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা।
২১। (ক) অনেক; **২২।** (গ) হরিণ;
২৩। (ক) হারিয়ে যাওয়া;
২৪। (খ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে;
২৫। (ক) বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর কথা।

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। ক্যাঙ্গারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?

উত্তর : ক্যাঙ্গারু বললেই মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার কথা। আর সিংহ বললেই মনে হয় আফ্রিকা মহাদেশের কোনো একটি দেশের কথা।

২। বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে আমি যা যা জানি তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার :** এই বাঘের চেহারা ও স্বভাব রাজার মতো। তাই এর নাম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনে এদের বাস। শিকার করে জীবজন্তু, সুযোগ পেলে মানুষও।

২। **চিতাবাঘ :** অন্য বাঘের সাথে এর পার্থক্য হলো এটি গাছে উঠতে পারে। অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে।

৩। **ওলবাঘ :** একসময় সুন্দরবনে এ বাঘ দেখা যেত। এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

৪। **মেছোবাঘ :** দেখতে অনেকটা চিতাবাঘের মতো। এরা মাছ শিকার করে খায়। তবে নাম মেছো বাঘ হলেও মাছ এদের মূল খাদ্য নয়। এরাও এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী।

৩। **দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।**

উত্তর : পশুপাখি ও জীবজন্তু দেশের অমূল্য সম্পদ। এরা নানাভাবে দেশের উপকার করে। যেমন–

- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এদের থেকে ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

৪। **শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?**

উত্তর : মানুষের পক্ষে যা অনুপযোগী ও ক্ষতিকর সেগুলোকে শকুন নিজের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে আমরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাই। এভাবে শকুন মানুষের উপকার করে।

৫। **পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?**

উত্তর : পশুপাখি জীবজন্তু পরিবেশের প্রাণ। এরা না থাকলে প্রকৃতিতে নানা বিপর্যয় ঘটবে। বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। এতে মানুষের জীবনও মারাত্মক হুমকিতে পড়বে।

৬। **সুন্দরবন কিসের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে?**

উত্তর : সুন্দরবন সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে।

৭। **সুন্দরবনে রয়েছে এমন চারটি প্রাণী ও চারটি উদ্ভিদের নাম লেখ।**

উত্তর : সুন্দরবনে রয়েছে এমন চারটি প্রাণী ও চারটি উদ্ভিদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

প্রাণী : বাঘ, হরিণ, কুমির, বানর।

উদ্ভিদ : কেওড়া, সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা।

৮। **সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কোথায় ঘুরে বেড়ায়?**

উত্তর : সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ভেজা স্যাঁতসেঁতে গোলপাতার বনে ঘুরে বেড়ায়।

৯। **সুন্দরবনের কোন কোন প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে?**

উত্তর : সুন্দরবনে একসময় ওলবাঘ, চিতাবাঘ,, গন্ডার, হাতি, বুনো শুয়োর ইত্যাদি প্রাণী ছিল। কিন্তু এখন এগুলো আর দেখা যায় না।

১০। **সুন্দরবনের প্রাণীগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে কেন?**

উত্তর : সুন্দরবনের প্রাণীগুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ। এরা সমগ্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। এরা বিলুপ্ত হয়ে গেলে পরিবেশে নানা বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই এ প্রাণীগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

১১। **বাংলাদেশে হাতি কোন অঞ্চলে দেখা যায়?**

উত্তর : বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়াও জামালপুর ও শেরপুর অঞ্চলের গারো পাহাড়ে হাতি দেখা যায়।

১২। **শকুন কোথায় বাসা করে?**

উত্তর : শকুন গাছের ডালে বাসা করে।

১৩। **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে ভয়ঙ্কর বলা হয়েছে কেন?**

উত্তর : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিভিন্ন জীবজন্তু শিকার করে খায়। এমনকি সুযোগ পেলে মানুষকেও আক্রমণ করে। এই কারণেই এ বাঘকে ভয়ঙ্কর বলা হয়েছে।

১৪। **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো দরকার কেন?**

উত্তর : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের অমূল্য সম্পদ। এটি না থাকলে সুন্দরবনের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা খুবই জরুরি।

১৫। **যেসব হরিণের বড় বড় শিং এবং গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ সেগুলো কী হরিণ?**

উত্তর : যেসব হরিণের বড় বড় শিং এবং গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ সেগুলো চিত্রা হরিণ।

১৬। **শকুন কীভাবে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?**

উত্তর : শকুন আবর্জনা খায়। মানুষের জন্য যেসব ক্ষতিকর আবর্জনা রয়েছে তা শকুন খেয়ে ফেলে। এভাবে শকুন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে।

১৭। **প্রকৃতির দানকে ধ্বংস করতে নেই কেন?**

উত্তর : প্রাণী বৃক্ষলতা সবকিছুই প্রকৃতির দান। এগুলোকে ধ্বংস করলে প্রকৃতিতে নেমে আসে নানা বিপর্যয়। সৃষ্টি হয় বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি। তাই প্রকৃতির দানকে ধ্বংস করতে নেই।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের বাস সুন্দরবনে। এর চালচলন রাজার মতো, স্বভাবে এটি হিংস্র। সুন্দরবনের অমূল্য এ সম্পদটি এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সব ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের ভূমিকাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

চড়ুইয়ের মতোই ছোট্ট একটি পাখি টুনটুনি। পালকের রং জলপাই সবুজ। মাথায় লাল আভা। লম্বা ঠোঁট কালচে খয়েরি। পায়ের রং হলুদাভ। চড়ুই ও টুনটুনি দুজনেই মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে। টুনটুনি পাখি ফুলে ফুলে ঘুরে মধু খেয়ে পরাগায়ণেও সাহায্য করে। ময়না পাখি দেখতে যেমন মিষ্টি তেমনি মিষ্টি তার গান। অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা অবিকল নকল করতে পটু সে। মানুষ এজন্য তাকে শখ করে পোষে। চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল একটি পাখি বুলবুলি। এরা কলহপ্রিয়, কিছুটা দুর্বিনীত। মাথার ওপর

থাকে রাজকীয় কালো ঝুঁটি। ঠোঁট ও পা কৃষ্ণবর্ণের। পোকামাকড় ও কীট-পতঙ্গ খেয়ে পরিবেশ বাঁচায়। পানির সঙ্গে যার সখ্য, সেই পাখির নাম পানকৌড়ি। কুচকুচে কালো এই পাখি ডুব দিয়ে তিন মিটার পর্যন্ত সাঁতরাতে পারে। এদের পায়ের পাতা হাঁসের মতো। এরা খুব পেটুক স্বভাবের হয়ে থাকে। পাখিরা আমাদের অনেক উপকার করে। তারা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। আমাদের বন্ধুর মতো।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। চঞ্চলতার জন্য বুলবুলিকে কোন পাখির সাথে তুলনা করা যায়?

(ক) টুনটুনির সাথে
(খ) কাকের সাথে
(গ) ময়নার সাথে
(ঘ) চড়ুইয়ের সাথে

২। মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে কোন কোন পাখি?

(ক) কোকিল ও ময়না
(খ) টুনটুনি ও চড়ুই
(গ) দোয়েল ও চড়ুই
(ঘ) বুলবুলি ও টুনটুনি

৩। ময়না পাখির কোন গুণের কথা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

(ক) পরাগায়ণে সাহায্য করে
(খ) পরিবেশ সুন্দর রাখে
(গ) মানুষের কথা নকল করতে পারে
(ঘ) সহজে পোষ মানে

৪। অনুচ্ছেদটি পড়ে বলা যায় —

(ক) পাখি শিকার করা খারাপ কাজ নয়
(খ) পাখি পরিবেশের জন্য অপকারী
(গ) পাখিদের রক্ষা করা উচিত
(ঘ) পাখিরা খুবই চঞ্চল

৫। 'কলহ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) ঝগড়া (খ) আরাম
(গ) আনন্দ (ঘ) কোলাহল

উত্তর : ১। (ঘ) চড়ুইয়ের সাথে; **২।** (খ) টুনটুনি ও চড়ুই; **৩।** (গ) মানুষের কথা নকল করতে পারে; **৪।** (গ) পাখিদের রক্ষা করা উচিত; **৫।** (ক) ঝগড়া।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ

দুর্বিনীত	বিনয়ী বা সংযত নয় যে।
পরাগায়ণ	গাছের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া।
রাজকীয়	অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ।
অবিকল	সম্পূর্ণ একই রকম।
শখ	পছন্দ, আগ্রহ।
পটু	দক্ষ।

ক) ডাকটিকিট জমানো আমার ———।

খ) ——— অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোট ফুপুর বিয়ে হলো।

গ) বাবুর চেহারা ——— তার যমজ ভাইয়ের মতো।

ঘ) সেলিনা গল্প করায় খুব ———।

ঙ) ——— হলে মানুষ ভালোবাসে না।

উত্তর : ক) শখ; **খ)** রাজকীয়; **গ)** অবিকল; **ঘ)** পটু; **ঙ)** দুর্বিনীত।

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক) **বুলবুলি কেমন স্বভাবের পাখি? চড়ুই ও টুনটুনি পাখির মধ্যে দুটি মিল লেখ।**

উত্তর : বুলবুলি খুব চঞ্চল স্বভাবের। এরা কলহপ্রিয় আর খানিকটা দুর্বিনীত।

চড়ুই ও টুনটুনি পাখির মধ্যে দুটি মিল হলো-

১। চড়ুই ও টুনটুনি দুটিই আকারে খুব ছোট।

২। এরা দুজনেই মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে।

খ) **ময়না পাখি সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : নিচে ময়না পাখি সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখা হলো—

১। ময়না পাখি দেখতে খুব সুন্দর।

২। এর গলা খুব মিষ্টি।

৩। এরা অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা ইত্যাদি নকল করতে পারে।

৪। অনেকে শখ করে ময়নাকে পোষে।

গ) **'পাখিরা আমাদের বন্ধুর মতো'- কথাটি পাঁচটি বাক্য বুঝিয়ে লেখ।**

উত্তর : পাখিকে আমাদের বন্ধু বলা হয়েছে কারণ-

১। পাখিরা আমাদের পরিবেশেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২। এরা প্রতিবেশীর মতোই আমাদের কাছাকাছি বাস করে।

৩। পাখিরা নানাভাবে আমাদের উপকার করে।

৪। এরা ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে।

৫। কোনো কোনো পাখি পরাগায়ণে সহায়তা করে।

ঘ) **পানকৌড়ি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : পানকৌড়ি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

১। পানকৌড়ির বসবাস জলপূর্ণ স্থানে।

২। এদের দেহ কুচকুচে কালো।

৩। এরা সাঁতারে খুব দক্ষ।

৪। এদের পায়ের পাতাগুলো হাঁসের মতো।

৫। পানকৌড়ি পেটুক স্বভাবের পাখি।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

স্ম, প্ত, শ্চ, হ্ন, ন্ব, ল্প, ষ্ট, বৃ, ক্র, ধ্ব।

উত্তর :

স্ম = স + ম-ফলা (ম) – স্মৃতি

- শৈশবের স্মৃতি বড়ই মধুর।

প্ত = প + ত – সপ্তাহ

- সাত দিনে এক সপ্তাহ।

শ্চ = শ + চ – নিশ্চিত

- পরীক্ষা কবে হবে তা নিশ্চিত নয়।

হ্ন = হ + ন – চিহ্ন

- খোকা তীর চিহ্ন আঁকবে।

ন্ব = ন + ব-ফলা (্ব) – সমন্বয়

- সমন্বয় ছাড়া কাজের সফলতা আসে না।

ল্ল = ল + ল – উল্লাস

- গোল হতেই দর্শকেরা উল্লাসে মাতল।

ষ্ট = ষ + ট – স্পষ্ট

- চশমা ছাড়া করিম স্পষ্ট দেখতে পায় না।

বৃ = ব + ঋ-কার (ৃ) – বৃহস্পতি

- বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটি থাকবে।

ক্র = ক + র-ফলা (্র) – ক্রমিক

- সালমার ক্রমিক নং ছয়।

র্ধ্ব = ধ + ব-ফলা (্ব) – ঊর্ধ্ব

- একশ টাকার ঊর্ধ্বে খরচ করো না।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ঙ্গ, ফ্র, ঙ্ক, চ্ছ, কৃ।

উত্তর :

ঙ্গ = ঙ + গ - অঙ্গ

- ছেলেটির অঙ্গ ঘামে ভেজা।

ফ্র = ফ + র-ফলা (্র) - ফ্রক

- খুকী ফ্রক পরেছে।

ঙ্ক = ঙ + ক - অঙ্ক

- বাদল অঙ্ক কষছে।

চ্ছ = চ + ছ - কচ্ছপ

- কচ্ছপ খুব ধীরে চলে।

কৃ = ক + ঋ-কার (ৃ) - কৃষক

- কৃষক মাঠে কাজ করেন।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান তাকে ধ্বংস করতে নেই ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয় বন্যা খরা ঝড় ইত্যাদি।

উত্তর : প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয়– বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) যা লোপ পেয়েছে; **খ)** বিভিন্ন উপাদান; **গ)** যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না; **ঘ)** যার প্রয়োজন নেই; **ঙ)** যা ক্ষতি করে।

উত্তর : **ক)** বিলুপ্ত; **খ)** সম্ভার; **গ)** অমূল্য; **ঘ)** অপ্রয়োজনীয়; **ঙ)** ক্ষতিকর।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

দেখিতে, উঠিয়াছে, ভাসিয়া, বেড়াইতেছে, গিয়াছে।

উত্তর : **সাধু রূপ** **চলিত রূপ**

দেখিতে – দেখতে

উঠিয়াছে – উঠেছে

ভাসিয়া – ভেসে

বেড়াইতেছে – বেড়াচ্ছে

গিয়াছে – গেছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

প্রচুর, ধ্বংস, সুন্দর, ক্ষতিকর, উপকার, অপ্রয়োজনীয়, বিশাল, রাজা, অমূল্য, দান।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
প্রচুর	–	স্বল্প	অপ্রয়োজনীয়	–	প্রয়োজনীয়
ধ্বংস	–	সৃষ্টি	বিশাল	–	ক্ষুদ্র
সুন্দর	–	অসুন্দর	রাজা	–	প্রজা
ক্ষতিকর	–	লাভজনক	অমূল্য	–	মূল্যহীন
উপকার	–	অপকার	দান	–	গ্রহণ

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

প্রাণী, বিশ্ব, বৃক্ষ, সমুদ্র, পরিচ্ছন্ন।

উত্তর : **মূল শব্দ** **সমার্থক শব্দ**

প্রাণী – জন্তু, জানোয়ার।

বিশ্ব – পৃথিবী, দুনিয়া।

বৃক্ষ – উদ্ভিদ, গাছ।

সমুদ্র – সাগর, পাথার।

পরিচ্ছন্ন – পরিপাটি, পরিষ্কার।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

হাতি আর শেয়ালের গল্প

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১. **বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?**

১. বাঘ ২. শেয়াল

৩. হাতি ৪. সিংহ

২. **কার জন্য বনে আবার শান্তি ফিরে আসল?**

১. সিংহ ২. শেয়াল

৩. ভালুক ৪. বাঘ

৩. **হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শেয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?**

১. শেয়াল সাঁতার জানে বলে

২. শেয়াল খুব সাহসী বলে

৩. শেয়াল বুদ্ধিমান বলে
৪. শেয়াল হাতির বন্ধু বলে

৪. হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?
১. হাতির অহংকার
২. হাতির লম্বা শুঁড়
৩. হাতির ভারী শরীর
৪. হাতির বোকামি

৫. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?
১. হাতির অত্যাচারের জন্য
২. হাতি খুব বড় বলে
৩. হাতির ভয়ে
৪. হাতি সাঁতার জানে বলে

৬। কী নিয়ে হাতিটার খুব অহংকার ছিল?
ⓚ লম্বা শুঁড় নিয়ে
ⓚ বিশাল শরীর ও শক্তি নিয়ে
ⓖ লম্বা কান নিয়ে
ⓖ গায়ের রং নিয়ে

৭। সবাই হাতিটাকে কী করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল?
(ক) ভয় দেখানোর জন্য
(খ) কুর্ণিশ করার জন্য
(গ) আটক করার জন্য
(ঘ) স্বাগত জানানোর জন্য

৮। সমস্ত বন থরথর করে কেঁপে উঠল কেন?
(ক) ভূমিকম্পের কারণে (খ) ঝোড়ো বাতাসে
(গ) হাতির হুঙ্কারে (ঘ) সিংহের হুঙ্কারে

৯। ইঁদুর ও গুবরে পোকার দল কোথায় লুকিয়ে ছিল?
(ক) গাছের ডালে (খ) মাটির তলায়
(গ) ঝোপের আড়ালে (ঘ) পানির নিচে

১০। বনের পশুপাখিদের শান্তির দিন শেষ হলো কেন?
(ক) মানুষের আগমনে
(খ) মানুষ সভ্য হতে থাকায়
(গ) অত্যাচারী হাতির আগমনে
(ঘ) সিংহের অত্যাচারের কারণে

১১। হাতিটা ছিল ভীষণ–
(ক) শান্ত (খ) বদমেজাজি
(গ) দুর্বল (ঘ) ভালো

১২। বনের পশুপাখিরা কখন সিংহের গুহায় এলো?
(ক) ভোরে (খ) দুপুরে
(গ) সন্ধ্যায় (ঘ) রাতে

১৩। সব পশু নদীর তীরে এসেছিল কেন?
(ক) হাতিকে রাজা বানাতে
(খ) হাতিকে বরণ করতে
(গ) হাতির শাস্তি দেখতে
(ঘ) হাতির শক্তি দেখতে

১৪। ‘নিরীহ; শব্দের অর্থ কী?
(ক) ভালো (খ) দুর্বল

(গ) ভীতু (ঘ) শান্ত

১৫। হাতির পাগুলোকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

(ক) মোটা খাম্বার সাথে (খ) বড় পাথরের সাথে

(গ) মোটা গাছের সাথে (ঘ) বড় পাহাড়ের সাথে

১৬। বনের সবাই তটস্থ হয়ে রইল কেন?

(ক) সিংহ ভীষণ বদমেজাজি ছিল বলে

(খ) বাঘ মামার ভীষণ হুঙ্কার শুনে

(গ) হাতিটা অত্যাচারী ছিল বলে

(ঘ) হাতির সাথে সিংহের যুদ্ধ লাগার ভয়ে

১৭। 'অমিত' শব্দের অর্থ?

(ক) প্রচুর (খ) ভারী

(গ) অত্যন্ত (ঘ) বড়

১৮। কেউ যদি অন্য কারও ওপর বিনা দোষে অত্যাচার চালায় তাহলে সেই ব্যক্তিকে তুলনা করা যায় অনুচ্ছেদের—

(ক) বাঘের সাথে (খ) পিঁপড়ের সাথে

(গ) সিংহের সাথে (ঘ) হাতির সাথে

১৯। 'পুঁচকে' শব্দের অর্থ কী

(ক) শেয়াল (খ) অত্যন্ত ছোট

(গ) শক্তিধর (ঘ) সিংহ

২০। বনের কারো মনে শান্তি নেই কেন?

(ক) হাতির অত্যাচারে

(খ) সিংহের নির্যাতনে

(গ) বাঘের হুঙ্কারে

(ঘ) বানরের উৎপাতে

২১। বনের সব প্রাণী সিংহের গুহায় জড়ো হলো কেন?

(ক) হাতির তাড়া খেয়ে

(খ) সিংহের আমন্ত্রণে

(গ) হাতির অত্যাচার থেকে মুক্তির উপায় বের করতে

(ঘ) সিংহকে উচিত শিক্ষা দিতে

২২। 'আস্তানা' শব্দের অর্থ কী?

(ক) লড়াই

(খ) শায়েস্তা করা

(গ) রাজা

(ঘ) বসবাসের জায়গা

২৩। অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি-

(ক) অহংকারীকে কেউ ভালোবাসে না

(খ) সকলেই শক্তের ভক্ত

(গ) বুদ্ধির চেয়ে শক্তি বড়

(ঘ) হাতি বনের রাজা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. ৪. সিংহ

২. ২. শেয়াল

৩. ৩. শেয়াল বুদ্ধিমান বলে

৪. ১. হাতির অহংকার

৫. ১.হাতির অত্যাচারের জন্য

৬। (খ) বিশাল শরীর ও শক্তি নিয়ে

৭। ⓖ স্বাগত জানানোর জন্য
৮। ⓖ হাতির হুঙ্কারে
৯। ⓖ মাটির তলায়
১০। ⓖ অত্যাচারী হাতির আগমনে
১১। ⓖ বদমেজাজি
১২। ⓖ সন্ধ্যায়
১৩। ⓖ হাতির শাস্তি দেখতে
১৪। (ঘ) শান্ত;
১৫। (গ) মোটা গাছের সাথে;
১৬। (গ) হাতিটা অত্যাচারী ছিল বলে;
১৭। (ক) প্রচুর
১৮। (ঘ) হাতির সাথে।
১৯। (খ) অত্যন্ত ছোট;
২০। (ক) হাতির অত্যাচারে;
২১। (গ) হাতির অত্যাচার থেকে মুক্তির উপায় বের করতে;
২২। (ঘ) বসবাসের জায়গা;
২৩। (ক) অহংকারীকে কেউ ভালোবাসে না।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?**

উত্তর : অমিত শক্তিধর বলা হয়েছে অহংকারী হাতিটাকে।

২। **বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?**

উত্তর : বনের পশুরা খুব সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় মস্ত এক হাতি তাড়া খেয়ে বনে এসে ঢোকে। অহংকারী সেই হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের সবসময় শঙ্কিত থাকতে হয়। তাই তাদের মন থেকে শান্তি হারিয়ে যায়।

৩। **গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে বোঝানো হয়েছে অত্যাচারী হাতিটার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার অনুভূতিকে। হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে এসেছিল। শেয়ালের বুদ্ধিতে হাতিটা চরম সাজা পায়। পশুরাও হাতির অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়।

৪। **শেয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : শেয়াল হাতিটাকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের মহাবিপদে পড়তে হতো। দিন দিন হাতিটার অহংকার বেড়েই চলত। একে একে সব পশুই তার অত্যাচারের শিকার হতো। অনেকেই জঙ্গল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতো।

৫। **হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর?**

উত্তর : হাতির এই শাস্তির জন্য দায়ী তার অহংকার ও নিষ্ঠুরতা।

৬। **মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?**

উত্তর : মিলেমিশে থাকলে মানুষের মাঝে একতা সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের শক্তি বেড়ে যায়। মানুষ একা সব কাজ করতে পারে না। কিন্তু মিলেমিশে করলে অনেক কঠিন কাজও খুব সহজে করা যায়। মানুষ যখন সভ্য হচ্ছিল তখন তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারে। তাই তারা মিলেমিশে থাকার নিয়ম শিখতে শুরু করে।

৭। **সবাই মিলে শেয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?**

উত্তর : পশুদের মধ্যে শেয়াল সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাই সবাই মিলে শেয়ালকে দায়িত্ব দিল।

৮। **শেয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?**

উত্তর : শেয়াল নানা রকম মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে হাতিটাকে নদীর কিনারে নিয়ে এলো। শেয়ালের কথায় হাতিটা না বুঝেই নদী পার হওয়ার জন্য পানিতে নেমে গেল। কিন্তু সাথে সাথেই তার মস্ত, ভারী শরীরটা পানিতে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল। এভাবেই শেয়াল বুদ্ধি খাটিয়ে বনের পশুপাখিকে হাতির অত্যাচার থেকে রক্ষা করলো।

৯। **অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?**

উত্তর : অহংকারী ও অত্যাচারীকে শেষ পর্যন্ত করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়। সে যাদের ওপর অত্যাচার চালায় তারা একসময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অহংকারী আর অত্যাচারীরা এভাবে নিজেদের পতন ডেকে আনে।

১০। হাতির ভাব দেখে কী মনে হলো?

উত্তর : হাতির ভাব দেখে মনে হলো সে-ই বুঝি বনের রাজা।

১১। হাতিটার অত্যাচারে বনের প্রাণীদের কী অবস্থা হলো?

উত্তর : হাতিটার অত্যাচারে বনের প্রাণীদের মনের শান্তি উধাও হলো। চোখের ঘুম হারিয়ে গেল। সব সময় হাতিটার অত্যাচারের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত সবাই।

১২। বনের প্রাণীরা কোথায়, কেন জড়ো হলো?

উত্তর : বনে প্রাণীরা হাতিটার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শলা-পরামর্শ করতে সিংহের গুহায় জড়ো হলো।

১৩। হাতিটার শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হলো?

উত্তর : হাতিটা শেষ পর্যন্ত করুণ পরিণতি বরণ করল। নদীতে ডুবে যেতে দেখেও কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এলো না।

১৪। হাতিটাকে কেউ বাঁচাতে এলো না কেন?

উত্তর : হাতিটা ছিল খুব অহংকারী আর অত্যাচারী স্বভাবের। বনে আসার পর থেকেই হাতিটা প্রাণীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতে লাগল। প্রাণীরা সব সময় তার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকত। বনের প্রাণীরাই শেয়ালের মাধ্যমে হাতিটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এ কারণেই তার বিপদে কেউ তাকে বাঁচাতে এলো না।

১৫। বাঘ আর সিংহ হাতিটার কাছে আসতে চায় না কেন?

উত্তর : হাতিটা ছিল বাঘ আর সিংহের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। আর সে ছিল খুব নিষ্ঠুর স্বভাবের। বনের পশুদের ওপর হাতিটা নির্মম অত্যাচার চালাত। এ কারণেই বাঘ আর সিংহ হাতিটার ধারে-কাছে যেতে সাহস পেত না।

১৬। বনের সবাই সিংহের গুহায় জড়ো হলো কেন?

উত্তর : অহংকারী হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের মনে শান্তি নেই। তারা এর একটা সমাধান চায়। সে ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করতেই সবাই সিংহের গুহায় জড়ো হলো।

১৭। অনেক দিন আগে মানুষ কী শিখছিল?

উত্তর : অনেক দিন আগে মানুষ অল্প অল্প করে সভ্য হচ্ছিল। কীভাবে সবার সাথে মিলেমিশে থাকা যায় সেসব নিয়মকানুন শিখছিল তারা।

১৮। হাতিটা দেখতে কেমন ছিল?

উত্তর : হাতিটা দেখতে ছিল বিশাল আকৃতির। তার পা-গুলো ছিল বটপাকুড় গাছের মতো মোটা। শুঁড়টা এত লম্বা ছিল, মনে হতো আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তার গায়ে ছিল অসীম শক্তি।

১৯। হাতিটা বনে ঢুকে কী ধরনের আচরণ করেছিল?

উত্তর : হাতিটা বনে ঢুকে শুরু করল তুলকালাম কান্ড। তার প্রচন্ড হুঙ্কারে সমস্ত বন থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতিটার ভাব দেখে মনে হলো সে-ই বুঝি বনের রাজা। নিরীহ প্রাণীদের ওপর সে বিনা কারণেই অত্যাচার শুরু করল।

২০। হাতির আস্তানায় ঢুকে শেয়াল হাতিটাকে কীভাবে, কী বলেছিল?

উত্তর : হাতির আস্তানায় ঢুকে শেয়াল প্রথমে লেজ গুটিয়ে হাতিকে লম্বা একটা সালাম দিল। তারপর বলল, 'আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ঐ দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।'

২১। হাতিটার শুঁড় কেমন ছিল?

উত্তর : হাতিটার শুঁড় ছিল বিশাল লম্বা। যা দেখে মনে হতো সেটা বুঝি আকাশে গিয়ে ঠেকবে।

২২। কার বিশাল শরীর? তার স্বভাব কেমন ছিল?

উত্তর : বনের হাতিটার বিশাল শরীর।

হাতিটা ছিল খুব অহংকারী স্বভাবের। আর তার মেজাজও ছিল খুব তিরিক্ষি।

২৩। হরিণ ও পিঁপড়ের ওপর হাতিটা কীভাবে অত্যাচার করল?

উত্তর : নিরীহ হরিণকে হাতিটা শুঁড়ে জড়িয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। আর নিরপরাধ ক্ষুদ্র পিঁপড়েকে সে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলল।

২৪। শেয়াল ভয়ে ভয়ে কোথায় হাজির হলো?

উত্তর : শেয়াল ভয়ে ভয়ে হাতির আস্তানায় হাজির হলো।

২৫। শেয়াল হাতিকে নদীর ধারে নিয়ে গেল কেন?

উত্তর : শেয়াল মনে মনে হাতিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। হাতিকে নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া ছিল তার একটা কৌশল।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।

উত্তর : বনে এসেছে বদমেজাজি আর অহংকারী এক হাতি। হাতিটা দেখতে যেমন বিশাল তেমনি শক্তিশালী। বনে ঢুকেই সে রাজার মতো ভাব নিয়ে চলতে লাগল। তার অহংকারী মনোভাব আর অত্যাচারের ফলে প্রাণীরা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। অহংকারী আর অত্যাচারী হাতির হাত থেকে বনের সকল প্রাণী রেহাই পেতে চায়। এজন্য সকলে শলা-পরামর্শ করার জন্য সিংহের গুহায় জড়ো হয়ে যায়। শেয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয় হাতিকে শাস্তি প্রদানের। শেয়াল বুদ্ধি দিয়ে হাতিকে নদীর ধারে আনে এবং উচিত শিক্ষা দেয়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

এক কাক এক টুকরো মাংস চুরি করে উঁচু এক গাছের ডালে গিয়ে বসল। মাংসের টুকরোটা ছিল তার দুই ঠোঁটের মাঝখানে ধরা। এমন সময় এক শেয়াল তাকে দেখতে পেয়ে মাংসের টুকরোটা হাতিয়ে নেওয়ার ফন্দি আঁটল। গাছতলায় বসে সে কাককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'কাকের চেহারাটা কী সুন্দর! কী চমৎকার গায়ের রং, কী সুন্দর দেহের গঠন। শুধু গলার স্বরটাই যদি তার চেহারাটার মতো সুন্দর হতো। তাহলে অনায়াসে তাকে পাখিদের রানি বলা যেত।' শেয়ালের মুখে প্রশংসাবাক্য শুনে কাকের তো দেমাগে বুক ফুলে উঠল। সে তখন ভাবল, তার গলার আওয়াজ নিয়ে যেহেতু এত দুর্নাম, তাই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে তার কণ্ঠ কারও চেয়ে মন্দ নয়। তাই সে বিকট আওয়াজে কর্কশভাবে কা কা রবে ডেকে উঠল। যেই না সে মুখ খুলেছে অমনি মাংসের টুকরোটা তার মুখ থেকে খসে টুপ করে নিচে পড়ে গেল। শেয়াল মাংসটা মুখে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। কাক বুঝতে পারল শেয়ালের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে সে কেমন বোকামিটাই না করেছে।

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১। **কাককে দেখে শেয়ালের মনে কী জাগল?**

(ক) মাংস নেওয়ার সাধ (খ) কাকটার প্রতি মমতা

(গ) গাছে চড়ার সাধ (ঘ)বন্ধুত্ব করার আগ্রহ

২। **নিচের কোনটি 'দুর্নাম' শব্দটির বিপরীত শব্দ?**

(ক) নাম (খ) সুনাম

(গ) পরিণাম (ঘ) সুন্দর নাম

৩। **অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের কোনটি বলা যায়?**

(ক) কাকটি ছিল খুব সৎ

(খ) কাকটি ছিল খুব সুন্দর

(গ) শেয়ালটি ছিল খুব ধূর্ত

(ঘ) শেয়ালটি ছিল খুব বোকা

৪। **'কাকের চেহারাটা কী সুন্দর!' শেয়াল এটি বলেছিল–**

(ক) সত্যবাদী বলে

(খ) কাকটাকে ভালোবেসে

(গ) খাবার হাতানোর ফন্দি হিসেবে

(ঘ) চোখে কম দেখত বলে

৫। **অনুচ্ছেদটির মূল শিক্ষা কী?**

(ক) বিপদেই বন্ধু চেনা যায়

(খ) তোষামোদে ভুলতে নেই

(গ) অল্প বিদ্যা ভয়ংকর

(ঘ) ধৈর্য মহৎ গুণ

উত্তর : ১। (ক) মাংস নেওয়ার সাধ; **২।** (খ) সুনাম; **৩।** (গ) শেয়ালটি ছিল খুব ধূর্ত; **৪।** (গ) খাবার হাতানোর ফন্দি হিসেবে; **৫।** (খ) তোষামোদে ভুলতে নেই।

❑ নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	অর্থ
তোষামোদ	চাটুকারিতা।
ফন্দি	চাতুরি, প্রতারণা।
অনায়াসে	সহজে, বিনা পরিশ্রমে।

দুর্নাম	বদনাম, কলঙ্ক।
কর্কশ	অমসৃণ, অসুন্দর।
দেমাগ	অহংকার।

ক) সৎ মানুষেরা কাউকে ——— করে না।

খ) পাপ্পু ——— সব কাজ করে ফেলল।

গ) পাকা চোর হিসেবে কাকের ——— আছে।

ঘ) ——— দেখানো ভালো নয়।

ঙ) বিড়ালটা মনে মনে ইঁদুরটাকে ধরার ——— করছে।

উত্তর : ক) তোষামোদ; **খ)** অনায়াসে; **গ)** দুর্নাম; **ঘ)** দেমাগ; **ঙ)** ফন্দি।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) শেয়ালটি কাকের প্রশংসা করল কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কাকটি মাংসের টুকরো চুরি করে এনেছিল। সেটি দেখে শেয়ালের তা খাওয়ার লোভ হলো। সে মাংসের টুকরাটি কৌশলে হাতিয়ে নেওয়ার ফন্দি করল। এক্ষেত্রে শেয়ালটি কাকের মুখ খোলার জন্য তাকে কথা বলাতে চাইল। অর্থাৎ কৌশল অনুযায়ী কাককে বোকা বানাতেই শেয়াল তার প্রশংসা করল।

খ) শেয়াল তার উদ্দেশ্য কীভাবে সফল করেছিল পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : শেয়ালের উদ্দেশ্য ছিল কাকের মুখ থেকে মাংসের টুকরাটি কৌশলে বাগিয়ে নেওয়া। তাই সে কাকের নানা রকম প্রশংসা করল। শেয়ালের তোষামোদ শুনে অহংকারে কাকের বুক ফুলে গেল এবং সে বুঝতে পারল না যে আসলে সবই ছিল শেয়ালের ফন্দি। শেয়ালকে গান শোনাতে গিয়ে তার মুখ থেকে মাংসের টুকরাটি খসে পড়ে গেল। শেয়াল তা পেয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সফল হলো।

গ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনা থেকে তুমি কী কী শিখতে পারলে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনা থেকে আমি যা শিখলাম :

১। অহংকার করা ভালো নয়।

২। তোষামোদে কান দিলে তাতে নিজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। নিজেকে সবচেয়ে চালাক মনে করা উচিত নয়।

৪। নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

৫। কোনো বিষয়ে অযথা লোভ করতে হয় না।

ঘ) কাকটি কেন বিকট আওয়াজে ডেকে উঠল তা তিনটি বাক্যে লেখ। কাকটি কী করলে মাংসের টুকরোটি হারাত না?

উত্তর : শেয়াল কাকের কাছে থেকে মাংস হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাকের মিথ্যা প্রশংসা করা শুরু করল। তা শুনে অহংকারে কাকের বুক ফুলে গেল। শেয়ালের কথার ভুলেই নিজের গুণ জাহির করার উদ্দেশ্যে সে বিকট আওয়াজে ডেকে উঠল।

কাকটি ছিল খুব বোকা আর অহংকারী। শেয়ালের তোষামোদে না ভুলে অহংকার করা থেকে বিরত থাকলে সে তার মাংসের টুকরাটি হারাত না।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ন্ত, ঙ্গ, ত্ব, ক্ষ, ঙ্ক, ম্ভ, ক্ক, গ্র।

উত্তর :

ন্ত = ন + ত – পর্যন্ত
- গভীর রাত পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে।

ঙ্গ = ঙ + গ – সঙ্গে
- দাদুর সঙ্গে হাটে যাব।

ত্ব = ত + ব-ফলা (্ব) – ত্বক
- ফলমূল খেলে ত্বক ভালো থাকে।

ক্ষ = ক + ষ – ক্ষতি
- সময় অপচয় করলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

ঙ্ক = ঙ + ক – অঙ্ক

- খোকা অঙ্কে খুব ভালো।

ম্ভ = ম + ভ – অসম্ভব

- অক্সিজেন ছাড়া বাঁচা অসম্ভব।

ক্ক = ক + ক – মক্কেল

- উকিল সাহেব মক্কেলের সাথে কথা বলছেন।

গ্র = গ + র-ফলা (্র) – গ্রাম

- গ্রামে গাছপালা বেশি থাকে।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ম্ভ, ষ্ট, ম্ব, ত্য, ঙ্ক।

উত্তর :

ম্ভ = ম + ভ – সম্ভব

– পরিশ্রম করলে উন্নতি করা সম্ভব।

ষ্ট = ষ + ট – নষ্ট

– অযথা সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

ম্ব = ম + ব – কম্বল

– কম্বলটি গায়ে দিয়ে আরাম লাগছে।

ত্য = ত + য-ফলা (্য) – সত্য

– সদা সত্য কথা বলব।

ঙ্ক = ঙ + ক – লঙ্কা

– কাঁচা লঙ্কা খুব ঝাল।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর গুব্‌রে পোকার দল তারা বুঝতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী

উত্তর : গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি, তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর, গুব্‌রে পোকার দল। তারা বুঝতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী?

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

থাকিত, কাটিতেছিল, ফাটাইয়া, আসিতে, ছাড়িয়া, পিষিয়া, বাঁচাইব, সাঁতরাইয়া, তলাইয়া।

উত্তর : <u>সাধু রূপ</u> <u>চলিত রূপ</u>

থাকিত – থাকত

কাটিতেছিল – কাটছিল

ফাটাইয়া – ফাটিয়ে

আসিতে – আসতে

ছাড়িয়া – ছেড়ে

পিষিয়া – পিষে

বাঁচাইব – বাঁচাব

সাঁতরাইয়া – সাঁতরে

তলাইয়া – তলিয়ে

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) অহংকার করে যে।

খ) প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করা।
গ) শব্দ বাধা পেয়ে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়।
ঘ) সীমা নেই এমন।
ঙ) শক্তি আছে যার।
উত্তর : **ক)** অহংকারী; **খ)** উদগ্রীব; **গ)** প্রতিধ্বনি; **ঘ)** অসীম; **ঙ)** শক্তিধর।

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

বন, অহংকার, অতিথি, শঙ্কা, মাটি, শরীর, মেদিনী, আস্তানা।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
বন	–	অরণ্য, জঙ্গল।
অহংকার	–	অহমিকা, দম্ভ।
অতিথি	–	মেহমান, কুটুম।
শঙ্কা	–	ভয়, ভীতি।
মাটি	–	মৃত্তিকা, ভূমি।
শরীর	–	দেহ, অঙ্গ।
মেদিনী	–	ভূপৃষ্ঠ, ভূতল।
আস্তানা	–	বাসস্থান, ডেরা

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা
ফুটবল খেলোয়াড়
জসীম উদ্‌দীন

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। মেসের চাকর ভাঙা হাড়ে সেঁক দিতে গিয়ে কী হয়?
ⓚ আনন্দিত ⓚ লবেজান
ⓖ অসুস্থ ⓖ আতঙ্কিত

২। সন্ধ্যাবেলায় ইমদাদ হক কী করে?
ক) ফুটবল খেলে খ) পড়তে বসে
গ) মালিশ মাখে ঘ) পত্রিকা পড়ে

৩। ইমদাদ হকের বন্ধুরা তার ব্যাপারে কী আশঙ্কা করে?
ক) পঙ্গু হয়ে যাবে
খ) ফুটবল খেলা ছেড়ে দেবে
গ) পরীক্ষায় খারাপ করবে
ঘ) সারা রাত ব্যথায় ঘুম হবে না

৪। সকালে ইমদাদ হকের ঘরে গেলে কী দেখা যেত?
ক) ইমদাদ মালিশ মাখছে
খ) ইমদাদ ব্যথায় কাতরাচ্ছে
গ) বিছানা খালি পড়ে আছে
ঘ) ভাঙা শিশি পড়ে আছে

৫। ছিপি খোলা মালিশের শিশিগুলো দেখলে কী মনে হয়?
ক) যেন আনন্দে নাচছে

ⓖ যেন বেদনায় ভেঙে পড়েছে
ⓖ যেন উপহাস করছে
ⓖ যেন ঘুম থেকে জেগে গেছে

৬। ইমদাদ হক কী নিয়ে আগে ছোটে?
ⓚ ফুটবল ⓚ মালিশের শিশি
ⓖ বাঁশি ⓖ বিজয়ের পুরস্কার

৭। ইমদাদ হক কোথায় থাকে?
ⓚ মামাবাড়িতে ⓚ নিজের বাড়িতে
ⓖ মেসে ⓖ হলে

৮। ইমদাদ হকের খেলাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ⓚ ঝড়ের সাথে ⓚ বজ্রের সাথে
ⓖ বাতাসের সাথে ⓖ বন্যার সাথে

৯। চারদিকে কখন কোলাহল ওঠে?
ⓚ ইমদাদ আহত হলে
ⓚ ইমদাদ গোল করলে
ⓖ ইমদাদ ব্যথায় কাতরালে
ⓖ ইমদাদ গোল করতে না পারলে

১০। ইমদাদ হক কীভাবে জয় ছিনিয়ে আনে?
ⓚ জোর করে ⓚ কূটকৌশলে
ⓖ অসাধারণ খেলে ⓖ খেলতে না নেমে

১১। দর্শকেরা কীভাবে ফিরে যায়?
ⓚ কোলাহল করতে করতে ⓚ বিষণ্ন মনে
ⓖ কাঁদতে কাঁদতে ⓖ লবেজান হয়ে

১২। ইমদাদ হক খেলা শেষে কীভাবে মেসে ফিরে আসে?
ⓚ এক দৌড়ে ⓚ খোঁড়াতে খোঁড়াতে
ⓖ রিকশায় চড়ে ⓖ বন্ধুদের কাঁধে চড়ে

১৩। ইমদাদ হকের বেঘুম রাতি কাটে কীভাবে?
ⓚ শারীরিক যন্ত্রণায় ⓚ পরীক্ষার দুশ্চিন্তায়
ⓖ পড়াশোনা করে ⓖ খেলার দুশ্চিন্তায়

১৪। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে –
(ক) অদম্য এক খেলোয়াড়ের কথা
(খ) ফুটবল খেলার কায়দাকানুন সম্পর্কে
(গ) ফুটবল খেলার আনন্দ সম্পর্কে
(ঘ) খেলাধুলার উপকারিতার কথা

১৫। সন্ধ্যাবেলায় ইমদাদ হক কাজির বন্ধুরা বিস্মিত হয়—
(ক) নিজেদের দলের হেরে যাওয়া দেখে
(খ) ইমদাদ হকের খেলতে আসা দেখে
(গ) ইমদাদ হককে মাঠে না দেখে
(ঘ) মাঠে প্রচুর দর্শক দেখে

১৬। পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে বল কাটানোর কৌশলকে কী বলে?
(ক) ফুটবল (খ) ফাউল
(গ) গোল (ঘ) ড্রিবলিং

১৭। ইমদাদ হক আসায় তার দলের কী হয়?
(ক) দুর্নাম (খ) জিত
(গ) হার (ঘ) সমস্যা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓖ লবেজান **২**। ⓖ মালিশ মাখে

৩। ⓚ পঙ্গু হয়ে যাবে

৪। ⓖ বিছানা খালি পড়ে আছে

৫। ⓖ যেন উপহাস করছে

৬। ⓚ ফুটবল **৭**। ⓖ মেসে

৮। ⓖ বজ্রের সাথে **৯**। ⓖ ইমদাদ গোল করলে

১০। ⓖ অসাধারণ খেলে **১১**। ⓚ কোলাহল করতে করতে

১২। ⓖ খোঁড়াতে খোঁড়াতে **১৩**। ⓚ শারীরিক যন্ত্রণায়

১৪। (ক) অদম্য এক খেলোয়াড়ের কথা;

১৫। (খ) ইমদাদ হকের খেলতে আসা দেখে;

১৬। (ঘ) ড্রিবলিং; **১৭**। (খ) জিত;

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১. **প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?**

উত্তর : প্রভাত বেলায় ইমদাদ হক ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। তাই তার বিছানা শূন্য পড়ে আছে।

২. **টেবিলের উপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?**

উত্তর : ইমদাদ হক প্রতিদিন খেলতে গিয়ে অনেক আঘাত পায়। সারা রাত ক্ষতগুলোতে মালিশ লাগায়। বেদনায় কাতরায়। কবি ভাবেন ইমদাদ হক বুঝি ছয় মাসের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল। কিন্তু সকাল বেলা গিয়ে দেখেন ইমদাদ হকের বিছানা খালি। মালিশের শিশিগুলো যেন তাঁকে অবাক হতে দেখে দাঁত বের করে হাসে।

৩. **কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা নিজের ভাষায় বলি ও লিখি।**

উত্তর : ইমদাদ হক ফুটবল খেলায় অত্যন্ত দক্ষ। সে বল নিয়ে সবার আগে ছুটে চলে। কখনো বাঁ পায়ে ড্রিবলিং করে। কখনো ডান পায়ে ঠেলা মারে বলকে। ইমদাদ হকের গোলেই তার দল জয় পায়।

দর্শকেরা ইমদাদ হকের অসাধারণ খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়। তারা চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দেয়। ‘চালিয়ে যাও’, ‘আরো আগে যাও’ ‘মারো জোরে মারো’, ‘গোল গোল’ ইত্যাদি বলে তারা আনন্দ প্রকাশ করে।

৪। **সকালের দৈনিকে ইমদাদ হক সম্পর্কে কী লেখা থাকে?**

উত্তর : সকালের দৈনিকে ইমদাদ হকের অসাধারণ খেলার প্রশংসা করা থাকে। ইমদাদ হকের মতো চমৎকার খেলোয়াড় আজকাল যে খুব বেশি দেখা যায় না, সে কথা পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়।

৫। **ইমদাদ হক খেলার মাঠে কীভাবে খেলে?**

উত্তর : ইমদাদ হক খেলার মাঠে চোখ ধাঁধানো খেলা খেলে। সে বল পায়ে সবার আগে ছুটে যায়। বাঁ পায়ে ড্রিবলিং করে ডান পায়ে বলকে ঠেলা মারে। দেখে মনে হয় তার সারা শরীরে যেন বজ্র ভর করেছে। বাতাসের মতো ছুটে গিয়ে ইমদাদ হক গোল করে ও তার দলকে জেতায়।

৬। **আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ইমদাদ হক খেলতে যায় কেন?**

উত্তর : ইমদাদ হক একজন জাত খেলোয়াড়। ফুটবল খেলা ও খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। খেলতে গিয়ে সে যত শারীরিক আঘাতই পাক না কেন, খেলতে নামা ও দলকে জেতানোর নেশায় সে কোনো কিছুই পরোয়া করে না। তাই শত আঘাত নিয়েও ইমদাদ হক খেলতে যায়।

৭। **সন্ধ্যাবেলা ইমদাদ হক কী করে?**

উত্তর : সন্ধ্যাবেলা খেলা শেষে ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেসে ফিরে আসে। এরপর শরীরের নানা ক্ষতস্থানে পটি বাঁধে। বিছানায় কাত হয়ে শরীরের প্রতিটি গিঁটে গিঁটে মালিশ মাখে। আর চাকরকে দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হাড়ে সেঁক দেওয়ায়।

৮। কে বল নিয়ে আগে ছুটে যায়?

উত্তর : ইমদাদ হক কাজি বল নিয়ে সবার আগে ছুটে যায়।

৯। **ড্রিবলিং কী? দর্শক দল কোলাহল করে কেন?**

উত্তর : ড্রিবলিং হলো ফুটবল খেলার একটি কৌশল।

দর্শক দল ইমদাদ হকের ফুটবল খেলার চমৎকার সব কৌশল আর গোল করা দেখে কোলাহল করে।

১০। **ইমদাদ হক কাজির ফুটবল খেলা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : ইমদাদ হক কাজি–

১। বাঁ পায়ে ড্রিবলিং করে ডান পায়ে বলকে ঠেলা মারে।

২।শত চেষ্টায় গোল করে তার দলকে জেতায়।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ কবিতাংশের মূলভাব লেখ।

উত্তর : সন্ধ্যাবেলায় মাঠে গিয়ে দেখা যায় ইমদাদ হক কাজি বল পায়ে সবার আগে ছুটে চলেছে। তার শরীরে যেন বজ্র খেলে যাচ্ছে। ইমদাদ হকের নজরকাড়া নৈপুণ্য দেখে দর্শকেরা আনন্দে শোরগোল করে। ইমদাদ হক গোল করে তার দলকে জেতায়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১৯৬০ সালে দরিদ্র পরিবারে জন্ম দিয়াগো ম্যারাডোনার। শৈশব কাটে বস্তিতে। মাত্র দশ বছর বয়সেই ফুটবল খেলায় তাঁর প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ড্রিবলিং, পাসিং, ফ্রি-কিক নেওয়া সবগুলোতেই তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন বাঁ পায়ের খেলোয়াড়। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতান। সেই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে লাভ করেন 'গোল্ডেন বল'। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ম্যারাডোনা ছয়জন ইংরেজ ফুটবলারকে তাঁর অসাধারণ ড্রিবলিং নৈপুণ্যে নাস্তানাবুদ করে বিখ্যাত এক গোল করেন। গোলটিকে গত শতাব্দীর সেরা গোল হিসেবে ধরা হয়। ম্যারাডোনা ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯০ ও ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেন। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপেও তিনি আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ছিলেন। সেবার আর্জেন্টিনা রানার্সআপ হয়।

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১। উল্লিখিত খেলোয়াড়ের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন চরিত্রের মিল লক্ষ করা যায়?

(ক) মওলানা ভাসানীর
(খ) নূর মোহাম্মদ শেখের
(গ) ইমদাদ হক কাজির
(ঘ) জগদীশচন্দ্র বসুর

২। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা কী হয়?

(ক) রানারআপ (খ) চ্যাম্পিয়ন
(গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

৩। ১৯৮৬-এর বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা গোল্ডেন বল জেতেন কেন?

(ক) অধিনায়ক ছিলেন বলে
(খ) দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বলে
(গ) সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন বলে
(ঘ) প্রতিভাবান ফুটবলার ছিলেন বলে

৪। ম্যারাডোনার মতো সফল হওয়ার জন্য আমাদের–

(ক) প্রচুর অর্থের মালিক হতে হবে
(খ) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরিশ্রমী হতে হবে
(গ) সময়ের অপচয় করতে হবে
(ঘ) আর্জেন্টিনায় যেতে হবে

৫। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফুটবল বিশ্বকাপ হয়ে থাকে–

(ক) প্রতিবছর
(খ) এক বছর পর পর
(গ) যখন ইচ্ছে তখন
(ঘ) চার বছর পর পর

উত্তর : ১। (গ) ইমদাদ হক কাজির; **২।** (খ) চ্যাম্পিয়ন; **৩।** (গ) সেরা খেলোয়াড় ছিলেন বলে; **৪।** (খ) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরিশ্রমী হতে হবে; **৫।** (ঘ) চার বছর পর পর।

❑ নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	অর্থ
সর্বশ্রেষ্ঠ	সবচেয়ে ভালো।

রানার্সআপ	প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান দখলকারী।
নৈপুণ্য	কৌশল, চাতুর্য।
নাস্তানাবুদ	নাজেহাল, হয়রান।
শতাব্দী	একশ বছরব্যাপী সময়।
ইংরেজ	ইংল্যান্ডের অধিবাসী।

ক) বাবা ——— ভদ্র লোকাটির সাথে কথা বলছেন।

খ) মারুফার গাছে ওঠার ——— দেখে আমরা মুগ্ধ।

গ) নেকড়ের আক্রমণে শেয়ালটার ——— হলো।

ঘ) ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় আমাদের স্কুল ——— হয়েছে।

ঙ) ডন ব্র্যাডম্যানকে সর্বকালের ——— ক্রিকেটার বলা হয়।

উত্তর : ক) ইংরেজ; **খ)** নৈপুণ্য; **গ)** নাস্তানাবুদ; **ঘ)** রানার্সআপ; **ঙ)** সর্বশ্রেষ্ঠ।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) ম্যারাডোনা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ম্যারাডোনা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য–

১। ম্যারাডোনা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন।

২। শৈশবেই ফুটবল খেলায় তাঁর প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। ১৯৮৬ সালে ম্যারাডোনা আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতেন।

৪। ম্যারাডোনা গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোল করেন।

৫। ম্যারাডোনাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খ) ম্যারাডোনা কীভাবে গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোলটি করলেন?

উত্তর : ম্যারাডোনা ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে বিস্ময়কর একটি গোল করেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলায় তিনি ছয়জন ইংরেজ খেলোয়াড়কে ড্রিবলিং জাদুতে ধরাশায়ী করে গোলটি করেন। গোলটি গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোল হিসেবে বিবেচিত।

গ) ১৯৮৬ ও ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার উল্লেখযোগ্য সাফল্য কী কী? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১৯৮৬ ও ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা ছিলেন আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক। আর্জেন্টিনা ১৯৮৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯০ সালে হয় রানার্সআপ। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এবং 'গোল্ডেন বল' জেতার গৌরব অর্জন করেন।

ঘ) ম্যারাডোনার ছেলেবেলা সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। তাঁর ফুটবলের দুটি বিশেষ দক্ষতার নাম লেখ।

উত্তর : ম্যারাডোনা ১৯৬০ সালে আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। ছেলেবেলাতেই ফুটবল খেলায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

ম্যারাডোনার ফুটবল খেলার দুটি বিশেষ দক্ষতা হলো- ড্রিবলিং এবং ফ্রি কিক।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্ত বর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ন্দ, ঙ্গ, ক্ষ, স্থ।

উত্তর :

ন্দ = ন + দ – ছন্দ

- খুকী গানের ছন্দে দুলছে।

ঙ্গ = ঙ + গ – সঙ্গ

– দাদুর সঙ্গ আমার ভালো লাগে।

ক্ষ = ক + ষ – শ্রেণিকক্ষ

– আমরা শ্রেণিকক্ষে বসলাম।

স্থ = স + থ – অসুস্থ

– বাবা দুদিন ধরে অসুস্থ।

❑ নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

ন্ধ, স্ম, ষ্ট, চ্ছ, প্র।

উত্তর :

ন্ধ = ন + ধ – সুগন্ধ

- হাসনাহেনার সুগন্ধে মন মাতে।

স্ম = স + ম-ফলা (্ম) – স্মৃতি

- ছেলেবেলার স্মৃতি সবচেয়ে মধুর।

ষ্ট = ষ + ট – নষ্ট

- বৃথা সময় নষ্ট করতে নেই।

চ্ছ = চ + ছ – স্বেচ্ছা

- স্বেচ্ছায় রক্তদান করা মহৎ কাজ।

প্র = প + র-ফলা (্র) – প্রান্ত

- বাড়িটির ডান প্রান্তে ফুলের বাগান আছে।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ এককথায় প্রকাশ কর।

ক) শরীরের আঘাত পাওয়া স্থান; **খ)** দিন ও রাতের মিলনকাল; **গ)** দেখেন যিনি; **ঘ)** শরীর-বিষয়ক; **ঙ)** অনুকরণযোগ্য শ্রেষ্ঠ বিষয়।

উত্তর : **ক)** ক্ষত; **খ)** সন্ধ্যা; **গ)** দর্শক; **ঘ)** শারীরিক; **ঙ)** আদর্শ।

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।

বাতাস, পণ, ঘর, ভাগ্য, খবর।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
বাতাস	–	পবন, হাওয়া।
পণ	–	প্রতিজ্ঞা, শপথ।
ঘর	–	গৃহ, নিবাস।
ভাগ্য	–	বরাত, নসিব।
খবর	–	সংবাদ, সন্দেশ।

❑ নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।

রাত, শূন্য, জীবন, কষ্ট, জিত, যোগ্যতা।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
রাত	–	দিন	কষ্ট	–	আনন্দ
শূন্য	–	ভরা	জিত	–	হার
জীবন	–	মরণ	যোগ্যতা	–	অযোগ্যতা

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ভাঙা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্র করিছে খেলা।
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে!
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের মতো ধাও,
সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে,
মারো জোরে মারো- গোলের ভিতরে বলেরে ছুঁড়িয়া দাও।
বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) ইমদাদ হকের খেলা দেখে কী মনে হয়?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে!
বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,
ভাঙা কয়খানা হতে পায়ে তার বজ্র করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের মতো ধাও,
মারো জোরে মারো- গোলের ভিতরে বলেরে ছুঁড়িয়া দাও।

খ) কবিতাংশটি ‘ফুটবল খেলোয়াড়’ কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম জসীম উদ্‌দীন।

ঘ) ইমদাদ হকের খেলা দেখে মনে হয় তার হাতে পায়ে যেন বজ্র খেলা করছে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?

ⓚ বাংলাদেশ রাইফেলসে
ⓚ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
ⓖ বাংলাদেশ নেভিতে
ⓖ কোনটিই না

২। বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ এর জন্ম–

(ক) ১৯৩৬ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি
(খ) ১৯৩৮ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি
(গ) ১৯৩৬ সালের ২৬এ জানুয়ারি
(ঘ) ১৯৩৭ সালের ২৬এ জানুয়ারি

৩। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?

(ক) পাঁচটি (খ) আটটি
(গ) সাতটি (ঘ) নয়টি

৪। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়–**
(ক) বরিশাল (খ) বক্সিবাজার
(গ) বোর্ড বাজার (ঘ) বুড়িঘাট

৫। **খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা–**
(ক) নূর মোহাম্মদ শেখ (খ) মোহাম্মদ রুহুল আমীন
(গ) মতিউর রহমান (ঘ) মোস্তফা কামাল

৬। **নূর মোহাম্মদ শেখের বাবা-মা কখন মারা গেলেন?**
(ক) তিনি যখন শিশু ছিলেন
(খ) তিনি যখন কিশোর ছিলেন
(গ) তিনি যখন মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন
(ঘ) তিনি শহিদ হওয়ার পর

৭। **গোয়ালহাটি গ্রামে কয়জন মুক্তিযোদ্ধা টহল দিচ্ছিলেন?**
(ক) দুইজন (খ) তিনজন
(গ) চারজন (ঘ) পাঁচজন

৮। **গোয়ালহাটি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে কে ছিলেন?**
(ক) নান্নু মিয়া (খ) রুহুল আমিন
(গ) নূর মোহাম্মদ শেখ (ঘ) মুন্সী আবদুর রউফ

৯। **পাকিস্তানি সেনারা কাদের সাহায্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলেছিল?**
(ক) গ্রামবাসীর (খ) রাজাকারদের
(গ) আলবদরদের (ঘ) পুলিশদের

১০। **রাজাকারদের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?**
(ক) তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল
(খ) তারা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সহকারী
(গ) তারা মুক্তিযুদ্ধে কোনো পক্ষেই ছিল না
(ঘ) তারা ছিল পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী

১১। **বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের জন্মদিন কোন তারিখে?**
(ক) ২১এ ফেব্রুয়ারি (খ) ২৩এ ফেব্রুয়ারি
(গ) ১লা মে (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

১২। **নূর মোহাম্মদ শেখ ও মুন্সী আবদুর রউফের মধ্যে মিল কোনটি?**
(ক) দুজনই ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন
(খ) দুজনেরই নাটক, থিয়েটারে আগ্রহ ছিল
(গ) দুজনই কিশোর বয়সে বাবা-মা হারান
(ঘ) দুজনই ছিলেন ল্যান্স নায়েক

১৩। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ সুনাম অর্জন করেন–**
(ক) মেশিন-চালক হিসেবে
(খ) মটর-চালক হিসেবে
(গ) গাড়ি-চালক হিসেবে
(ঘ) জাহাজ-চালক হিসেবে

১৪। **মুন্সী আবদুর রউফ কোনটির সদস্য ছিলেন?**
(ক) পুলিশ বাহিনীর (খ) নৌবাহিনীর
(গ) ইপিআর-এর (ঘ) বিডিআর-এর

১৫। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কোন তারিখে শহিদ হন?**

ক ২৬ এ জুন খ ৮ই এপ্রিল
গ ১লা মে ঘ ১০ই ডিসেম্বর

১৬। **পাকিস্তানি সৈন্যরা কয়টি মোটর লঞ্চ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করেছিল?**
ক দুইটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ সাতটি

১৭। **'বিএনএস পদ্মা' কী?**
ক পাকবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ
খ মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ
গ পাকবাহিনীর যুদ্ধবিমান
ঘ মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধবিমান

১৮। **মুক্তিযোদ্ধারা কিসের সাহায্যে মংলা বন্দর দখলে নিয়েছিল?**
ক দুইটি যুদ্ধবিমান খ দুইটি যুদ্ধজাহাজ
গ দশটি মোটর লঞ্চ ঘ সাতটি স্পিডবোট

১৯। **মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধজাহাজে কোথা থেকে আক্রমণ চালানো হয়েছিল?**
ক যুদ্ধজাহাজ খ স্পিডবোট
গ বোমারু বিমান ঘ হেলিকপ্টার

২০। **বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহীদ হন?**
ক নদীতে ডুবে খ বোমার আঘাতে
গ পাকবাহিনীর গুলিতে
ঘ রাজাকারদের নির্যাতনে

২১। **গোয়ালহাটি গ্রামের অদূরে পাকিস্তানিদের কোন ক্যাম্প ছিল?**
ক বুড়িঘাট ক্যাম্প খ ছুটিপুর ক্যাম্প
গ বোর্ড বাজার ক্যাম্প ঘ বোয়ালমারি ক্যাম্প

২২। **নান্নু মিয়া কীভাবে আহত হলেন?**
ক গুলিবিদ্ধ হয়ে
খ পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে
গ বোমার আঘাতে
ঘ রাজাকারদের নির্যাতনে

২৩। **কোনটি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের কৌশল ছিল?**
ক একা গুলি চালানো
খ নান্নু মিয়াকে কাঁধে নেওয়া
গ বারবার স্থান পরিবর্তন করা
ঘ গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দেওয়া

২৪। **নূর মোহাম্মদ শেখের মাঝে আমরা কোনটি লক্ষ করি?**
ক স্বার্থপরতা খ দানশীলতা
গ দুর্বলতা ঘ আত্মত্যাগ

২৫। **কোনটির কারণে পাকসেনাদের সাতটি স্পিডবোট ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন মুক্তিযোদ্ধারা?**
ক ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ খ ভারী মেশিনগান
গ অতিরিক্ত সদস্য ঘ প্রচণ্ড বৃষ্টি

২৬। **বোমার আঘাতে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের কী উড়ে যায়?**

ⓚ ডান হাত ⓚ ডান পা
ⓖ বাঁ হাত ⓖ বাঁ পা

২৭। **'দখল' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) নির্যাতন করা (খ) অধিকার করা
(গ) তর্ক করা (ঘ) পরিষ্কার করা

২৮। **বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় শহিদ হন?**
(ক) খুলনায় (খ) মংলায়
(গ) ঢাকায় (ঘ) যশোরে

২৯। **মুক্তিযোদ্ধারা খুলনার দিকে ধেয়ে আসছিলেন কেন?**
(ক) শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে
(খ) জাহাজ নোঙর করতে
(গ) রাজাকার-আলবদরদের ধরতে
(ঘ) খুলনাকে শত্রুমুক্ত করতে

৩০। **'বোমারু' শব্দের অর্থ—**
(ক) বোমা প্রস্তুতকারক (খ) বোমা সরবরাহকারী
(গ) বোমা নিক্ষেপক (ঘ) বোমা আবিষ্কারক

৩১। **অনুচ্ছেদে কী সম্পর্কে বলা হয়েছে?**
(ক) যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কে
(খ) একজন বীরশ্রেষ্ঠর আত্মত্যাগ সম্পর্কে
(গ) দেশদ্রোহীদের সম্পর্কে
(ঘ) মংলা বন্দর সম্পর্কে

৩২। **'সমাধি' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) স্মৃতি (খ) যুদ্ধক্ষেত্র
(গ) কবর (ঘ) মাঠ

৩৩। **মুন্সী আবদুর রউফ কীভাবে শত্রুদের রুখে দিতে থাকলেন?**
(ক) মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে
(খ) গ্রেনেড নিক্ষেপ করে
(গ) মাইনের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে
(ঘ) বোমা মেরে

৩৪। **যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে যাননি কেন?**
(ক) পালানোর রাস্তা না থাকায়
(খ) দেশপ্রেমের কারণে
(গ) জয় নিশ্চিত ছিল বলে
(ঘ) পাকিস্তানিদের ভয়ে

৩৫। **'টিলা' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) ছোট পাহাড় (খ) বড় পাহাড়
(গ) ছোট নদী (ঘ) বড় নদী

৩৬। **অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা কী সম্পর্কে ধারণা লাভ করি?**
(ক) পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে
(খ) বীর শহিদদের দেশপ্রেম সম্পর্কে
(গ) মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. ⓚ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
২. ⓚ ১৯৩৬ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি
৩. ⓖ সাতটি

৪. ⓖ বোর্ড বাজার
৫. ⓚ মোহাম্মদ রুহুল আমীন
৬। ⓚ তিনি যখন কিশোর ছিলেন
৭। ⓖ পাঁচজন
৮। ⓖ নূর মোহাম্মদ শেখ
৯। ⓚ রাজাকারদের
১০। ⓖ তারা ছিল পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী
১১। ⓚ ২৩এ ফেব্রুয়ারি
১২। ⓚ দুজনই ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন
১৩। ⓚ মেশিন-চালক হিসেবে
১৪। ⓖ ইপিআর-এর
১৫। ⓚ ৮ই এপ্রিল
১৬। ⓚ দুইটি
১৭। ⓚ মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ
১৮। ⓚ দুইটি যুদ্ধজাহাজ
১৯। ⓖ বোমারু বিমান
২০। ⓖ রাজাকারদের নির্যাতনে
২১। ⓚ ছুটিপুর ক্যাম্প
২২। ⓚ গুলিবিদ্ধ হয়ে
২৩। ⓖ বারবার স্থান পরিবর্তন করা
২৪। ⓖ আত্মত্যাগ
২৫। ⓚ ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ
২৬। ⓚ ডান হাত
২৭। (খ) অধিকার করা; **২৮।** (ক) খুলনায়;
২৯। (ঘ) খুলনাকে শত্রুমুক্ত করতে;
৩০। (গ) বোমা নিক্ষেপক;
৩১। (খ) একজন বীরশ্রেষ্ঠর আত্মত্যাগ সম্পর্কে
৩২। (গ) কবর; **৩৩।** (ক) মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে;
৩৪। (খ) দেশপ্রেমের কারণে; **৩৫।** (ক) ছোট পাহাড়; **৩৬।** (খ) বীর শহিদদের দেশপ্রেম সম্পর্কে।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১। গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা কে ছিলেন?

উত্তর : গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ।

২। গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাগণ টহল দেওয়ার সময় কী ঘটে?

উত্তর : গোয়ালহাটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের টহলের সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের অবস্থান টের পেয়ে যায়। রাজাকারদের সাহায্য নিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেললে দুই পক্ষে যুদ্ধ বেধে যায়।

৩। **নূর মোহাম্মদ শেখের ছেলেবেলার পরিচয় দাও।**

উত্তর : বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান নূর মোহাম্মদ শেখ ছেলেবেলায় খুব ডানপিটে ছিলেন। শখ ছিল নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি। কিন্তু কিশোর বয়সে হঠাৎ বাবা-মাকে হারিয়ে তাঁর জীবন বদলে যায়।

৪। **নূর মোহাম্মদ শেখ বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছিলেন কেন?**

উত্তর : নূর মোহাম্মদ শেখের বারবার অবস্থান পরিবর্তন ছিল যুদ্ধেরই একটি কৌশল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একজন নন বরং অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন- শত্রুদের এ রকম ধারণা দেওয়া।

৫। **বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ কত তারিখে শহিদ হন?**

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর শহিদ হন।

৬। **বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ কবে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৭। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৮। **মুন্সী আবদুর রউফ ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন?**

উত্তর : মুন্সী আবদুর রউফ ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন।

৯। **পাকিস্তানি নৌসেনাদের ওপর আক্রমণের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নিয়েছিলেন?**

উত্তর : পাকিস্তানি নৌসেনাদের ওপর আক্রমণের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

১০। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কত তারিখে শহিদ হন?**

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল শহিদ হন।

১১। **নূর মোহাম্মদ শেখের কী ইচ্ছা ছিল?**

উত্তর : নূর মোহাম্মদ শেখের নাটক, থিয়েটার আর গান করার ইচ্ছা ছিল।

১২। **নূর মোহাম্মদ শেখের জীবন বদলে গেল কেন?**

উত্তর : কিশোর বয়সে বাবা-মাকে হারান নূর মোহাম্মদ শেখ। এরই ফলে বদলে যায় তাঁর জীবন।

১৩। **কোথায় বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন?**

উত্তর : রাঙামাটির বোর্ড বাজারের কাছে নানিয়াচরের চিংড়ি খালের কাছাকাছি বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন।

১৪। **কেন নূর মোহাম্মদ বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন?**

উত্তর : মর্টারের গোলার আঘাতে নূর মোহাম্মদের পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাই তিনি বুঝাতে পাররেন তার মৃত্যু আসন্ন।

১৫। **মুন্সী আব্দুর রউফ কীভাবে শহিদ হলেন?**

উত্তর : মুন্সী আব্দুর রউফ সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে সরে যেতে বলে হালকা একটি মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়ে শত্রুদের রুখে দিতে লাগলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমনের মুখে শত্রুরা গোলা ছুড়তে ছুড়তে পেছনের দিকে পালাতে থাকে। হঠাৎ একটি গোলা এসে পড়ে মুন্সী আব্দুর রউফের ওপর। তিনি শহিদ হন।

১৬। **বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনকে কোথায় সমাহিত করা হয়েছে?**

উত্তর: বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনকে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই সমাহিত করা হয়েছে।

১৭। **জাহাজ দুটি কোথায় যাচ্ছিল? খুলনার কাছাকাছি আসামাত্র কী ঘটল?**

উত্তর : জাহাজ দুটি মংলা থেকে খুলনা দখলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

খুলনার কাছাকাছি আসামাত্র একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা ফেলা হলো।

১৮। **রুহুল আমিন প্রাণ রক্ষা করতে কী করলেন? এর পরও তিনি প্রাণ রক্ষা করতে পারলেন না কেন?**

উত্তর : রুহুল আমিন প্রাণ রক্ষা করতে নদীতে ঝাঁপ দেন ও সাঁতরে তীরে ওঠেন।তীরে উঠেও তিনি প্রাণে বাঁচতে পারলেন না। বিশ্বাসঘাতক রাজাকাররা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ কত তারিখে শহিদ হন?**

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল শহিদ হন।

২০। **মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল কেন?**

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে পাকিস্তানিদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তাছাড়া তাদের সাথে ছিল ভারী অস্ত্রশস্ত্র। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত।

২১। **বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ নিজের বীরত্বের পরিচয় দেন কীভাবে?**

উত্তর : মুন্সী আবদুর রউফ পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু নিজে শহিদ জন। এভাবে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন।

২২। **নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন?**

উত্তর : পাকিস্তানি হানাদাররা নূর মোহাম্মদ শেখ ও তাঁর সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের তিন দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা জবাব দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত হলে নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকেন। হঠাৎ শত্রুর গোলার আঘাতে তাঁর পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ হলেন। এভাবেই সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেন নূর মোহাম্মদ শেখ।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তখন ছিলেন পাকিস্তানের কারাকোরামে। সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছুটি নিলেন কয়েক দিনের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে পৌঁছান ভারতে। ভারতের মালদহ জেলার মেহদিপুরে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দুদিন আগে বীরের মতো যুদ্ধ করে শহিদ হন তিনি। জাহাঙ্গীরের মতোই ভাবনা ছিল বৈমানিক মতিউর রহমানের। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তিনি তখন ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। ১৯৭১ সালের ২০শে আগস্ট করাচির মাশরুর বিমানঘাঁটি থেকে টি-৩৩ বিমান নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন তিনি। সাথে পাকিস্তানি বৈমানিক মিনহাজ রশিদ। বিমান আকাশে ওঠার পর বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া নিয়ে মতিউরের সাথে মিনহাজের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে বিমানটি পাকিস্তানের থাট্টায় বিধ্বস্ত হয়। এভাবেই দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। ২০০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় ঢাকার শহিদ বুদ্ধিজীবী সমাধিস্থলে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কিসের সিদ্ধান্ত নেন?**

(ক) পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার
(খ) বৈমানিক হওয়ার
(গ) মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার
(ঘ) বিমান নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার

২। **মতিউর রহমান যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে শহিদ হন তার নাম কী?**

(ক) সি-১৯৭১ (খ) টি-২০
(গ) সি-০০৭ (ঘ) টি-৩৩

৩। **'অবস্থিত' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত?**

(ক) স + ত (খ) স + হ
(গ) স + থ (ঘ) স + দ

৪। **রাফিনের বড় ভাইয়া বিমান চালান। রাফিনের বড় ভাইয়া পেশায় ——**

(ক) ল্যান্স নায়েক (খ) সৈনিক
(গ) বৈমানিক (ঘ) বিমানবালা

৫। **অনুচ্ছেদটিতে কী প্রকাশিত হয়েছে?**

(ক) পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা
(খ) বীরশ্রেষ্ঠদের দেশপ্রেমের কথা
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের বর্ণনা
(ঘ) পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার উপায়

উত্তর : ১। (গ) মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার; **২**। (ঘ) টি-৩৩; **৩**। (গ) স + থ; **৪**। (গ) বৈমানিক; **৫**। (খ) বীরশ্রেষ্ঠদের দেশপ্রেমের কথা।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
পরিকল্পনা	কোনো কাজ করার আগে কীভাবে করা হবে তা ঠিক করে নেওয়া।
দুর্গম	যেখানে যাওয়া কষ্টসাধ্য।
বিধ্বস্ত	সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট।
নিয়ন্ত্রণ	পরিচালনা।
বিসর্জন	ত্যাগ।
প্রশিক্ষণ	হাতে কলমে শিক্ষা।

ক) রাব্বি মামার কাছ থেকে সাইকেল চালানোর ——— নিচ্ছে।

খ) ——— এলাকায় বন্যার সময় ত্রাণ পাঠাতে অনেক সমস্যা হয়।

গ) বাবা আমাদের পরিবার ——— করেন।

ঘ) গরমের ছুটিতে গ্রামে যাওয়ার ——— করছি।

ঙ) মাদার তেরেসা মানুষের সেবায় নিজের সুখ ——— দিয়েছিলেন।

উত্তর : ক) প্রশিক্ষণ; **খ)** দুর্গম; **গ)** নিয়ন্ত্রণ; **ঘ)** পরিকল্পনা; **ঙ)** বিসর্জন।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ছিলেন পাকিস্তানে। তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে বাংলাদেশে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিনি দেশকে শত্রুমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছুটি নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছান ভারতের মালদহ জেলায়। সেখানে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন জাহাঙ্গীর।

খ) মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও মতিউর রহমানের মধ্যে যে মিলগুলো খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলো পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও মতিউর রহমানের মধ্যে যে মিলগুলো রয়েছে সেগুলো নিচে পাঁচটি বাক্যে উল্লেখ করা হলো:

১। মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও মতিউর রহমান দুজনেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন।

২। দুজনেই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

৩। দুজনেই দেশের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

৪। দুজনেই ছিলেন মহান দেশপ্রেমিক।

৫। দুজনেই নিজেদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

গ) মতিউর রহমান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মতিউর রহমান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে লেখা হলো–

১। মতিউর রহমান ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।

২। তিনি ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক।

৩। পাকিস্তান থেকে বিমান নিয়ে বাংলাদেশে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

৪। ২০০৬ সালে মতিউর রহমানের দেহাবশেষ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

৫। মতিউর রহমানকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

ঘ) 'দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান'- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : দেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা থাকার কারণে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন মতিউর রহমান। কিন্তু তাঁর মনে ছিল দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার বাসনা। তাই পাকিস্তান বিমানবাহিনীর টি-৩৩ নামের একটি বিমান নিয়ে উড়াল দেন দেশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পাকিস্তানি সহ-বৈমানিক মিনহাজ রশিদ তাঁকে বাধা দিলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একসময় পাকিস্তানের থাট্টায় বিমানটি বিধ্বস্ত হলে প্রাণ হারান মতিউর।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্ত বর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ত্ত, ষ্ঠ, শ্র, ত্ব, ণ্ট, ম্ভ, দ্ম।

উত্তর :

ত্ত = ত + ত – উত্তর

- মামা উত্তর দিকে গেলেন

ষ্ঠ = ষ + ঠ – অনুষ্ঠান

- স্কুলে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে।

শ্র = শ + র-ফলা (্র) – শ্রাবণ

- শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টি হয়।

ত্ব = ত + ব-ফলা (্ব) – ত্বক

– ফল খেলে ত্বক ভালো ভালো।

ণ্ট = ণ + ট – ঘণ্টা

– ঘণ্টা পড়তেই স্যার এলেন।

মৃ = ম + ঋ-কার (ৃ) – মৃদু

– আমার মৃদু শীত লাগছে।

দ্ম = দ + ম-ফলা (্ম) – ছদ্মনাম

– রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম ভানুসিংহ।

❑ **নিচের যুক্ত বর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ম্ম, দ্ধ, ঞ্জ, ঙ্গ, ল্প।

উত্তর :

ম্ম = ম + ম – সম্মান

- আমরা গুরুজনদের সম্মান করব।

দ্ধ = দ + ধ – শুদ্ধ

- ভুল বানানটি শুদ্ধ কর।

ঞ্জ = ঞ + জ – মঞ্জুর

- প্রধান শিক্ষক ছুটি মঞ্জুর করেছেন।

ঙ্গ = ঙ + গ – মঙ্গলজনক

- ভিটামিন 'এ' চোখের জন্য মঙ্গলজনক।

ল্প = ল + প – গল্প

- দাদুর মুখে গল্প শুনতে ভালো লাগে।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

কৌশল হিসেবে বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি উদ্দেশ্য একজন নন অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন শত্রুদের এরকম একটা ধারণা দেওয়া

উত্তর : কৌশল হিসেবে বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি। উদ্দেশ্য-একজন নন,

অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন–শত্রুদের এরকম একটা ধারণা দেওয়া।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

কিন্তু ওই কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তাঁর বাবা মা মারা গেলেন বদলে গেলে তাঁর জীবন যোগ দিলেন ইপিআর এ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এ

উত্তর : কিন্তু ওই কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তাঁর বাবা-মা মারা গেলেন। বদলে গেল তাঁর জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর-এ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যিনি জীবন দেন।

খ) মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ।

গ) বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি।

ঘ) সাহস আছে যার।

ঙ) শত্রুপক্ষের সেনা।

উত্তর : **ক)** শহিদ; **খ)** মুক্তিযুদ্ধ; **গ)** বীরশ্রেষ্ঠ; **ঘ)** সাহসী; **ঙ)** শত্রুসেনা।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

হইলেন, করিয়াছিলেন, ঘিরিয়া, চালাইতে, ঝাঁপাইয়া, ছুঁড়িতে, আসিতেছেন, ধাইয়া।

উত্তর : <u>**ক্রিয়াপদ**</u> <u>**চলিত রূপ**</u>

হইলেন – হলেন

করিয়াছিলেন – করেছিলেন
ঘিরিয়া – ঘিরে
চালাইতে – চালাতে
ঝাঁপাইয়া – ঝাঁপিয়ে
ছুঁড়িতে – ছুঁড়তে
আসিতেছেন – আসছেন
ধাইয়া – ধেয়ে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

হালকা, কম, পিছিয়ে, পেছনে, সম্ভব, নিরাপদ, নিজ, সহজ।

উত্তর :

মূল শব্দ		**বিপরীত শব্দ**	**মূল শব্দ**		**বিপরীত শব্দ**
হালকা	–	ভারী	সম্ভব	–	অসম্ভব
কম	–	বেশি	নিরাপদ	–	অনিরাপদ
পিছিয়ে	–	এগিয়ে	নিজ	–	পর
পেছনে	–	সামনে	সহজ	–	কঠিন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

বাবা, সুনাম, শত্রু, যুদ্ধ, মুক্ত।

উত্তর :

মূল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
বাবা	–	জনক, পিতা।
সুনাম	–	সুখ্যাতি, যশ।
শত্রু	–	প্রতিপক্ষ, দুশমন।
যুদ্ধ	–	সংগ্রাম, লড়াই।
মুক্ত	–	বন্ধনহীন, স্বাধীন।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

ফেব্রুয়ারির গান

লুৎফর রহমান রিটন

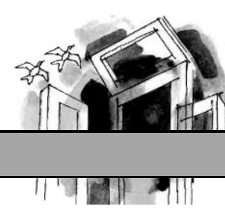

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১. **মনের কথা কীভাবে বলব?**
ⓚ মায়ের ভাষায় ⓚ খ বাবার ভাষায়
গ দাদার ভাষায় ঘ মামার ভাষায়

২. **পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?**
ক বিরক্ত খ মুগ্ধ
গ রাগ ঘ খুশি

৩. **নদীর অপর নাম কী?**
ক স্রোতস্বিনী খ পুকুর
গ সমুদ্র ঘ খাল

৪. **ফুলের সাথে কে কথা বলে?**

ⓚ প্রজাপতি ⓚ হরিণ
ⓖ মানুষ ⓖ পাখি

৫. **ফেব্রুয়ারির গান কাদের রক্তে লেখা?**
ⓚ ভাইয়ের ⓚ মামার
ⓖ বাবার ⓖ মানুষের

৬। **দোয়েল, কোয়েল, ময়নার কণ্ঠে কী আছে?**
ⓚ হাসি ⓚ গান
ⓖ ঊর্মি ⓖ বাংলা ভাষা

৭। **কী শুনে সবার প্রাণ মুগ্ধ হয়?**
ⓚ পাখির গান ⓚ গাছের গান
ⓖ সাগরের গান ⓖ প্রজাপতির গান

৮। **মন ভোলানো সুর আছে কার?**
ⓚ প্রজাপতির ⓚ ঝরনার
ⓖ ফুলের ⓖ সাগর-নদীর

৯। **পাতা কী শুনে মুগ্ধ হয়?**
ⓚ পাখির গান ⓚ প্রজাপতির কথা
ⓖ নদীর সুর ⓖ গাছের গান

১০। **'সমুদ্দুর' কাকে বলা হয়?**
ⓚ নদীকে ⓚ সাগরকে
ⓖ স্রোতস্বিনীকে ⓖ ঝরনাকে

১১। **গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের বাতাসে কিসের প্রতিধ্বনি?**
ⓚ ঝরনার সুরের ⓚ পাখির গানের
ⓖ প্রজাতির কথার ⓖ নদীর ঢেউয়ের

১২। **মায়ের মুখের ভাষা কেমন?**
ⓚ মিষ্টি ⓚ কটু
ⓖ নোনতা ⓖ কঠিন

১৩। **আমার মায়ের ভাষা কোনটি?**
ⓚ ইংরেজি ⓚ হিন্দি
ⓖ বাংলা ⓖ উর্দু

১৪। **ভাষা আন্দোলনের জন্য স্মরণীয় দিন কোনটি?**
ⓚ ২৬শে মার্চ ⓚ ১৬ই ডিসেম্বর
ⓖ ২১শে ফেব্রুয়ারি ⓖ ১০ই ডিসেম্বর

১৫। **পাকিস্তানি সরকার ছাত্রদের মিছিলে–**
ⓚ উৎসাহ দেয় ⓚ গুলি চালায়
ⓖ যোগ দেয় ⓖ লাঠিপেটা করে

১৬। **'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতায় কী প্রকাশ পেয়েছে?**
ⓚ বাংলাদেশের ষড়ঋতুর বর্ণনা
ⓚ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য
ⓖ ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা
ⓖ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ভালোবাসা

১৭। **রফিক, বরকত, শফিককে আমরা ভুলব না কেন?**
ⓚ এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন বলে
ⓚ বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন বলে
ⓖ গরিবের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন দিয়েছেন বলে
ⓖ ছয় দফা দাবি আদায়ে জীবন দিয়েছেন বলে

১৮। **২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা কোন দিবস পালন করি?**
ⓚ মাতৃভাষা দিবস ⓚ স্বাধীনতা দিবস

(গ) বিজয় দিবস (ঘ) মুক্তি দিবস

১৯। গাছের গান শুনে মুগ্ধ হয় কে?

(ক) পাহাড় (খ) ঝরনা (গ) পাখি (ঘ) পাতা

২০। বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসার ঘটনাকে কী বলে?

(ক) স্বরধ্বনি (খ) ব্যঞ্জনধ্বনি

(গ) প্রতিধ্বনি (ঘ) জয়ধ্বনি

২১। 'বাহার' শব্দের অর্থ কী?

(ক) রং (খ) ছন্দ

(গ) সুর (ঘ) সৌন্দর্য

২২। বাংলা ভাষার জন্য শহিদ ছেলেরা কোন মাসে জীবন দিয়েছিল?

(ক) জানুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারি

(গ) নভেম্বর (ঘ) ডিসেম্বর

২৩। কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে–

(ক) মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা

(খ) প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

(গ) নানা রকম পাখির কথা

(ঘ) বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্যের কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. ⓚ মায়ের ভাষায়
২. ⓚ মুগ্ধ
৩. ⓚ স্রোতস্বিনী
৪. ⓚ প্রজাপতি
৫. ⓚ ভাইয়ের
৬। ⓚ গান
৭। ⓚ পাখির গান
৮। ⓘ সাগর-নদীর
৯। ⓘ গাছের গান
১০। ⓚ সাগরকে
১১। ⓚ ঝরনার সুরের
১২। ⓚ মিষ্টি
১৩। ⓖ বাংলা
১৪। ⓖ ২১শে ফেব্রুয়ারি
১৫। ⓚ গুলি চালায়
১৬। ⓖ ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা
১৭। ⓚ বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন বলে
১৮। ⓚ মাতৃভাষা দিবস
১৯। (ঘ) পাতা;
২০। (গ) প্রতিধ্বনি;
২১। (ঘ) সৌন্দর্য;
২২। (খ) ফেব্রুয়ারি;
২৩।(ক) মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?

উত্তর : কবি এই কবিতায় চার ধরনের সুরের কথা বলেছেন। নিচে এগুলোর নাম লেখা হলো–

১। পাখির সুর, ২। সাগর নদীর উর্মিমালার সুর, ৩। পাহাড়ের সুর ও ৪। প্রজাপতির সুর।

**২।	পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?**

উত্তর : পাতা ও স্বর্ণলতা গাছের গানে মুগ্ধ হচ্ছে।

**৩।	প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?**

উত্তর : প্রজাপতি ছন্দ আর সুরের মাধ্যমে ফুলের সাথে কথা বলে।

**৪।	আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?**

উত্তর : আমরা মায়ের মুখের মধুর ভাষা- বাংলায় মনের কথা বলি।

**৫।	'শহিদ ছেলের দান' হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?**

উত্তর : শহিদ ছেলের দান হিসেবে আমরা পেয়েছি মায়ের ভাষা- বাংলা।

**৬।	পাহাড় কী ছড়ায়?**

উত্তর : পাহাড় সুরের বাহার ছড়ায়।

**৭।	১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জন্য স্মরণীয় দিন কেন?**

উত্তর : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এ দেশের ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে। পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালালে অনেকে শহিদ হন। তাঁদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা বাংলায় কথা বলার অধিকার পেয়েছি। এ কারণেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জন্য স্মরণীয় দিন।

**৮।	কয়েকজন ভাষাশহিদের নাম বল।**

উত্তর : কয়েকজন ভাষাশহিদ হলেন : ১. সালাম, ২. বরকত, ৩. শফিক, ৪. জব্বার।

**৯।	আমরা কোন ভাষায় মনের কথা বলি?**

উত্তর : আমরা মাতৃভাষা বাংলায় মনের কথা বলি।

**১০।	পাহাড় কী ছড়ায়? বাতাসে কখন তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়?**

উত্তর : পাহাড় সুরের বাহার ছড়ায়। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে বাতাসে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

**১১।	কাকে, কেন শহিদ ছেলের দান বলা হয়েছে?**

উত্তর : বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে এ দেশের দামাল ছেলেরা প্রাণ দিয়েছিল। এ কারণে বাংলা ভাষাকে শহিদ ছেলের দান বলা হয়েছে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঝরনা, সাগর, পাহাড়, ফুল, পাখি ইত্যাদি নিয়ে প্রকৃতি। প্রকৃতিতে এরা নানাভাবে নানা রকম সুরের সৃষ্টি করে। সে রকম সুর তৈরি করতে না পারলেও আমরা যে মায়ের ভাষায় কথা বলি তাও খুব মিষ্টি। এ ভাষার জন্য এদেশের ছেলেরা জীবন দেয়। তাই মাতৃভাষা বাংলা আমাদের কাছে অনেক ভালোবাসার।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১৯৫২ সালের ২৬এ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেছিলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ফলে ঢাকার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মিলে তখন 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' গঠন করে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গঠন করে 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ'। ২০এ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নুরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১এ ফেব্রুয়ারি তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে রাজপথে এগিয়ে যায়। এই সংগ্রামে বহু ছাত্রছাত্রী ও জনতা আহত হয়, গ্রেফতার-বরণ করেন এবং রফিকউদ্দিন, জব্বার ও আবুল বরকত শহিদ হন। ২২এ ফেব্রুয়ারি সমগ্র জাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঢাকার রাজপথ হয়ে ওঠে উত্তাল। বহু হতাহতের সঙ্গে এই দিন শহিদ হন শফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ। ২৩এ ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মিত হয়। পুলিশ শহিদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয়। আন্দোলন আরও বেগবান হয়। পরিশেষে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখেন?

(ক)	স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে

(খ)	'রাষ্ট্রভাষা দিবস' আহ্বানের মাধ্যমে

(গ)	১৪৪ ধারা ভাঙার মাধ্যমে

(ঘ) অনশন পালনের মাধ্যমে

২। কাকে ভাষাশহিদ বলা যায়?

(ক) খাজা নাজিমউদ্দিনকে
(খ) মহিউদ্দিন আহমদকে
(গ) আব্দুল আউয়ালকে
(ঘ) শেখ মুজিবুর রহমানকে

৩। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

(ক) ভাষা আন্দোলনের কথা
(খ) মুক্তিযুদ্ধের কথা
(গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের কথা
(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের কথা

৪। ২৩এ ফেব্রুয়ারির পর আন্দোলন তীব্রতর হয় কেন?

(ক) পুলিশ গণহত্যা চালানোয়
(খ) বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করায়
(গ) খাজা নাজিমউদ্দিনের ঘোষণায়
(ঘ) শহিদ মিনার ভেঙে দেওয়ায়

৫। আমরা বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছি। এটি কাদের অবদান?

(ক) মুক্তিযোদ্ধাদের (খ) পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর
(গ) রাজাকার-আলবদরদের (ঘ) ভাষাশহিদদের

উত্তর : ১। (ঘ) অনশন পালনের মাধ্যমে; **২।** (গ) আব্দুল আউয়ালকে; **৩।** (ক) ভাষা আন্দোলনের কথা। **৪।** (ঘ) শহিদ মিনার ভেঙে দেওয়ায়; **৫।** (ঘ) ভাষাশহিদদের।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
বিশ্বাসঘাতকতা	বিশ্বাস ভঙ্গ করা, প্রতারণা।
পরিশেষে	অবশেষে।
বেগবান	জোরদার
বিক্ষুব্ধ	অত্যন্ত দুঃখিত, বিচলিত।
উত্তাল	অত্যন্ত আলোড়িত।
মর্যাদা	সম্মান।

ক) একপর্যায়ে আন্দোলন আরও ——— হলো।
খ) পদ্মার ——— ঢেউ দেখলে বুকে কাঁপন লাগে।
গ) মাতৃভুমির —— রক্ষায় মুক্তিসেনারা প্রাণ দিয়েছেন।
ঘ) ——— জনতা রাজপথে মিছিল করছে।
ঙ) ——— একটি বড় অপরাধ।

উত্তর : ক) বেগবান; **খ)** উত্তাল; **গ)** মর্যাদা; **ঘ)** বিক্ষুব্ধ; **ঙ)** বিশ্বাসঘাতকতা।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) খাজা নাজিমউদ্দিন কে ছিলেন? 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' ও 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' কারা গঠন করে?

উত্তর : খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী।

আওয়ামী মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ'। আর 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

খ) ২১এ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা কীভাবে আত্মত্যাগ করে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ২১এ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের ঘটনা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো–

'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' ২১এ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে যায়। পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। সে সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিকউদ্দিন, জব্বার ও আবুল বরকত। আরও অনেকে আহত হন ও গ্রেফতার-বরণ করেন।

গ) খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্য শুনে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর: খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫২ সালের ২৬এ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। ছাত্রসমাজ তাই ঘোষণাটি শুনে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

ঘ) ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি কী কী ঘটে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পাঁচটি বাক্যে ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিচে উল্লেখ করা হলো-

১। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে সারা দেশ।

২। ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতার ঢল নামে।

৩। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে অনেকে হতাহত হন।

৪। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মিত হলে পুলিশ তা ভেঙে দেয়।

৫। ফলে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

স্র, দ্দ, ষ্ম, স্ব, প্র, ন্দ, স্ত, ব্ব।

উত্তর :

স্র = স + র-ফলা (্র) – অজস্র
- সাগরে আছে অজস্র মাছ।

দ্দ = দ + দ – উদ্দাম
– উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

ষ্ম = ষ + ম – উষ্ম
– কাপের চা এখনো উষ্ম আছে।

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – স্বাধীন
– আমরা স্বাধীন জাতি।

প্র = প + র-ফলা (্র) – প্রতিদিন
– আমি প্রতিদিন গোসল করি।

ন্দ = ন + দ – আনন্দ
– ছেলেগুলো মাঠে আনন্দ করছে।

স্ত = স + ত – অস্ত
– সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।

ব্ব = ব + ব – আব্বা
– আব্বা আমাকে খুব ভালোবাসেন।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

গ্ধ, ধ্ব, ব্র, ষ্ট্র, ম্ব।

উত্তর :

গ্ধ = গ + ধ – দগ্ধ
- প্রখর রৌদ্রে মাঠ-ঘাট দগ্ধ হচ্ছে।

ধ্ব = ধ + ব-ফলা (্ব) – ধ্বনি
- আযানের সুমিষ্ট ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ব্র = ব + র-ফলা (্র) – জেব্রা
- জেব্রার গায়ে ডোরাকাটা দাগ আছে।

ষ্ট্র = ষ + ট + র-ফলা (্র) – উষ্ট্র
- মরুভূমিতে চলতে উষ্ট্রই সর্বোত্তম বাহন।

ম্ব = ম + ব – সম্বল

- নদী ভাঙনে রহিম মিয়া শেষ সম্বলটিও হারাল।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

স্মরণে রাখার যোগ্য, মায়ের ভাষা, বাতাসের ধাক্কায় পুনরায় ফিরে আসা ধ্বনি, বাংলা মাতৃভাষা যার।

উত্তর :

ক) স্মরণে রাখার যোগ্য – স্মরণীয়।

খ) মায়ের ভাষা – মাতৃভাষা।

গ) বাতাসের ধাক্কায় পুনরায় ফিরে আসা ধ্বনি - প্রতিধ্বনি।

ঘ) বাংলা মাতৃভাষা যার - বাঙালি।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

লিখিয়া, চালাইল, পাইয়াছে, দেখিলে, জুড়াইয়া।

উত্তর :

সাধু রূপ		**চলিত রূপ**
লিখিয়া	–	লিখে
চালাইল	–	চালাল
পাইয়াছে	–	পেয়েছে
দেখিলে	–	দেখলে
জুড়াইয়া	–	জুড়িয়ে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

সুরেলা, মুগ্ধ, শ্রদ্ধা, শুরু।

উত্তর :

মূল শব্দ		**বিপরীত শব্দ**
সুরেলা	–	বেসুরো
মুগ্ধ	–	বিরক্ত
শ্রদ্ধা	–	অশ্রদ্ধা
শুরু	–	শেষ

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

মা, ঊর্মি, নদী, সাগর, মুগ্ধ।

উত্তর :

মূল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
মা	–	জননী, মাতা।
ঊর্মি	–	ঢেউ, তরঙ্গ।
নদী	–	তটিনী, স্রোতস্বিনী।
সাগর	–	পাথার, দরিয়া।
মুগ্ধ	–	আনন্দিত, বিমোহিত।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
শহিদ ছেলের দান
ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
মনের কথা কই।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
ঝরনা সাগর নই

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।

খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?

গ) কবিতাটির কবির নাম কী?

ঘ) বাংলা ভাষাকে মায়ের ভাষা বলা হয়েছে কেন?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান।

খ) কবিতাংশটি 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম লুৎফর রহমান রিটন।

ঘ) মায়ের মুখ থেকে প্রথম শুনেই আমরা বাংলা ভাষা শিখি। এ ভাষাকে আমরা মায়ের মতোই ভালোবাসি। বাংলা ভাষাকে তাই মায়ের ভাষা বলা হয়েছে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

শখের মৃৎশিল্প

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১. **আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?**
ⓚ ষোলই ডিসেম্বর ⓚ পয়লা বৈশাখ
ⓖ একুশে ফেব্রুয়ারি ⓖ বলিখেলার সময়

২. **মামা কোথায় পড়েন?**
ⓚ কলেজে
ⓚ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
ⓖ ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে
ⓖ চট্টগ্রামের চারুকলা ইনস্টিটিউটে

৩. **মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে–**
ⓚ বাঁশ ⓚ কাঠ
ⓖ পানি ⓖ মাটি

৪. **আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে–**
ⓚ চারুশিল্প ⓚ মৃৎশিল্প বা মাটির শিল্প
ⓖ কারুশিল্প ৪. দারুশিল্প

৫. **কুমোর সম্প্রদায় কিসের কাজ করেন?**
ⓚ বাঁশের কাজ ⓚ কাঠের কাজ
ⓖ পাকা বাড়ির কাজ ⓖ মাটির কাজ

৬. **গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন–**
ⓚ আম ও লাউ পাতা থেকে
ⓚ শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে
ⓖ সরিষা ফুল থেকে
ⓖ পান ও চুন থেকে

৭. **পোড়ামাটির ফলকের অন্য নাম–**

ⓚ টেপা পুতুল ⓚ টেরাকোটা
ⓖ শখের হাঁড়ি ⓖ মৃৎশিল্প

৮। **কোন কথাটি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে?**
ⓚ মামার বাড়ি মধুর হাঁড়ি
ⓚ মামার বাড়ি শখের হাঁড়ি
ⓖ মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি
ⓖ মামার বাড়ি খুশির হাঁড়ি

৯। **লেখকের মামা সবাইকে কোন মেলায় নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন?**
ⓚ চড়ক মেলায় ⓚ বিজয় দিবসের মেলায়
ⓖ নবান্নের মেলায় ⓖ বৈশাখী মেলায়

১০। **টেপা পুতুল তৈরি করতে কী ধরনের মাটি প্রয়োজন?**
ⓚ এঁটেল ⓚ বেলে
ⓖ দোআঁশ ⓖ বেলে-দোআঁশ

১১। **যখন আমরা কোনো কিছু সুন্দরভাবে বানাই বা আঁকি তখন তা হয় ––**
ⓚ পুতুল ⓚ শিল্প
ⓖ শখ ⓖ ঐতিহ্য

১২। **বেলে মাটি দিয়ে মাটির শিল্পকর্ম হয় না কেন?**
ⓚ আঠালো বলে
ⓚ পোড়ানো যায় না বলে
ⓖ ঝরঝরে বলে
ⓖ ভেজানো যায় না বলে

১৩। **কাদের কাছে মাটির শিল্প তৈরির কাজ খুব সহজ?**
ⓚ কামারদের কাছে
ⓚ কুমোরদের কাছে
ⓖ সব শিল্পীর কাছেই
ⓖ গ্রামের মানুষদের কাছে

১৪। **মৃৎশিল্প তৈরিতে সবার আগে কোনটি প্রয়োজন?**
ⓚ মাটির পাত্র ⓚ বেলে মাটি
ⓖ কাঠের চাকা ⓖ মাটির চুলা

১৫। **আনন্দপুর গ্রামের কোন দিকে কুমোরদের বসবাস?**
ⓚ পূর্ব দিকে ⓚ পশ্চিম দিকে
ⓖ উত্তর দিকে ⓖ দক্ষিণ দিকে

১৬। **দিনাজপুরে নিচের কোনটি অবস্থিত?**
ⓚ ষাটগম্বুজ মসজিদ ⓚ মহাস্থানগড়
ⓖ শালবন বিহার ⓖ কান্তজির মন্দির

১৭। **অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে–**
(ক) বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের সম্ভাবনার কথা
(খ) বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের অবনতির কথা
(গ) মৃৎশিল্প তৈরির কৌশল সম্পর্কে
(ঘ) মৃৎশিল্পীদের জীবনযাপন সম্পর্কে

১৮। **কুমোর কারা?**
(ক) যারা মাটি নিয়ে গবেষণা করেন
(খ) যারা প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান করেন
(গ) যারা মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি করেন

(ঘ) যারা মাটি কাটার কাজ করেন

১৯। মৃৎশিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযোগী কোনটি?

(ক) বেলে-দোঁআশ মাটি (খ) দোঁআশ মাটি

(গ) বেলে মাটি (ঘ) এঁটেল মাটি

২০। 'সরঞ্জাম' শব্দের অর্থ কী?

(ক) উপকরণ (খ) গবেষণা

(গ) কৌশল (ঘ) নৈপুণ্য

২১। বেলে মাটি দিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করলে কী ঘটবে?

(ক) অনেক দিন টিকবে

(খ) খুব দ্রুত ভেঙে যাবে

(গ) রং চমৎকারভাবে ফুটবে

(ঘ) মৃৎশিল্পের উন্নতি হবে

২২। কুমোরপাড়ায় গিয়ে কী দেখা গেল?

(ক) সবাই গল্পগুজবে ব্যস্ত

(খ) সবাই অতিথি বরণে ব্যস্ত

(গ) সবাই মাটির কাজে ব্যস্ত

(ঘ) সবাই খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত

২৩। 'কদর' শব্দটির অর্থ হলো—

(ক) সৌন্দর্য (খ) মর্যাদা

(গ) নৈপুণ্য (ঘ) কৌশল

২৪। কান্তজির মন্দির কোথায় অবস্থিত?

(ক) রাজশাহীতে (খ) বগুড়ায়

(গ) দিনাজপুরে (ঘ) নওগাঁয়

২৫। আনন্দপুর গ্রামের কোনদিকে কুমোরপাড়ার অবস্থান?

(ক) পশ্চিম দিকে (খ) পূর্ব দিকে

(গ) দক্ষিণ দিকে (ঘ) উত্তর দিকে

২৬। 'মৃৎ' শব্দটির অর্থ কী?

(ক) মাটি (খ) মূল্য

(গ) পানি (ঘ) জীবন

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. ⓚ পয়লা বৈশাখ

২. (গ) ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে

৩. (ঘ) মাটি

৪. (খ) মৃৎশিল্প বা মাটির শিল্প

৫. (ঘ) মাটির কাজ

৬. (খ) শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে

৭. (খ) টেরাকোটা

৮। (গ) মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি

৯। (ঘ) বৈশাখী মেলায়

১০। (ক) এঁটেল

১১। (খ) শিল্প

১২। (গ) ঝরঝরে বলে

১৩। (খ) কুমোরদের কাছে

১৪। (গ) কাঠের চাকা

১৫। (গ) উত্তর দিকে

১৬। (ঘ) কান্তজির মন্দির
১৭। (গ) মৃৎ শিল্প তৈরির কৌশল সম্পর্কে;
১৮। (গ) যারা মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি করেন;
১৯। (ঘ) এঁটেল মাটি;
২০। (ক) উপকরণ;
২১। (খ) খুব দ্রুত ভেঙে যাবে।
২২। (গ) সবাই মাটির কাজে ব্যস্ত;
২৩। (খ) মর্যাদা;
২৪। (গ) দিনাজপুরে;
২৫। (ঘ) উত্তর দিকে;
২৬। (গ) মাটি।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?**

উত্তর : মাটির শিল্প বলতে আমরা বুঝি মাটি দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মকে। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। কুমোররা তাঁদের হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এ ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করেন।

২। **বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?**

উত্তর : বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পকর্ম হলো মৃৎশিল্প। এ দেশের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে মৃৎশিল্পের চর্চা করে আসছেন।

৩। **শখের হাঁড়ি কী রকম?**

উত্তর : শখের হাঁড়ি হলো মাটি দিয়ে তৈরি এক ধরনের হাঁড়ি। এই হাঁড়িতে অপূর্ব সুন্দর সব কাজ করা থাকে। শখ করে পছন্দের জিনিস এ হাঁড়িতে রাখা হয় বলে এর নাম শখের হাঁড়ি।

৪। **বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?**

উত্তর : বৈশাখী মেলায় বিচিত্র সব জিনিস পাওয়া যায়। বাঁশের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই ইত্যাদি মেলে বৈশাখী মেলায়। মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল ও বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্রও পাওয়া যায় এ মেলায়। এ ছাড়া পাওয়া যায় বাঙি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি, বাতাসা ইত্যাদি মজার মজার খাবার।

৫। **মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?**

উত্তর : মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান হলো মাটি।

৬। **কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।**

উত্তর : আমাদের দেশের কুমোররা নানা ধরনের মৃৎশিল্প তৈরি করেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটির হাঁড়ি, কলস, সরা, বাসন-কোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির ছাঁচ, নানা ধরনের খেলনা, টেরাকোটা ইত্যাদি।

৭। **টেরাকোটা কী?**

উত্তর : টেরাকোটা একটি ল্যাটিন শব্দ। 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ হলো পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সামগ্রীগুলো টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে এ শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়। টেরাকোটা বাংলাদেশের প্রাচীন মৃৎশিল্প।

৮। **বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?** [প্রা.শি. স. প.- '১৩]

উত্তর : বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

৯। **মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?**

উত্তর : আমাদের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে এ দেশের প্রাচীনতম শিল্পটিকে বহন করে চলেছেন। মাটির তৈরি নানা শিল্পকর্মে আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ছাপ লক্ষ করা যায়। পোড়ামাটির শিল্প বা টেরাকোটাগুলোতেও দেখা যায় অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য। এ দেশের মানুষের মন যে শিল্পীর মন আমাদের মৃৎশিল্প সে পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতেও দেখা যায় মৃৎশিল্পের চমৎকার সব নিদর্শন। এগুলো আমাদের সভ্যতার ইতিহাসকেই তুলে ধরে। মৃৎশিল্প তাই আমাদের ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয়।

১০। **'মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি'- প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?**

উত্তর : মামার বাড়ি সবার কাছেই স্বপ্নময় একটি জায়গা। মামার বাড়িতে আদর, ভালোবাসা আর আপ্যায়নের মাত্রা অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি হয়। এ বাড়ির লোকজনের কাছে আমাদের আবদারের পরিমাণও হয় বেশি। ইচ্ছেমতো যা খুশি করা যায়। শাসন-বারণের ভয় থাকে না। মামার বাড়িতে কাটানো পুরোটা সময়ই আনন্দে ভরপুর থাকে বলে 'মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি'- কথাটি বলা হয়।

১১। **টেপা পুতুল বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : আমাদের কুমোররা নরম এঁটেল মাটি হাত দিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এগুলোর নাম টেপা পুতুল।

১২। **মাটির শিল্পকর্ম তৈরি করতে কী কী প্রয়োজন?**

উত্তর : মাটির শিল্পকর্ম তৈরি করতে প্রয়োজন পরিষ্কার এঁটেল মাটি, কাঠের চাকা এবং আরও কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। কুমোররা কাঠের চাকায় মাটির তাল লাগিয়ে তাদের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন।

১৩। **নকশা করার কাজে ব্যবহৃত রংগুলো কুমোররা কীভাবে সংগ্রহ করেন?**

উত্তর : নকশা করার কাজে ব্যবহৃত রংগুলো কুমোররা শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠালগাছের বাকল ইত্যাদি থেকে তৈরি করেন। তাছাড়া বাজার থেকে কিনে আনা রংও ব্যবহার করা হয় এ কাজে।

১৪। **আনন্দপুর গ্রামে কয় ঘর কুমোরের বাস?**

উত্তর : আনন্দপুর গ্রামে আট-দশ ঘর কুমোরের বাস।

১৫। **আনন্দপুর গ্রামের কুমোরপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

উত্তর : আনন্দপুর গ্রামের উত্তর দিকে আট দশ ঘর কুমোরের বাস। কুমোরপাড়ায় ছোট-বড় সকলেই নানা রকম মাটির জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করে। কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখে, কেউ চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানায়। কেউ কেউ পাত্রগুলোকে রোদে শুকোতে দেয়। পাত্রগুলোকে পরে মাটির চুলায় পোড়ানো হয়।

১৬। **মামার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কী কী থাকে?**

উত্তর : মামার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে থাকে ছবি আঁকার নানা জিনিস। আর থাকে একটা বাঁশি।

১৭। **পুতুলের পাশে ঘোলা চোখে কী তাকিয়ে ছিল?**

উত্তর : পুতুলের পাশে ঘোলা চোখে তাকিয়ে ছিল মাটির তৈরি একটা চকচকে রুপালি ইলিশ।

১৮। **মৃৎশিল্পের জন্য কেমন মাটি প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন?**

উত্তর : মৃৎশিল্পের জন্য পরিষ্কার এঁটেল মাটি প্রয়োজন। এ মাটি আঠালো হওয়ায় সহজেই আকৃতি দেওয়া যায়। যা অন্য মাটি দিয়ে করা যায় না।

১৯। **মৃৎশিল্প কাকে বলে?**

উত্তর : মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে মৃৎশিল্পকে বলে।

২০। **মৃৎশিল্পের জন্য কোন সরঞ্জামটি সবার আগে প্রয়োজন?**

উত্তর : মৃৎশিল্পের জন্য সবার আগে প্রয়োজন একটা কাঠের চাকা।

২১। দোঁআশ ও বেলে মাটি দিয়ে মৃৎশিল্পের কাজ হয় না কেন?

উত্তর : মৃৎশিল্পের জন্য প্রয়োজন আঠালো মাটি। কিন্তু দোঁআশ মাটি খুব একটা আঠালো নয়। আর বেলে মাটি ঝরঝরে। তাই এগুলো দিয়ে মৃৎশিল্পের কাজ হয় না।

২২। **মৃৎশিল্পের চর্চায় কাঠের চাকা কীভাবে কাজে লাগে?**

উত্তর : মৃৎশিল্পের চর্চায় কাঠের চাকা সবচেয়ে জরুরি উপাদান। এই চাকায় প্রথমে নরম মাটির তাল লাগানো হয়। তারপর কুমোররা চাকাটি জোরে ঘোরান। আর হাত দিয়ে ধরেন মাটির তাল। এভাবে চাকার সাহায্যে তাঁরা নানা আকারের মাটির জিনিস তৈরি করেন।

২৩। **আজকাল কী কাজে নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহার করা হচ্ছে?**

উত্তর : আজকাল সরকারি-বেসরকারি ভবনে সৌন্দর্য বাড়ানোর কাজে নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে।

২৪। **কুমোরপাড়ার লোকদের কাজ সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ?**

উত্তর : কুমোরপাড়ার লোকদের কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন।

২৫। **পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।?**

উত্তর : এদেশে পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে। নানা ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতে পাওয়া গেছে টেরাকোটার কাজ। তাই একে বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প বলা হয়েছে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান হলো মাটি। এঁটেল মাটিই এ শিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এদেশের কুমোররা যুগ যুগ ধরে এই শিল্পের সাথে যুক্ত। হাতের নৈপুণ্য আর কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে খুব সহজেই তাঁরা নানা আকারের মাটির জিনিস তৈরি করেন। এসব কাজে তাঁরা ব্যবহার করেন বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

তাঁত হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্র, যা দিয়ে তুলা বা তুলা হতে উৎপন্ন সুতার মাধ্যমে কাপড় বানানো যায়। সাধারণত তাঁত নামক যন্ত্রটিতে সুতা কুন্ডলী আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে। যখন তাঁত চালু করা হয় তখন নির্দিষ্ট সাজ অনুসারে সুতা টেনে নিয়ে সেলাই করা হয়। তাঁতে কাপড় বোনা যার পেশা সে হলো তন্তুবায় বা তাঁতি। তাঁতশিল্পের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদি বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই আদিকাল থেকে তন্তুবায়ী গোত্রের লোক। এদেরকে এক শ্রেণির যাযাবর বলা চলে। শুরুতে এরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের কাজ শুরু করে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ায় শাড়ির মান ভালো না হওয়ায় চলে আসে বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে। পরবর্তীকালে তারা নানা অংশে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, ঢাকার ধামরাই ইত্যাদি এলাকায়। বাংলাদেশের মণিপুরী সম্প্রদায়ের তাঁতশিল্পের বেশ সুনাম রয়েছে। নিজেদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে এরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত। শাড়ি, ওড়না, তোয়ালে, গামছাসহ নানা রকম শৌখিন বস্ত্র তৈরি করে মণিপুরীরা। বর্তমানে তাদের তৈরি তাঁতের নানা জিনিসপত্র বাঙালি সমাজে বেশ জনপ্রিয়।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–**
(ক) তাঁতিদের জীবন যাপনের কথা
(খ) তাঁতে তৈরি জিনিসপত্র সম্পর্কে
(গ) বিভিন্ন আকারের তাঁত যন্ত্রের কথা
(ঘ) তাঁতশিল্পের পরিচয় সম্পর্কে

২। **মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁতিদের এদেশে আসার কারণ কী?**
(ক) যুদ্ধ শুরু হওয়া
(খ) প্রতিকূল আবহাওয়া
(গ) ঠিকঠাক দাম না পাওয়া
(ঘ) সুতার দাম বেড়ে যাওয়া

৩। **মণিপুরীরা দীর্ঘদিন ধরে মূলত কেন তাঁতে কাপড় বুনে আসছেন?**
(ক) ব্যবসার জন্য
(খ) নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে
(গ) বাঙালিদের প্রয়োজন মেটাতে
(ঘ) এটি তাঁদের আদি পেশা বলে

৪। **'সুনাম' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?**
(ক) কুনাম (খ) দুর্নাম
(গ) কুখ্যাত (ঘ) আনাম

৫। **'আদি বসাক সম্প্রদায়'- এখানে 'আদি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–**
(ক) নতুনত্ব বোঝাতে (খ) প্রাচীনত্ব বোঝাতে
(গ) কর্মদক্ষতা বোঝাতে (ঘ) বিশেষত্ব বোঝাতে

উত্তর : ১। (ঘ) তাঁতশিল্পের পরিচয় সম্পর্কে; **২**। (খ) প্রতিকূল আবহাওয়া; **৩**। (খ) নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে; **৪**। (খ) দুর্নাম; **৫**। (খ) প্রাচীনত্ব বোঝাতে।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
যাযাবর	যারা এক স্থানে বেশিদিন থাকে না
বস্ত্র	পরার কাপড়
চাহিদা	প্রয়োজন
উৎপন্ন	তৈরি হওয়া

গোত্র	বংশ
কুন্ডলী	গোলাকারে প্যাঁচানো অবস্থা

ক) কুকুরটি —— পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

খ) দুঃখী লোকটির শীতের —— নেই।

গ) বেদেরা —— ধরনের মানুষ।

ঘ) আখ থেকে চিনি —— হয়।

ঙ) দেশের —— মিটিয়ে চিংড়ি বিদেশে রফতানি করা হয়।

উত্তর : ক) কুন্ডলী; **খ)** বস্ত্র; **গ)** যাযাবর; **ঘ)** উৎপন্ন; **ঙ)** চাহিদা।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) মণিপুরীদের তাঁতশিল্পের চর্চা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মণিপুরীরা দীর্ঘকাল ধরেই তাঁতশিল্পের চর্চা করে আসছেন। অতীতে মণিপুরীরা নিজেদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে তাঁতে কাপড় বুনতেন। বর্তমানে মণিপুরীদের তাঁতে তৈরি নানা জিনিস বাঙালি সমাজেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মণিপুরীদের তাঁতশিল্প অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। মণিপুরীরা শাড়ি, ওড়না, তোয়ালে, গামছাসহ বিভিন্ন শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করেন।

খ) পাঁচটি বাক্যে বসাক সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধর।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে বসাক সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো-

(১। বসাক সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁতশিল্পের প্রাচীন ধারক ও বাহক।

(২। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের চর্চা শুরু করেছিলেন।

(৩। কাজের সুবিধার্থে মুর্শিদাবাদ থেকে একসময় তাঁরা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসেন।

(৪। বারবার স্থান পরিবর্তনের কারণে তাঁদেরকে যাযাবর শ্রেণির লোক বলা যায়।

(৫। তাঁদের তৈরি করা তাঁত শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী খুবই উন্নত মানের হয়।

গ) বসাক সম্প্রদায়কে যাযাবর শ্রেণির বলার কারণ তিনটি বাক্যে লেখ। তাঁতে তৈরি হয় এমন দুটি বস্ত্রের নাম লেখ।

উত্তর : বসাক সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রথমে ছিলেন সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে। সেখান থেকে তাঁরা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন। বারবার এমন স্থান পরিবর্তনের কারণেই তাঁদেরকে যাযাবর শ্রেণির বলা হয়েছে। তাঁতে তৈরি হয় এমন দুটি বস্ত্রের নাম হলো- শাড়ি ও লুঙ্গি।

ঘ) তাঁত কী? এর সাহায্যে কীভাবে কাপড় তৈরি করা হয়?

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে তুলা বা তুলা থেকে উৎপাদিত সুতার মাধ্যমে কাপড় বানানো যায় সে যন্ত্রকে তাঁত বলে।তাঁত যন্ত্রের সুতা কুন্ডলী আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট সাজ অনুসারে সেলাই করে কাপড় তৈরি করা হয়।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

দ্ধ, স্ত, ন্ত্র, ল্প, শ্র, ন্দ ষ্ব, শ্ব।

উত্তর :

দ্ধ = দ + ধ – বিশুদ্ধ

– বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত।

স্ত = স + ত – ব্যস্ত

– বাবা কাজে ব্যস্ত।

ন্ত্র = ন + ত + র-ফলা (্র) - যন্ত্রণা

– আমার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে।

ল্প = ল + প – অল্প

– সে অল্প খাবার খেল।

শ্র = শ + র-ফলা (্র) – শ্রমিক

– শ্রমিকরা মাটি কাটছে।

ন্দ = ন + দ – মন্দ

– মন্দ কাজ করব না।

ম্ব = ম + ব – কম্বল

- শীতের দিনে কম্বলে আরাম লাগে।

শ্ব = শ + ব-ফলা (্ব) – আশ্বিন

- ভাদ্র ও আশ্বিন মিলে হয় শরৎকাল।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন কর।**

ন্দ, ট্ট, ম্প্র, ষ্ক, জ্ঞ।

উত্তর :

ন্দ = ন + দ – বন্দর

- চাঁদপুর নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত।

ট্ট = ট + ট – হট্টগোল

- ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে হট্টগোল করছে।

ম্প্র = ম + প + র-ফলা (্র) – সম্প্রীতি

- সব ধর্মের মানুষের মাঝে সম্প্রীতি প্রয়োজন।

ষ্ক = ষ + ক – শুষ্ক

- শুষ্ক তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে নাও।

জ্ঞ = জ + ঞ – অজ্ঞতা

- অজ্ঞতার কারণে অনেক বিপদ হয়।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা মামা বললেন আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে

উত্তর : আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

মামা বললেন এটা শখের হাঁড়ি শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয় তাই এর নাম শখের হাঁড়ি তাছাড়া শখের যে কোনো জিনিসই সুন্দর

উত্তর : মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়ির রাখা হয়, তাই এর নাম শখের হাঁড়ি তা ছাড়া শখের যে কোনো জিনিসই তো সুন্দর।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) মাটির তৈরি শিল্পকর্ম। **খ)** পূর্বে ঘটেনি এমন।

গ) মাটি দিয়ে যারা পাত্র, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করেন। **ঘ)** রেখা দিয়ে আঁকা ছবি।

ঙ) কারিগরের কাজ বা পেশা।

উত্তর : **ক)** মৃৎশিল্প; **খ)** অপূর্ব; **গ)** কুমোর; **ঘ)** নকশা; **ঙ)** কারিগরি।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

বানাইতেছেন, পৌঁছাইতে, পাইলাম, চাহিয়া, কিনিলাম, বুঝাইয়া, কহিলেন, দেখিতেছ, শুকাইতে।

উত্তর : সাধুরূপ		**চলিত রূপ**
বানাইতেছেন	–	বানাচ্ছেন
পৌঁছাইতে	–	পৌঁছতে
পাইলাম	–	পেলাম
চাহিয়া	–	চেয়ে
কিনিলাম	–	কিনলাম

বুঝাইয়া – বুঝিয়ে

কহিলেন – বললেন

দেখিতেছ – দেখছ

শুকাইতে – শুকোতে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

খুশি, দেরি, ঘোলা, চকচকে, নরম, পরিষ্কার, পুরনো, প্রাচীন।

উত্তর : মূলশব্দ বিপরীত শব্দ

খুশি – অখুশি

দেরি – শীঘ্র

ঘোলা – স্বচ্ছ

চকচকে – বিবর্ণ

নরম – শক্ত

পরিষ্কার – অপরিষ্কার/নোংরা

পুরনো – নতুন

প্রাচীন – আধুনিক

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

ঘোড়া, চোখ, আনন্দ, হাতি, নিদর্শন।

উত্তর :

মূল শব্দ সমার্থক শব্দ

ঘোড়া – অশ্ব, বাজী।

চোখ – নয়ন, লোচন।

আনন্দ – খুশি, আহ্লাদ।

হাতি – গজ, ঐরাবত।

নিদর্শন – উদাহরণ, চিহ্ন।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

শব্দদূষণ

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **পল্লিতে কুকুরের দল কখন ডাকে?**
ⓚ সারাদিন ⓚⓗ সারারাত
(গ) খুব ভোরে (ঘ) নিশি রাতে

২। **পাখিদের ডাকাডাকির আওয়াজকে কী বলে?**
(ক) হাঁকাহাঁকি (খ) কিচিরমিচির
(গ) হইচই (ঘ) হাঁকডাক

৩। **পল্লিতে কার গান শোনা যায়?**
(ক) গরুর (খ) ফেরিঅলার
(গ) পাতি কাকের (ঘ) ঘুঘুর

৪। **শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে কী ডাকে?**
(ক) মোরগ (খ) পাতিকাক
(গ) ঘুঘু (ঘ) হাঁস

৫। **কোনটি শহরের জীবন-জ্বালা?**
(ক) কুকুরের চিৎকার (খ) ফেরিঅলার হাঁক
(গ) পাতিকাকের ডাক (ঘ) শব্দদূষণ

৬। ইশকুল মাঠে কারা হইচই করে?

ⓚ ফেরিঅলারা ⓚ ছোটরা
ⓖ পাতি কাকেরা ⓖ টুনটুনিরা

৭। দোয়েল চড়ুইয়ের ডাকাডাকিতে কী হয়?

ⓚ মনের শান্তি নষ্ট হয়
ⓚ শব্দদূষণ হয়
ⓖ মন ভরে যায়
ⓖ কান ঝালাপালা হয়

৮। রাস্তায় বা বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাঁদের কী বলে?

ⓚ ডুবুরি ⓚ ফেরিঅলা
ⓖ মুচি ⓖ বাড়িঅলা

৯। গাড়ির হর্ন বাজা; সিডি, টিভি ইত্যাদি চলার ফলে কী সৃষ্টি হয়?

ⓚ পানিদূষণ ⓚ বায়ুদূষণ
ⓖ শব্দদূষণ ⓖ মাটিদূষণ

১০। ‘মুশকিল’ শব্দের অর্থ–

(ক) সমাধান (খ) সহজ
(গ) সমস্যা (ঘ) সুবিধা

১১। পাতিকাকের ডাক কেমন?

(ক) মিষ্টি (খ) ঘুঘুর ডাকের মতো
(গ) সুরেলা (ঘ) কর্কশ

১২। ‘নিশিরাত’ শব্দের অর্থ কী?

(ক) গভীর রাত্রি (খ) মধ্য দুপুর
(গ) খুব সকালে (ঘ) শেষ বিকেল

১৩। ফেরিঅলার হাঁকের ফলে কী সৃষ্টি হয়?

(ক) মধুর কলতান (খ) কিচিরমিচির
(গ) বায়ুদূষণ (ঘ) শব্দদূষণ

১৪। কবিতাংশের মূলভাব কোনটি?

(ক) নানা রকম পাখির পরিচিতি
(খ) পশু-পাখিদের উপকারিতা
(গ) শহরের যানবাহনের সমস্যা
(ঘ) শহর ও গ্রামের জীবনের পার্থক্য

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓖ নিশি রাতে
২। ⓚ কিচিরমিচির
৩। ⓖ ঘুঘুর
৪। ⓚ পাতিকাক
৫। ⓖ শব্দদূষণ
৬। ⓚ ছোটরা
৭। ⓖ মন ভরে যায়
৮। ⓚ ফেরিঅলা
৯। ⓖ শব্দদূষণ
১০। (গ) সমস্যা;

১১। (ঘ) কর্কশ;
১২। (ক) গভীর রাত্রি;
১৩। (ঘ) শব্দদূষণ;
১৪। (ঘ) শহর ও গ্রামের জীবনের পার্থক্য।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?**

উত্তর : কবিতায় যেসব পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো- গরু, হাঁস, কবুতর, মোরগ, কুকুর, দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ও পাতি কাক।

২। **শহরে ঘুমানোয় অসুবিধা কেন?**

উত্তর : শহরে নানা রকম শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। পাতি কাকের ডাক, হর্নের শব্দ, সিডি, টিভি, টেলিফোন, দরজার বেল ইত্যাদির আওয়াজ, আর ফেরিঅলার হাঁকডাকে শব্দদূষণ ঘটে। ফলে ঠিকমতো ঘুমানো যায় না।

৩। **কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?**

উত্তর : কুকুরের ডাক ও পাখির ডাকের মধ্যে পাখির ডাক আমার ভালো লাগে। এর কারণ–

কুকুরের উচ্চঃস্বরে ঘেউ ঘেউ ডাক শব্দদূষণের সৃষ্টি করে। এ ডাক শুনলে মনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পাখির ডাক খুবই মধুর। কোনো কোনো পাখির ডাক খুবই সুরেলা। শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।

৪। **গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?**

উত্তর : গ্রামের মানুষ সাধারণত মোরগের ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন। এছাড়া দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ইত্যাদি পাখির কিচিরমিচির শব্দেও তাঁদের ঘুম ভাঙে।

৫। **কবিতায় উল্লিখিত গ্রামের গৃহপালিত পশু ও পাখিদের একটি তালিকা তৈরি কর।**

উত্তর : কবিতায় উল্লিখিত গৃহপালিত পশু ও পাখিদের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :

গৃহপালিত পশু	গৃহপালিত পাখি
গরু, কুকুর	হাঁস, কবুতর, মোরগ

৬। **নিশিরাতে কারা জোরে ডাকে?**

উত্তর : নিশিরাতে কুকুরের দল জোরে ডাকে।

৭। **গ্রামে কোন কোন পাখির কিচিরমিচির শোনা যায়?**

উত্তর : গ্রামে দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ইত্যাদি পাখির কিচিরমিচির শোনা যায়।

৮। **শহরে ফেরিঅলা কী করেন?**

উত্তর : শহরে ফেরিঅলা গলিপথে হেঁটে আর হাঁক দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করেন।

৯। **ফেরিঅলা কাদের বলে?**

উত্তর : রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাঁদের ফেরিঅলা বলে।

১০। **'পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন'–বাক্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : গ্রামে শব্দ অনেক কম। আর সামান্য যা কিছু শব্দ হয় তা করে নানা রকম পশুপাখি। সেই শব্দে সবার মন ভরে যায়। তাই গ্রামে মনের শান্তি বজায় থাকে।

১১। **কোথায় ঘুম দেওয়া মুশকিল?**

উত্তর : শহরে ঘুম দেওয়া মুশকিল।

১২। **গ্রামে কোন কোন পাখির ডাক শোনা যায়?**

উত্তর : গ্রামে দিনভর নানা রকমের পাখির ডাক শোনা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে– হাঁস, কবুতর, মোরগ, দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ইত্যাদি।

১৩। **শহরের জীবন-জ্বালা কী? পল্লির সাথে শহরের পার্থক্য কোথায়?**

উত্তর : শব্দদূষণ শহরের জীবন-জ্বালা।

পল্লিতে শব্দদূষণ নেই বলে মনের শান্তি বজায় থাকে। অন্যদিকে শহরে শব্দদূষণের কারণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : কবিতাংশে গ্রাম আর শহরের জীবনের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামে সারাদিন নানা রকম পশু আর পাখির ডাকাডাকির শব্দ শোনা যায়। তা শুনে সবার মন ভরে যায়। অন্যদিকে শহরে নানা রকম বিরক্তিকর শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এতে মনের শান্তি নষ্ট হয়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর নির্দিষ্ট একটা শ্রুতিসীমা রয়েছে। এই সীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছলে আমাদের শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়টিকেই আমরা শব্দদূষণ বলি। আমাদের পরিবেশে যদি অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত শব্দ থাকে, তখন তাকে শব্দদূষণ বলা হয়। যানবাহন, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি ইত্যাদি কারণে তীব্র শব্দ উৎপন্ন হয়ে শব্দদূষণ ঘটায়। বাড়িতে উচ্চ শব্দে সিডি, টেলিভিশন ইত্যাদি বাজলে শব্দদূষণ হয়। কান যেকোনো শব্দের ব্যাপারে যথেষ্ট সংবেদী। তাই যে তীব্র শব্দ কানের পর্দাতে বেশ জোরে ধাক্কা দেয় তা কানের পর্দাকে নষ্ট করেও দিতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ওপর এর প্রভাব অনেক বেশি। শব্দদূষণের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য এবং আচার-আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত শব্দের কারণে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক কার্যকলাপ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শব্দদূষণের ফলে দুশ্চিন্তা, উগ্রতা, উচ্চ রক্তচাপ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাতসহ নানা ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার জন্য আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে। অপ্রয়োজনে গাড়ির হর্ন না বাজানো, বাড়িতে নানা রকম যন্ত্রপাতি জোরে না চালানো, অকারণে হইচই না করা, রাস্তাঘাটে মাইক না বাজানো ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী হতে হবে। মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারবে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। শব্দদূষণ কখন ঘটে?

(ক) যখন অপ্রয়োজনীয় ও অনেক বেশি শব্দ সৃষ্টি হয়
(খ) যখন খুব কম শব্দ হয়
(গ) যখন কোনো শব্দ শোনা যায় না
(ঘ) যখন প্রয়োজনীয় ও সীমিত পরিমাণে শব্দ সৃষ্টি হয়

২। 'হ্রাস' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) কম (খ) বৃদ্ধি
(গ) উঁচু (ঘ) নিচু

৩। অনুচ্ছেদে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?

(ক) শব্দদূষণের উপকারী দিক
(খ) শব্দদূষণের সমাধান
(গ) শব্দদূষণের অপকারিতা
(ঘ) শব্দদূষণের কারণ

৪। শব্দদূষণ কমানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি কোনটি?

(ক) গাড়ি চলা বন্ধ করা
(খ) জনসচেতনতা সৃষ্টি
(গ) কলকারখানা বন্ধ করা
(ঘ) রাস্তায় বের না হওয়া

৫। আমরা বাড়িতে উচ্চশব্দে গান বাজাব না। কেননা এতে–

(ক) গান ঠিকমতো বোঝা যায় না
(খ) দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
(গ) পরিবেশ দূষিত হয়
(ঘ) সময় নষ্ট হয়

উত্তর : ১। (ক) যখন অপ্রয়োজনীয় ও অনেক বেশি শব্দ সৃষ্টি হয়; **২**। (খ) বৃদ্ধি; **৩**। (গ) শব্দদূষণের অপকারিতা; **৪**। (খ) জনসচেতনতা সৃষ্টি; **৫**। (গ) পরিবেশ দূষিত হয়।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	**অর্থ**
নির্দিষ্ট	নির্ধারিত।
অবাঞ্ছিত	অপ্রিয়, অনাকাঙ্ক্ষিত।

সংবেদী	অনুভূতিপ্রবণ।
ব্যাঘাত	বাধা, বিঘ্ন।
উগ্র	অসহিষ্ণু।
উৎপন্ন	সৃষ্ট, উৎপাদিত।

ক) বৃষ্টি আসায় খেলায় ——— ঘটল।

খ) অনুষ্ঠানের জন্য একটি দিন ——— করা হয়েছে।

গ) ——— আচরণকারীদের সবাই অপছন্দ করে।

ঘ) এ বছর দেশে প্রচুর ধান ——— হয়েছে।

ঙ) কিছু ——— আসবাবের কারণে ঘরটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।

উত্তর : ক) ব্যাঘাত; **খ)** নির্দিষ্ট; **গ)** উগ্র; **ঘ)** উৎপন্ন; **ঙ)** অবাঞ্ছিত।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) শব্দদূষণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : শ্রুতিসীমার চেয়ে উচ্চ মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হলে তা আমাদের শ্রবণশক্তির ক্ষতি করতে পারে। এই বিষয়টির নামই শব্দদূষণ। পরিবেশে অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত শব্দ থাকলে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়।

খ) কীভাবে শব্দদূষণ ঘটে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : যেভাবে শব্দদূষণ ঘটে তা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো-

১। পরিবেশে যখন প্রয়োজনীয় শব্দের বাইরে অনেক উচ্চ মাত্রার শব্দের উৎপত্তি হয় তখনই শব্দদূষণ ঘটে।

২। মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি শব্দদূষণ ঘটাতে পারে।

৩। শব্দদূষণের জন্য মূলত যানবাহন, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন বিকট শব্দই দায়ী।

৪। নানা ধরনের পশুপাখির বিরক্তিকর ডাক শব্দদূষণ ঘটায়।

৫। সিডি, টেলিভিশন, রেডিও, দরজার বেল ইত্যাদির উচ্চ আওয়াজে বাড়িতে শব্দদূষণ ঘটে।

গ) শব্দদূষণের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : শব্দদূষণের ফলে যেসব সমস্যা হতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। শব্দদূষণের ফলে আমাদের কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২। এতে শ্রুতিশক্তি কমে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

৩। বিশেষত শিশুদের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক।

৪। শব্দদূষণের ফলে মানুষের দুশ্চিন্তা, উচ্চ রক্তচাপ, ঘুমের ব্যাঘাতসহ নানা রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫। মানসিক জটিলতা ও নানা আচরণগত সমস্যার উৎপত্তি হতে পারে।

ঘ) শব্দদূষণ নিরসনে তুমি কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পার তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : শব্দদূষণ নিরসনে আমারও অনেক কিছু করার আছে। যেমন-

১। বাড়িতে টিভি, সিডি, কম্পিউটার ইত্যাদি উচ্চশব্দে চালাব না।

২। বাড়িতে বা স্কুলে অকারণে হইচই করব না।

৩। সাইকেল চালানোর সময় অপ্রয়োজনে হর্ন বাজাব না।

৪। মাইক ব্যবহার করে শব্দদূষণ ঘটাব না।

৫। শব্দদূষণ বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করব।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ**

ল্ল, জ্ব, ব্দ, ন্ত, ত্র।

উত্তর :

ল্ল = ল + ল – উল্লেখ

\- বিজ্ঞপ্তিতে সুমনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্ব = জ + ব - ফলা (ব) – জ্বর

\- সকাল থেকেই জ্বর জ্বর লাগছে।

ব্দ = ব + দ – শতাব্দি

- একশ বছরে হয় এক শতাব্দি।

ন্ত = ন + ত – ঘুমন্ত

- ঘুমন্ত শিশুটিকে জাগিও না।

ত্র = ত + র-ফলা (্র) – পুত্র

– সেলিম চৌধুরী সাহেবের পুত্র।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

ডাকিয়া, বাজিতেছে, শুনিলাম, ঘুমাইতেছে, ঘুরিয়া।

উত্তর : **সাধুরূপ** **চলিত রূপ**

ডাকিয়া – ডেকে

বাজিতেছে – বাজছে

শুনিলাম – শুনলাম

ঘুমাইতেছে – ঘুমুচ্ছে

ঘুরিয়া – ঘুরে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

দিন, রাত, ঘুম, গাছ, কবুতর।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
দিন	–	দিবা, দিবস।
রাত	–	নিশি, যামিনী।
ঘুম	–	নিদ্রা, তন্দ্রা।
গাছ	–	তরু, উদ্ভিদ।
কবুতর	–	পায়রা, কপোত।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

দিন, ভোর, পল্লি, ঘুম, ছোট, গলিপথ।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
দিন	–	রাত	গলিপথ	–	রাজপথ
ভোর	–	সন্ধ্যা	ছোট	–	বড়
পল্লি	–	শহর	ঘুম	–	জাগরণ

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

দরজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
ছোটদের হইচই ইশকুল মাঠে।
ঘুম দেয়া মুশকিল হর্নের হাঁকে।
সিডি চলে, টিভি চলে, বাজে টেলিফোন
গলিপথে ফেরিঅলা হাঁকে আর হাঁটে
শহরের পাতি কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।

খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?

গ) কবিতাটির কবির নাম কী?

ঘ) শহরে ঘরের ভেতর কীভাবে শব্দদূষণ ঘটে?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

শহরের পাতি কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুম দেয়া মুশকিল হর্নের হাঁকে।
সিডি চলে, টিভি চলে, বাজে টেলিফোন
দরজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
গলিপথে ফেরিঅলা হাঁকে আর হাঁটে
ছোটদের হইচই ইশকুল মাঠে।

খ) কবিতাংশটি 'শব্দদূষণ' কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম সুকুমার বড়ুয়া।

ঘ) শহরে ঘরের ভেতর সিডি, টিভি ইত্যাদি শব্দ করে চলে। টেলিফোন ও দরজার বেল যখন তখন বেজে ওঠে। এভাবেই শহরে ঘরের ভেতর শব্দদূষণ ঘটে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

। পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **বাংলাদেশ কত সালে স্বাধীনতা অর্জন করে?**
ⓚ ১৯৪৭ সালে ⓚ ১৯৫২ সালে
ⓖ ১৯৭১ সালে ⓖ ১৯৯৯ সালে

২। **কীভাবে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে?**
(ক) ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে
(খ) গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে
(গ) ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে

৩। **স্বাধীনতার জন্য আমরা কাদের কাছে কৃতজ্ঞ?**
(ক) শহিদদের কাছে
(খ) রাজাকারদের কাছে
(গ) হানাদার বাহিনীর কাছে
(ঘ) পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে

৪। **১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দেশে কী হয়?**
(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) ছয় দফা আন্দোলন
(গ) মুক্তিযুদ্ধ (ঘ) সিপাহি বিদ্রোহ

৫। **পাকিস্তানিরা এদেশে দীর্ঘ নয় মাস কী চালিয়েছিল?**
(ক) সুশাসন (খ) নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ
(গ) সুবিচার (ঘ) চোরাগোপ্তা হামলা

৬। **রাজাকার, আলবদর বাহিনীতে যোগ দেওয়া মানুষগুলো ছিল –**
(ক) আলোকিত (খ) বরেণ্য
(গ) হৃদয়হীন (ঘ) নির্লোভ

৭। **অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান কী পড়াতেন?**
(ক) বিজ্ঞান (খ) ইংরেজি
(গ) বাংলা (ঘ) গণিত

৮। **প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান কী করলেন?**
(ক) জানালা খুলে বসলেন

ⓔ পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে চাইলেন
ⓖ কোরআন পড়া শুরু করলেন
ⓘ বাইরে বেরিয়ে এলেন

৯। **অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামানের বাড়ির নিচতলায় কে থাকতেন?**

ⓚ অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব
ⓔ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
ⓖ সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা
ⓘ সুরকার আলতাফ মাহমুদ

১০। **অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব কোন বিষয়ের নামকরা শিক্ষক ছিলেন?**

ⓚ ইংরেজি ⓔ বিজ্ঞান
ⓖ বাংলা ⓘ দর্শন

১১। **শহিদ সাবের ২৫এ মার্চ রাতে কোন পত্রিকা অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন?**

ⓚ দৈনিক বাংলা ⓔ দৈনিক আজাদ
ⓖ দৈনিক সংবাদ ⓘ দৈনিক জনকণ্ঠ

১২। **কী হিসেবে সাংবাদিক মেহেরুন্নেসার পরিচিতি ছিল?**

ⓚ কবি ⓔ সুরকার
ⓖ সংগীতশিল্পী ⓘ ছড়াকার

১৩। **যোগেশচন্দ্র ঘোষ কত বছর বয়সে প্রাণ হারান?**

ⓚ ৮০ বছর ⓔ ৮৪ বছর
ⓖ ৮৫ বছর ⓘ ৮৮ বছর

১৪। **ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কত সালে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন?**

ⓚ ১৯৪৭ সালে ⓔ ১৯৪৮ সালে
ⓖ ১৯৫২ সালে ⓘ ১৯৫৮ সালে

১৫। **সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

ⓚ সাধনচন্দ্র ঘোষ ⓔ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
ⓖ নতুনচন্দ্র সিংহ ⓘ আর.পি সাহা

১৬। **ভাষাশহিদদের স্মরণ করে একুশে ফেব্রুয়ারি কোথায় ফুল দেওয়া হয়?**

ⓚ জাতীয় স্মৃতিসৌধে
ⓔ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
ⓖ শহিদ মিনারে
ⓘ রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে

১৭। **পাকবাহিনী কখন বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় অবধারিত?**

ⓚ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই
ⓔ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই
ⓖ মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে
ⓘ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ দিকে

১৮। **অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?**

ⓚ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ⓔ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ⓖ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ⓘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯। **অধ্যাপক রাশীদুল হাসান কিসের অধ্যাপক ছিলেন?**

ⓚ ইংরেজির ⓔ দর্শনের
ⓖ ইতিহাসের ⓘ গণিতের

২০। **ফজলে রাব্বী ছিলেন প্রখ্যাত–**

ⓚ সাংবাদিক ⓔ চিকিৎসক
ⓖ অধ্যাপক ⓘ লেখক

২১। **১৪ই ডিসেম্বর আমরা কোন দিবসটি পালন করি?**
ⓚ মাতৃভাষা দিবস
ⓚ ভাষাশহিদ দিবস
ⓖ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
ⓖ বিজয় দিবস

২২। **শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আমরা ভুলব না কেন?**
ⓚ দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন বলে
ⓚ দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন বলে
ⓖ অনেক জ্ঞানী ছিলেন বলে
ⓖ দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিলেন বলে

২১। **কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?**
ⓚ ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ
ⓚ ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
ⓖ ১৯৭১ সালের ঊনত্রিশে মার্চ
ⓖ ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

২২। **প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়–**
ⓚ 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে
ⓚ 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে
ⓖ 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে
ⓖ 'বিজয় দিবস' হিসেবে

২৩। **দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায়–**
ⓚ মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
ⓚ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ⓖ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
ⓖ সংবাদপত্র অফিসে

২৪। **ভাষা দিবসের সাথে জড়িয়ে আছে কোন দুজনের নাম?**
(ক) রণদাপ্রসাদ সাহা ও যোগেশচন্দ্র ঘোষ
(খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রণদাপ্রসাদ সাহা
(গ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও আলতাফ মাহমুদ
(ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আলতাফ মাহমুদ

২৫। **'আয়ুর্বেদ' হলো–**
(ক) প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
(খ) অ্যালোপ্যাথি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
(গ) কবিরাজি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি
(ঘ) জাদুবিদ্যা নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি

২৬। **সাধনা ঔষধালয় হলো–**
(ক) একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
(খ) একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান
(গ) রণদা প্রসাদ সাহার কীর্তি
(ঘ) নতুনচন্দ্র সিংহের কীর্তি

২৭। **'প্রখ্যাত' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) প্রমাণিত (খ) প্রচলিত
(গ) প্রয়োজনীয় (ঘ) প্রসিদ্ধ

২৮। **অনুচ্ছেদ থেকে বলা যায় পাক হানাদাররা হত্যা করেছিল এ দেশের –**
(ক) বরেণ্য মানুষদের (খ) ধনী মানুষদের
(গ) দুর্নীতিবাজ মানুষদের (ঘ) বয়স্ক মানুষদের

২৯। **'নিরস্ত্র' শব্দের অর্থ কী?**

(ক) অস্ত্রে ভয় নেই যার
(খ) অস্ত্র চেনে না যে
(গ) অস্ত্রের ব্যবহার জানে না যে
(ঘ) অস্ত্র নেই যার

৩০। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িতেই থাকতেন–

(ক) অধ্যাপক গোবিন্দবন্দ্র দেব
(খ) অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান
(গ) অধ্যাপক রাশীদুল হাসান
(ঘ) অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য

৩১। গোলাগুলির শব্দ শুনে অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান পবিত্র কোরান পড়া শুরু করলেন কেন?

(ক) প্রচ- ভয় পেয়েছিলেন বলে
(খ) আরবি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন বলে
(গ) ভয় পাননি বলে
(ঘ) হানাদারদের নির্দেশ ছিল বলে

৩২। 'বরেণ্য' শব্দের অর্থ কী?

(ক) ধন্য (খ) অপ্রয়োজনীয়
(গ) মান্য (ঘ) বর্জনীয়

৩৩। অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে-

(ক) বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের কথা
(খ) আলোকিত মানুষ হওয়ার উপায়
(গ) বাংলার মানুষের প্রতিরোধের কথা
(ঘ) হানাদারদের পরাজয়ের কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓖ ১৯৭১ সালে
২। ⓘ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে
৩। ⓚ শহিদদের কাছে
৪। ⓖ মুক্তিযুদ্ধ
৫। ⓚ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ
৬। ⓖ হৃদয়হীন
৭। ⓚ বিজ্ঞান
৮। ⓖ কোরআন পড়া শুরু করলেন
৯। ⓚ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
১০। ⓘ দর্শন
১১। ⓖ দৈনিক সংবাদ
১২। ⓚ কবি
১৩। ⓚ ৮৪ বছর
১৪। ⓚ ১৯৪৮ সালে
১৫। ⓚ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
১৬। ⓖ শহিদ মিনারে
১৭। ⓘ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ দিকে
১৮। ⓚ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯। ⓚ ইংরেজির
২০। ⓚ চিকিৎসক
২১। ⓖ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
২২। ⓚ দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলেন বলে
২১। ⓚ ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ

২২। (গ) ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে
২৩। (ক) মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
২৪। (ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আলতাফ মাহমুদ;
২৫। (গ) কবিরাজি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি;
২৬। (খ) একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান;
২৭। (ঘ) প্রসিদ্ধ;
২৮। (ক) বরেণ্য মানুষদের।
২৯। (ঘ) অস্ত্র নেই যার;
৩০। (খ) অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান;
৩১। (ক) প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন বলে;
৩২। (গ) মান্য;
৩৩। (ক) বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের কথা।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?**

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। গভীর রাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে ও নানা আবাসিক এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ খুন করে ছিল হানাদাররা।

২। **রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নানা অপকর্মে সহযোগিতা করেছিল তারাই রাজাকার, আলবদর নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বরেণ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য এই বাহিনীগুলো গড়ে তোলে পাকিস্তানিরা। ঘৃণ্য, অসাধু, লোভী কিছু মানুষ বাহিনীগুলোতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানিদের সেই বিশেষ হত্যা পরিকল্পনা সফল করতে সাহায্য করে।

৩। **কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বল।**

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর।

৪। **শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?**

উত্তর : শহিদ সাবের ছিলেন একজন লেখক ও সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাতে তিনি দেশের একটি প্রধান সংবাদপত্র ‘দৈনিক সংবাদ’-এর অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঐ অফিসে আগুন লাগিয়ে দিলে আগুনে দগ্ধ হয়ে শহিদ হন শহিদ সাবের।

৫। **রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?**

উত্তর : দানশীলতার জন্য রণদাপ্রসাদ সাহাকে ‘দানবীর’ বলা হয়। এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

৬। **দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে লিখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ শহিদ হওয়া দুজন সাংবাদিকদের মাঝে ছিলেন শহিদ সাবের, মেহেরুন্নেসা প্রমুখ।

শহিদ সাবের ছিলেন মেধাবী লেখক ও সাংবাদিক। পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি সেনারা আগুন দেয় দেশের অন্যতম একটি সংবাদপত্র ‘দৈনিক সংবাদ’-এর অফিসে। সেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন শহিদ সাবের। আগুনে পুড়ে শহিদ হন তিনি। কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসাকেও অল্প বয়সেই প্রাণ দিতে হয় হানাদারদের আক্রমণে।

৭। **আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?**

উত্তর : শহিদদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। তাঁরা দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারব।

৮। **কোন দিনটিকে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়? কেন?**

উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বরকে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে এ দেশকে গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় পাকিস্তানিরা। এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে অপূরণীয় ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে তারা। ১৪ই ডিসেম্বর রাজাকার, আলবদর, আল-শাম্স্ বাহিনীর সহায়তায় নানা পেশার অনেক যশস্বী ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। সেই শহিদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি আমরা।

৯। **আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?**

উত্তর : শহিদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁরা। তাঁদের এ অবদান আমরা কোনো দিন ভুলব না।

১০। **১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন কেন?**

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্তভাবে শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করি। তাই এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১১। **মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের মানুষ কীভাবে শহিদ হন?**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের অসংখ্য মানুষ শহিদ হন। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহিদ হন মুক্তিযোদ্ধারা। আর সাধারণ মানুষ দেশের ভেতর অবরুদ্ধ থাকতে থাকতে পাকবাহিনীর নির্যাতনে প্রাণ হারান।

১২। **২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনী কীভাবে তাদের হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করে?**

উত্তর : ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনী এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের হত্যা করার এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য এদেশেরই কিছু বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে গড়ে তোলা হয় রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী। তাদের সাহায্য নিয়ে পাকবাহিনী তাদের বিশেষ হত্যা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করে।

১৩। **অধ্যাপক এম. মুনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কীভাবে শহিদ হন?**

উত্তর : এম. মুনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ১৯৭১ সালে ২৫এ মার্চ রাতে পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারান। এ দুজন শিক্ষক থাকতেন একই বাড়িতে। ২৫এ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী তাঁদের দুজনকে টেনে-হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে আনে। তারপর গুলি করে হত্যা করে।

১৪। **অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব কেমন মানুষ ছিলেন?**

উত্তর : দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতিমান শিক্ষক অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও নিরহংকারী মানুষ।

১৫। **একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মনে ও মুখে কোন গান বাজে? গানটির সুরকার কে?**

উত্তর : একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মনে আর মুখে বাজে-'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'– এ গানটি। গানটির সুরকার শহিদ আলতাফ মাহমুদ।

১৬। **'তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে হানাদার বাহিনী বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় আসন্ন। তাই মেধা ধ্বংসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে তারা। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা এ দেশের মনস্বী, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল সকল মানুষকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। দেশদ্রোহী রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদের সাহায্য নিয়ে এই দেশকে তারা আরও গভীরভাবে ধ্বংস করতে চায়।

১৭। **১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের কী পরিণতি হয়েছিল?**

উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। তাঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁদের অনেকের লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারে বধ্যভূমিতে। আবার অনেকেরই সন্ধান মেলেনি।

১৮। **রণদাপ্রসাদ সাহা কিসের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন?**

উত্তর : রণদা প্রসাদ সাহা এদেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

১৯। **ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কারা হত্যা করেছিল? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন?**

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করেছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ১৯৪৮ সালে তিনিই প্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলেন।

২০। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কোন উদ্দেশ্যে কী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

উত্তর : যোগেশচন্দ্র ঘোষ এদেশের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সাধনা ঔষধালয় নামক একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন।

২১। **অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা কোন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন?**

উত্তর : অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন।

২২। **পাকিস্তানিদের বিশেষ পরিকল্পনা কী ছিল?**

উত্তর : পাকিস্তানিরা চেয়েছিল বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে মেধাশূন্য করতে। তাই তারা এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের হত্যা করার একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

২৩। **পাকিস্তানিরা তাদের বিশেষ পরিকল্পনা সফল করার জন্য কী কী করে?**

উত্তর : পাকিস্তানিরা তাদের বিশেষ পরিকল্পনা সফল করার জন্য- ১. প্রথমে পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে। ২. রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনীর সহায়তায় সেই পরিকল্পনা কার্যকর করে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। একে একে তারা হত্যা করে এদেশের মেধাবী ও বরেণ্য মানুষদের। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রণদাপ্রসাদ সাহা, নতুনচন্দ্র সিংহ, আলতাফ মাহমুদ প্রমুখ ছিলেন তেমনই কিছু মানুষ। এ দেশের মানুষদের কল্যাণের জন্য তাঁরা আজীবন কাজ করে গেছেন।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ১৯৭১ সালে পঁচিশে মার্চ রাত থেকে পাকিস্তানি সেনারা নিরীহ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দেশের বরেণ্য মানুষদের হত্যার বিশেষ উদ্যোগ নেয় তারা। রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়তা করে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নামকরা শিক্ষকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯এ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পরিবারের সাথে কলকাতা হতে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্থানান্তরিত হন। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভাষা আন্দোলন তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেওয়া'তে। তিনি ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেওয়া'র বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। সে সময়ে তিনি চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও প্রদর্শনী হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জহির রায়হান তাঁর নিখোঁজ ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে শুরু করেন, যাঁকে স্বাধীনতার ঠিক আগমুহূর্তে পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনী অপহরণ করেছিল। জহির রায়হান ভাইয়ের সন্ধানে মিরপুরে যান এবং সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সেদিন বিহারিরা ও ছদ্মবেশী পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশিদের ওপর গুলি চালালে এই স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী নিহত হন।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **গণ-অভ্যুত্থান কত সালে হয়েছিল?**
(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৯ সালে
(গ) ১৯৬৯ সালে (ঘ) ১৯৭২ সালে

২। **'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে কোনটির প্রভাব লক্ষ করা যায়?**
(ক) সিপাহি আন্দোলনের
(খ) ভাষা আন্দোলনের
(গ) গণ-অভ্যুত্থানের
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের

৩। **নিচের কাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলা যায়?**
(ক) মুক্তিযোদ্ধা (খ) পাকবাহিনী
(গ) আলবদর (ঘ) বিহারি

৪। **শহীদুল্লা কায়সারকে অপহরণ করেছিল কারা?**
(ক) রাজাকাররা (খ) আলবদর বাহিনী
(গ) পাকিস্তানি বাহিনী (ঘ) বিহারিরা

৫। **অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে জহির রায়হানের—**
(ক) শৈশব সম্পর্কে
(খ) জীবন ও কাজ সম্পর্কে
(গ) দানশীলতা সম্পর্কে
(ঘ) বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে

উত্তর : ১। (গ) ১৯৬৯ সালে; **২।** (খ) ভাষা আন্দোলনের; **৩।** (গ) আলবদর; **৪।** (খ) আলবদর বাহিনী; **৫।** (খ) জীবন ও কাজ সম্পর্কে।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
দৈন্য	দারিদ্র্য, দুরবস্থা।
সমুদয়	সমস্ত।
দোসর	সঙ্গী, অংশীদার।
অভ্যুত্থান	উত্থান, ওঠা।
তহবিল	অর্থভাণ্ডার।
স্থানান্তর	পরিবর্তন স্থান।

ক) আমরা শীতার্তদের সাহায্যের জন্য ——— গঠন করেছি।

খ) সেলিম বইটি টেবিল থেকে খাটে ——— করল।

গ) বাদল আমার প্রিয় ———।

ঘ) চাষিটির বাড়ির ——— দশা দেখে মায়া লাগল।

ঙ) গতকালের ——— খাবার নষ্ট হয়ে গেছে।

উত্তর : ক) তহবিল; **খ)** স্থানান্তর; **গ)** দোসর; **ঘ)** দৈন্য; **ঙ)** সমুদয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) জহির রায়হান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন।

জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় থেকে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযানে নামেন এবং তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। এ সময় তাঁর 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রটির বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলেও প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সব অর্থ তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দান করেন।

খ) জহির রায়হান মিরপুর গিয়েছিলেন কেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : জহির রায়হানের ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে স্বাধীনতার ঠিক আগমুহূর্তে আলবদর বাহিনী অপহরণ করে। দেশ স্বাধীন হবার পর জহির রায়হান ভাইকে খুঁজতে শুরু করেন। সে কারণেই তিনি মিরপুর গিয়েছিলেন।

মিরপুরে যাওয়ার পর ছদ্মবেশী পাকিস্তানি সেনারা ও বিহারিরা জহির রায়হানের ওপর গুলি চালায় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর ফলেই তিনি শহিদ হন।

গ) জহির রায়হানের দেশপ্রেম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১। জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ এ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

২। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

৩। ১৯৬৯ সালে তিনি গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন।

৪। জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

৫। তিনি ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী।

ঘ) জহির রায়হানের দেশপ্রেম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানেও তিনি অংশ নেন। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও নিজের নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

স্ব, কৃ, স্ত্র, জ্ঞ, ষ্ট, ধ্ব।

উত্তর :

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – স্বপ্ন

- খোকা পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

কৃ = ক + ঋ-কার (ৃ) – কৃপা
- সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় আমরা বেঁচে আছি।

স্ত্র = স + ত + র-ফলা (্র) – বস্ত্র
- বস্ত্র মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা।

জ্ঞ = জ + ঞ – জ্ঞানী
- সালাম স্যার অনেক জ্ঞানী মানুষ।

ষ্ট = ষ + ট – পুষ্টিকর
- শরীর ভালো রাখতে পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন।

ধ্ব = ধ + ব-ফলা (্ব) – ধ্বনি
- ছুটির ঘণ্টা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ম্ব = ম + ব-ফলা (্ব) – সম্বল
- এই টাকা কটিই আমার শেষ সম্বল।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ত্ব, ত্ম, জ্জ, ত্য, ম্ব।

উত্তর :

ত্ব = ত + ব- ফলা (্ব) – ত্বরা
- ত্বরা করে বাড়ি চল।

ত্ম = ত + ম- ফলা (্ম) – আত্মীয়
- ঈদে আত্মীয়রা বেড়াতে আসেন।

জ্জ = জ + জ – সজ্জা
- বাড়িটির সাজসজ্জা বেশ সুন্দর।

ত্য = ত + য-ফলা (্য) – সত্য
- সর্বদা সত্য কথা বলব।

ম্ব = ম + ব- ফলা (্ব) – কম্বল
- কম্বল গায়ে দিয়েও শীত লাগছে।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা তাঁদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবন যাপন করতে পারছি

উত্তর : লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবন-যাপন করতে পারছি।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ব্যারাকে ব্যারাকে আর নানা আবাসিক এলাকায়

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) অস্ত্রে সজ্জিত; **খ)** প্রতিভা আছে যার; **গ)** নিজের জীবন উৎসর্গ; **ঘ)** সুরের সাধনা করেন যিনি; **ঙ)** কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া।

উত্তর : ক) সশস্ত্র; **খ)** প্রতিভাবান; **গ)** আত্মদান; **ঘ)** সুরসাধক; **ঙ)** নির্বিচার।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লেখ।**

পারিতেছি, জোগাইয়াছেন, লইব, চালাইবার, কাড়িয়া।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ		**চলিত রূপ**
পারিতেছি	–	পারছি
জোগাইয়াছেন	–	জুগিয়েছেন
লইব	–	নেব
চালাইবার	–	চালানোর
কাড়িয়া	–	কেড়ে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

বিজয়, উন্নত, আলোকিত, পবিত্র, কার্যকর।

উত্তর :

মূল শব্দ		**বিপরীত শব্দ**
বিজয়	–	পরাজয়
উন্নত	–	অনুন্নত
আলোকিত	–	অন্ধকারাচ্ছন্ন
পবিত্র	–	অপবিত্র
কার্যকর	–	অকার্যকর

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

মঙ্গল, ফুল, প্রাণ, শির, সূচনা, প্রখ্যাত, অবধারিত।

উত্তর :

মূল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
মঙ্গল	–	শুভ, কল্যাণ।
ফুল	–	পুষ্প, কুসুম।
প্রাণ	–	জীবন, জান।
শির	–	মস্তক, মাথা।
সূচনা	–	শুরু, আরম্ভ।
প্রখ্যাত	–	নামকরা, বিখ্যাত।
অবধারিত	–	অনিবার্য, সুনিশ্চিত।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

স্বদেশ

আহসান হাবীব

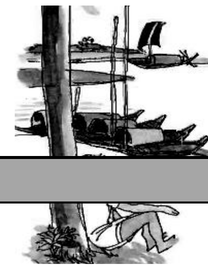

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **ছেলেটি কোথায় বসে আছে?**

ⓚ নদীর ধারে ⓚ পুকুর পাড়ে

Ⓖ বনের ধারে Ⓖ সমুদ্র পাড়ে

২। **ছেলেটি কখন মনে মনে প্রকৃতির ছবি আঁকে?**

(ক) সারা সকাল (খ) সারা রাত

(গ) যখন ইচ্ছে হয় (ঘ) যখন ঘুমুতে যায়

৩। **ছেলেটির ছবিতে কোনটি আছে?**

(ক) জারুল গাছ (খ) জাম গাছ

(গ) জলপাই গাছ (ঘ) জবা গাছ

৪। **নানান কাজের মানুষদের বেশ কেমন?**

(ক) একই রকম (খ) বিভিন্ন রকম

(গ) হলুদ রঙের (ঘ) সোনালি রঙের

৫। **মাঠের মানুষ কোথায় যায়?**

(ক) হাটে (খ) ঘাটে

(গ) মাঠে (ঘ) বাটে

৬। **ছেলেটির মুখ সারা দেশের সব ছেলের মুখের মতোই–**

(ক) সুন্দর (খ) শ্যাম বর্ণের

(গ) টকটকে লাল (ঘ) কুৎসিত

৭। **‘স্বদেশ’ কবিতার ছেলেটিকে কী বলা যায়?**

(ক) সংগীতশিল্পী (খ) অভিনয়শিল্পী

(গ) নৃত্যশিল্পী (ঘ) চিত্রশিল্পী

৮। **‘স্বদেশ’ কবিতায় বাংলাদেশকে কিসের মতো বলা হয়েছে?**

(ক) নদীর মতো (খ) ছবির মতো

(গ) পাহাড়ের মতো (ঘ) স্বপ্নের মতো

৯। **‘স্বদেশ’ কবিতায় বর্ণিত ছেলেটির নেই–**

(ক) প্রকৃতি দেখার সময় (খ) ছবি আঁকার আগ্রহ

(গ) প্রকৃতি দেখার ইচ্ছা (ঘ) ছবি আঁকার রং-তুলি

১০। **‘বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ’- কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**

(ক) বাংলাদেশের সবখানে নদী দেখা যায়

(খ) বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক নদী আছে

(গ) বাংলাদেশের মায়েরা নদীতীরে বাস করেন

ⓘ বাংলাদেশের নদীগুলোকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে

১১। **বাংলাদেশকে কোনটি বলা হয়?**
ⓚ সোনালি নদীর দেশ
ⓛ সোনালি আঁশের দেশ
ⓜ সোনালি সুখের দেশ
ⓘ সোনালি মানুষের দেশ

১২। **বাংলাদেশের গ্রাম, শস্যখেত সবকিছুকে কিসের উপাদান বলে মনে হয়?**
ⓚ হাটের উপাদান ⓛ মাঠের উপাদান
ⓜ নদীর উপাদান ⓘ সমুদ্রের উপাদান

১৩। **'স্বদেশ' কবিতায় কিসের ছবি প্রকাশিত হয়েছে?**
ⓚ বাংলাদেশের নানা জাতির মানুষের বৈচিত্র্যের ছবি
ⓛ বাংলাদেশের নানা ধরনের পশুপাখির ছবি
ⓜ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি
ⓘ বাংলাদেশের নামকরা চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি

১৪। **'স্বদেশ' কবিতায় বর্ণিত ছেলেটি নিজেকে কী বলে পরিচয় দেয়?**
ⓚ চিত্রশিল্পী ⓛ ভালোবাসার শিল্পী
ⓜ দেশের মানুষ ⓘ কাজের মানুষ

১৫. **নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?**
ⓚ জেলেদের জাল ⓛ গাছের গুঁড়ি
ⓜ খড়ের গাদা ⓘ নৌকা

১৬. **ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে?**
ⓚ খেলাধূলা করে
ⓛ মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে
ⓜ পড়াশোনা করে
ⓘ বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

১৭. **'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?**
ⓚ রং তুলি দিয়ে
ⓛ রং তুলি ছাড়া
ⓜ নিজের মনের মধ্যে
ⓘ মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

১৮. **'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?**
ⓚ বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি
ⓛ নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
ⓜ বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি
ⓘ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

১৯. **'এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'– কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ ছেলেটির মুখের রং
ⓛ ছেলেটির মুখের গড়ন
ⓜ ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি
ⓘ ছেলেটির মুখের কথা

২০। **আছে নানান বেশ। এখানে 'বেশ' বলতে বোঝায়–**
(ক) দারুণ (খ) রং (গ) পোশাক (ঘ) সুর

২১। **কী দেখে ছেলেটির সারাটা দিন কাটে?**
(ক) পাখির ওড়াউড়ি (খ)নদীর জোয়ার
(গ) সমুদ্রের ঢেউ (ঘ) নানা রকম মানুষ

২২। ‘কড়ি’ হলো এক ধরনের–

(ক) ওষধি গাছ (খ) গ্রামীণ খাবার

(গ) ছোট নৌকা (ঘ) ছোট সাদা ঝিনুক

২৩। ছেলেটি ছবিটিকে–

(ক) খাতায় আঁকে (খ) কল্পনায় আঁকে

(গ) আঁকতে পারে না (ঘ) দেখতে পায় না

২৪। কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?

(ক) বাংলাদেশের ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য

(খ) বাংলাদেশের নানা জাতির মানুষের কথা

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

(ঘ) বাংলাদেশের নদ-নদীর কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ নদীর ধারে

২। ⓖ যখন ইচ্ছে হয়

৩। ⓚ জারুল গাছ

৪। ⓚ বিভিন্ন রকম

৫। ⓖ মাঠে

৬। ⓚ সুন্দর

৭। ⓖ চিত্রশিল্পী

৮। ⓚ ছবির মতো

৯। ⓖ ছবি আঁকার রং-তুলি

১০। ⓚ বাংলাদেশের সবখানে নদী দেখা যায়

১১। ⓚ সোনালি আঁশের দেশ

১২। ⓚ মাঠের উপাদান

১৩। ⓖ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

১৪। ⓚ ভালোবাসার শিল্পী

১৫. ⓖ নৌকা

১৬. ⓚ মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে

১৭. ⓖ নিজের মনের মধ্যে

১৮. ⓖ বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

১৯. ⓖ ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি

২০। (গ) পোশাক;

২১। (ঘ) নানা রকম মানুষ;

২২। (ঘ) ছোট সাদা ঝিনুক;

২৩। (খ) কল্পনায় আঁকে;

২৪। (খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। ছেলেটি কোথায় বসে কীভাবে ছবি আঁকছে?

উত্তর : ছেলেটি নদীর ধারে একলা বসে মনে মনে ছবি আঁকছে।

২। জারুল গাছে থাকা পাখি দুটি কোন রঙের?

উত্তর : জারুল গাছে থাকা পাখি দুটি হলুদ রঙের।

৩। ‘কে তুমি ভাই’– জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি কী জবাব দেয়?

উত্তর : ‘কে তুমি ভাই’– জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি হেসে জবাব দেয়– ‘ভালোবাসার শিল্পী আমি’।

৪। বাংলাদেশকে ছবির মতো দেশ বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : বাংলাদেশে আছে নদী, পাহাড়, সাগরসহ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান। সবুজ ফসলের খেত, ছায়াঘেরা গ্রাম, গাছে গাছে পাখি- সব মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতি অতুলনীয়। যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। ছবির নানা রঙের মতোই নানা ঋতুতে এ দেশের প্রকৃতিরও রং বদলায়। এ কারণেই বাংলাদেশকে ছবির মতো দেশ বলা হয়েছে।

৫। ছেলেটির মনে দেশের জন্য মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি তৈরি হচ্ছে কীভাবে?

উত্তর : ছেলেটি বসে বসে প্রাণভরে স্বদেশের সৌন্দর্য দেখছে। নদীর জোয়ার, নদীতীরে বেঁধে রাখা নৌকা, গাছে গাছে পাখির কলতান- এ সবই তার মনে দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

৬। **ফসলের মাঠে ঢেউ খেলে গেলে কী মনে হয়?**

উত্তর : ফসলের মাঠে ঢেউ খেলে গেলে মনে হয় যেন সারা মাঠে নদীর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে।

৭। **গ্রামবাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?**

উত্তর : বাংলাদেশের সর্বত্রই নদী দেখা যায়। গ্রামবাংলার নদী, নদীর জোয়ার, ঘাটে বাঁধা সারি সারি নৌকা-এই সব মিলে যে ছবি সেটি আমাদের চেনা।

৮। **কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?**

উত্তর : বাংলাদেশের ছবির মতো সৌন্দর্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না। বাংলাদেশ শস্য-শ্যামল চির সবুজের দেশ। এদেশে আছে নদী, পাহাড়, সাগরের অপূর্ব সমাহার। গাছে গাছে পাখির কলতান। শান্ত-শ্যামল বাংলাদেশের এই ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।

৯। **'স্বদেশ' কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?**

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের জীবনযাত্রা দেখে ছেলেটির সারাটা দিন কাটে।

এ দেশে রয়েছে শস্য-শ্যামল মাঠের পর মাঠ। মাঠে মাঠে মানুষ কাজ করে। হাটের মানুষেরা হাটে যায়। এসব দেখেই ছেলেটির সারাদিন কেটে যায়।

১০। **'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : বাংলাদেশ ছবির মতো সুন্দর একটি দেশ- এ বিষয়টি বোঝাতেই কথাটি বলা হয়েছে।

সবুজ গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়, সমুদ্র সবকিছুর সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের এই দেশ। একেক ঋতুতে এ দেশের প্রকৃতির চেহারা হয় একেক রকমের। এ দেশে রয়েছে নানা ধরনের মানুষের বসতি। সবকিছু মিলে গোটা দেশটাই যেন হাজার রঙে আঁকা মনভোলানো এক ছবি।

১১। **কিসের শেষ দেখা যাচ্ছে না?**

উত্তর : মাঠের পর কেবলই মাঠের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, এর শেষ দেখা যাচ্ছে না।

১২। ছেলেটি কখন ছবি আঁকে? ছেলেটি মনে মনে কিসের ছবি আঁকে?

উত্তর : ছেলেটি যখন ইচ্ছে হয় তখনই ছবি আঁকে। ছেলেটি মনে মনে বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি অপরূপ ছবি আঁকে।

১৩। **'এমনি পাওয়া এই ছবিটি**
কড়িতে নয় কেনা।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতি অত্যন্ত নজরকাড়া। যেন শিল্পীর রং-তুলিতে আঁকা। বাংলাদেশের প্রকৃতির এই ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়– এ কথাটিই এখানে বলা হয়েছে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বাংলাদেশের মাঠে মাঠে ফসলের খেত। যত দূর চোখ যায় কেবল মাঠের পর মাঠই চোখে পড়ে। এদেশের মানুষ, প্রকৃতি সবই সুন্দর। একটি ছেলে বসে বসে এসব দুচোখ ভরে দেখে আর মনে মনে ছবি আঁকে। বাংলাদেশের এই ছবির মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য টাকা-পয়সার বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধনরতন
আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,

কেন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **বাংলাদেশকে সকল দেশের রানি বলা যায়-**
(ক) ধনরত্ন আছে বলে
(খ) এদেশে অনেক মানুষ বলে
(গ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে
(ঘ) বিশ্বকে শাসন করে বলে

২। **কবিতাংশের কোন শব্দটির সাথে 'চোখ' শব্দটির অর্থ মিলে যায়?**
(ক) অঙ্গ (খ) নয়ন
(গ) জনম (ঘ) হাসি

৩। **কবিতাংশের মূলভাব হলো –**
(ক) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা
(খ) জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা
(গ) জননীর স্নেহের কথা
(ঘ) মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা

৪। **কবিতাংশে উল্লেখিত 'মা' হচ্ছেন কবির-**
(ক) জন্মদাত্রী মা (খ) মাতৃভাষা
(গ) মাতৃভূমি (ঘ) সৎমা

৫। **কোনটি করতে পারলে আমাদের জন্ম সার্থক হবে?**
(ক) দেশের জন্য কাজ করতে পারলে
(খ) দেশের বাইরে যেতে পারলে
(গ) নয়ন মুদতে পারলে
(ঘ) ধনরতন সংগ্রহ করতে পারলে

উত্তর : ১। (ক) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে; **২।** (খ) নয়ন; **৩।** (খ) জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা; **৪।** (গ) মাতৃভূমি; **৫।** (ক) দেশের জন্য কাজ করতে পারলে।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সার্থক	সফল।
অঙ্গ	দেহ।
আকুল	উতলা, অভিভূত।
গগন	আকাশ।
আঁখি	চোখ।
মুদব	বন্ধ করব।

ক) খুকী নতুন পুতুলের জন্য ——— হয়ে আছে।
খ) শিশুটির সারা ——— ঘামে ভেজা।
গ) পূর্ব ——— সূর্যালোকে আলোকিত হয়ে আছে।
ঘ) খুকির ——— অশ্রুতে ছলছল করছে।
ঙ) মায়ের আশীর্বাদ পেলে সন্তানের জীবন ——— হয়।

উত্তর : ক) আকুল; **খ)** অঙ্গ; **গ)** গগন; **ঘ)** আঁখি; **ঙ)** সার্থক।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : এ দেশে জন্মগ্রহণ করে কবির জন্ম ধন্য হয়েছে। জন্মভূমির রূপ-সুধা কবির প্রাণকে আকুল করে। এদেশকে কবি মায়ের মতোই গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। এভাবে জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পেরে কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন।

খ) জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোলাগার নমুনা পাঁচটি বাক্যে তুলে ধর।

উত্তর : জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোলাগা অপরিসীম। পাঁচটি বাক্যে তার নমুনা তুলে ধরা হলো-

১। কবি এ দেশে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সার্থক মনে করেছেন।

২। জন্মভূমির শীতল ছায়া কবির অন্তরকে প্রশান্ত করে।

৩। কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ দেশেই থাকতে চান।

৪। এদেশের বনের ফুলের গন্ধ তাঁকে আকুল করে।

৫। জীবনের শুরুতে এদেশের আলো দেখেছেন বলে এই আলোতে চোখ রেখেই কবি মৃত্যুবরণ করতে চান।

গ) কবি কেন এদেশের মাটিতেই মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন? পাঁচটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে কবির এদেশে মৃত্যুবরণ করতে চাওয়ার কারণ বুঝিয়ে লেখা হলো–

১। জন্মভূমির রূপে কবির মন-প্রাণ জুড়িয়েছে।

২। এ দেশে জন্ম নিয়ে কবি নিজের জন্মকে সার্থক বলে মনে করেছেন।

৩। কবি এদেশকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছেন।

৪। জন্মভূমিকে কবি মায়ের মতো মনে করেছেন।

৫। তাই এই প্রিয় জন্মভূমিতে থেকেই কবি তাঁর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান।

ঘ) দেশকে ঘিরে তোমার ভাবনার কথা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : দেশকে ঘিরে আমারে ভাবনা পাঁচটি বাক্যে তুলে ধরা হলো-

১। আমাদের দেশটির প্রকৃতি খুব সুন্দর।

২। এদেশে জন্মগ্রহণ করে আমি সার্থক হয়েছি।

৩। আমি আমার দেশকে অনেক ভালোবাসি।

৪। আমি এদেশের মাটিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।

৫। আমি দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে চাই।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ

স্ব, ল্প, তৃ, ত্র, ক্র।

উত্তর :

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – স্বর

- তার গলার স্বর ভালো নয়।

ল্প = ল + প – অল্প

- অল্প আলোতে পড়া ঠিক না।

তৃ = ত + ঋ-কার (ৃ) – তৃষ্ণা

- আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।

ত্র = ত + র-ফলা (্র) – এইমাত্র

- এইমাত্র বাড়ি ফিরলাম।

ক্র = ক + র-ফলা (্র) – ক্রমশ

- সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ এককথায় প্রকাশ কর।

ক) উত্তমরূপে ফলবতী; **খ)** যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন; **গ)** নানা ধরনের পাখি; **ঘ)** নদী মাতা যার; **ঙ)** বারণ করা হয়নি এমন।

উত্তর : ক) সুফলা; **খ)** শিল্পী; **গ)** পাখপাখালি; **ঘ)** নদীমাতৃক; **ঙ)** অবারিত।

❑ ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।

বসিয়া, আঁকিতে, চলিয়াছে, দেখিতেছে, জোগাইতেছে, বদলাইয়া।

উত্তর : <u>সাধু রূপ</u> <u>চলিত রূপ</u>

বসিয়া – বসে
আঁকিতে – আঁকতে
চলিয়াছে – চলেছে
দেখিতেছে – দেখছে
জোগাইতেছে – জোগাচ্ছে
বদলাইয়া– বদলে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
চেনা, আপন, কেনা, শেষ, প্রশ্ন, হাসি।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
চেনা	–	অচেনা
আপন	–	পর
কেনা	–	বেচা
শেষ	–	শুরু
প্রশ্ন	–	উত্তর
হাসি	–	কান্না

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
বাড়ি, নদী, ভাই, ছবি, বাগান।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
বাড়ি	–	গৃহ, আলয়।
নদী	–	স্রোতস্বিনী, গাঙ।
ভাই	–	ভ্রাতা, সহোদর।
ছবি	–	চিত্র, প্রতিকৃতি।
বাগান	–	কানন, বাগিচা।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

এক পাশে তার জারুল গাছে
এই ছবিটি আঁকি,
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
দুটি হলুদ পাখি-
মনের মধ্যে যখন খুশি
কড়িতে নয় কেনা।

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) ‘কড়িতে নয় কেনা’ বলতে কবি এখানে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাখি-
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

খ) কবিতাংশটি ‘স্বদেশ’ কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম আহসান হাবীব।

ঘ) কবি মনে মনে বাংলাদেশের শান্ত-শ্যামল প্রকৃতির ছবি আঁকেন। এ ছবি টাকা-পয়সার বিনিময়ে কেনা যায় না। এটিই বোঝাতে চেয়েছেন কবি।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **রাজপুত্রের বন্ধু কী করে?**

ⓚ মাঠে গরু চরায় ⓚ নদীতে নৌকা বায়

ⓖ খেতে ফসল কাটে ⓖ হাটে দোকান চালায়

২। **কী করে রাখালবন্ধু খুব সুখ পায়?**

ⓚ মাঠে গরু চরিয়ে

ⓚ রাজপুত্রকে বাঁশি শুনিয়ে

ⓖ একা একা ঘুরে বেড়িয়ে

ⓖ রাজপুত্রকে গান শুনিয়ে

৩। **রাজপুত্র রাজা হয়ে কিসের কথা ভুলে যায়?**

ⓚ বন্ধুকে করা প্রতিজ্ঞার কথা

ⓚ বাঁশি বাজানোর কথা

ⓖ রানি কাঞ্চনমালার কথা

ⓖ রাজ্য শাসনের কথা

৪। **কার কথা রাখালবন্ধুর খুব মনে পড়ে?**

ⓚ রাজপুত্রের কথা

ⓚ কাঁকনমালার কথা

ⓖ কাঞ্চনমালার কথা

ⓖ অচেনা মানুষটার কথা

৫। **রাখালবন্ধু নগরের রাজপ্রাসাদে এসেছিল কেন?**

ⓚ রাজপ্রাসাদ দেখতে

ⓚ বন্ধুর সাথে দেখা করতে

ⓖ আসল রানিকে খুঁজতে

ⓖ বাঁশি বাজাতে

৬। **রাজপ্রাসাদের দরজার রক্ষীরা রাখালবন্ধুকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি কেন?**

ⓚ রাজপুত্র নিষেধ করায়

ⓚ রাখাল গরিব হওয়ায়

ⓖ সাথে বাঁশি না থাকায়

ⓖ নকল রানির শাস্তির ভয়ে

৭। **সুচরাজা অসুস্থ হলে কে রাজ্যসংসার দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন?**

ⓚ কাঞ্চনমালা ⓚ কাঁকনমালা

ⓖ রাখালবন্ধু ⓖ মন্ত্রী

৮। **কাঁকনমালা রানির কী হতে চেয়েছিল?**

ⓚ বন্ধু ⓚ দাসী

ⓖ শত্রু ⓖ সখী

৯। **কাঞ্চনমালা কী দিয়ে দাসী কিনেছিলেন?**

ⓚ সোনার নূপুর ⓚ রুপার নূপুর

ⓖ সোনার কাঁকন ⓖ রুপার কাঁকন

১০। নকল রানি কাঞ্চনমালাকে নদীর ঘাটে পাঠিয়েছিল কেন?
ⓚ পানি আনতে ⓚ গোসল করতে

ⓖ কাপড় ধুতে ⓖ মাছ ধরতে

১১। রাজপুরীতে গিয়ে অচেনা মানুষ কিসের কথা বলে?

ⓚ সুচ নেওয়ার কথা

ⓚ পিটকুডুলির ব্রতের কথা

ⓖ নকল রানির কথা

ⓖ রাজার অসুখের কথা

১২। কাঁকনমালা অচেনা মানুষটার গর্দান নিতে কাকে ডেকেছিল?

ⓚ সেনাপতিকে ⓚ মন্ত্রীকে

ⓖ দ্বাররক্ষীকে ⓖ জল্লাদকে

১৩। অচেনা মানুষটার মন্ত্রে আদেশ পালন করেছিল কোনটি?

ⓚ বাঁশি ⓚ সুচ

ⓖ সুতা ⓖ লাঠি

১৪। নকল রানি কীভাবে মারা গিয়েছিল?

ⓚ গর্দান হারিয়ে ⓚ পানিতে ডুবে

ⓖ সুচ বিঁধে ⓖ আগুনে পুড়ে

১৫। সুচ রাজা সুচ বেঁধা অবস্থায় ছিলেন–

ⓚ অল্প কিছুদিন ⓚ কয়েক সপ্তাহ

ⓖ কয়েক মাস ⓖ বহু বছর

১৬। রাজা তাঁর বন্ধুকে ফিরে পেয়ে তাকে কী বানালেন?

ⓚ ভৃত্য ⓚ রক্ষী

ⓖ সেনাপতি ⓖ মন্ত্রী

১৭। রাজা তাঁর বন্ধুকে কী গড়িয়ে দিয়েছিলেন?

ⓚ সোনার বাঁশি ⓚ লোহার বাঁশি

ⓖ রুপার বাঁশি ⓖ মুক্তার বাঁশি

১৮। মন্ত্রী হয়ে রাখালবন্ধু সারাদিন কী করত?

ⓚ বাঁশি বাজাত ⓚ কাজ করত

ⓖ রাজার সেবা করত ⓖ গরু চরাত

১৯। মনে কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল কখন চলে গিয়েছিল?

ⓚ সন্ধ্যাবেলায় ⓚ গভীর রাতে

ⓖ ভোরবেলায় ⓖ দুপুর বেলায়

২০। কাঞ্চনমালার একজন দাসী প্রয়োজন ছিল কেন?

ⓚ কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য

ⓚ রান্না-বান্না করার জন্য

ⓖ রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য

ⓖ রাজ্যপাট চালানোর জন্য

২১। রানি কাঁকনমালার কাছে কী রেখে নদীতে ডুব দিতে গিয়েছিলেন?

ⓚ সিন্দুকের চাবি ⓚ গায়ের গয়না

ⓖ রাজার মুকুট ⓖ সোনার বাঁশি

২২। রানি ডুব দিয়ে উঠে কী দেখেন?

ⓚ কাঁকনমালা চলে গেছে

ⓚ কাঁকনমালা মারা গেছে

ⓖ কাঁকনমালা রানি সেজেছে

ⓖ কাঁকনমালা দাসী হয়ে গেছে

২৩। কাঞ্চনমালা কী পিঠা বানিয়েছিলেন?

ⓚ পাটিসাপটা পিঠা ⓚ আস্কে পিঠা

(গ) চন্দ্রপুলী পিঠা (ঘ) ভাপা পিঠা

২৪। অনুচ্ছেদে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–

(ক) রাজাদের বিলাসী জীবন যাপনের কথা
(খ) রাজার কষ্টের জীবনের কথা
(গ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কুফলের কথা
(ঘ) বন্ধুত্বের ভালোবাসার কথা

২৫। 'নিঝুম' শব্দের অর্থ কী?

(ক) গভীর রাত (খ) সম্পূর্ণ নীরব
(গ) মধ্য দুপুর (ঘ) জনমানবহীন

২৬। 'অগুনতি' শব্দের অর্থ হলো–

(ক) অসংখ্য (খ) নতুন
(গ) অল্প (ঘ) পুরাতন

২৭। রাজার জীবনে কষ্ট নেমে এলো কেন?

(ক) রাজা হওয়ার কারণে
(খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি তাই
(গ) সুখী হতে চেয়েছিলেন বলে
(ঘ) অঙ্গীকার পূরণ করার কারণে

২৮। কোনটি রাজার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল?

(ক) রাখালের বন্ধুত্ব লাভ
(খ) রাজার সারা শরীর সুচবিদ্ধ হওয়া
(গ) রাজার চারদিকে সুখ আর সুখ
(ঘ) কাঞ্চনমালার পরিণতি

২৯। 'অচিন মানুষ' বলতে বোঝানো হয়েছে লোকটিকে–

(ক) কেউ চেনে না
(খ) সকলেই চেনে
(গ) কেউ ভালোবাসে না
(ঘ) সকলেই ভালোবাসে

৩০। 'ব্রত' শব্দের অর্থ কী?

(ক) অপরাধ (খ) সম্মান
(গ) হিংসা (ঘ) প্রতিজ্ঞা

৩১। লোকে কী বুঝতে পারল?

(ক) কাঁকনমালা আসল রানি
(খ) কাঞ্চনমালা আসল রানি
(গ) কাঁকনমালা অনেক গুণবতী
(ঘ) কাঞ্চনমালা নকল রানি

৩২। অচিন মানুষটার কিসের কারণে সবাই নকল রানিকে চিনতে পারে?

(ক) শক্তির কারণে (খ) মন্ত্রের কারণে
(গ) বুদ্ধির কারণে (ঘ) দয়ার কারণে

৩৩। অচিন মানুষটার হুকুমে এক গোছা সুতা কাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে?

(ক) কাঞ্চনমালাকে (খ) কাঁকনমালাকে
(গ) রাজাকে (ঘ) জল্লাদকে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। (ক) মাঠে গরু চরায়
২। (খ) রাজপুত্রকে বাঁশি শুনিয়ে
৩। (ক) বন্ধুকে করা প্রতিজ্ঞার কথা
৪। (ক) রাজপুত্রের কথা

৫। ⓗ বন্ধুর সাথে দেখা করতে
৬। ⓗ রাখাল গরিব হওয়ায়
৭। ⓚ কাঞ্চনমালা
৮। ⓗ দাসী
৯। ⓖ সোনার কাঁকন
১০। ⓖ কাপড় ধুতে
১১। ⓗ পিটকুডুলির ব্রতের কথা
১২। ⓘ জল্লাদকে
১৩। ⓖ সুতা
১৪। ⓖ সুচ বিঁধে
১৫। ⓘ বহু বছর
১৬। ⓘ মন্ত্রী
১৭। ⓚ সোনার বাঁশি
১৮। ⓗ কাজ করত
১৯। ⓚ সন্ধ্যাবেলায়
২০। ⓖ রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য
২১। ⓗ গায়ের গয়না
২২। ⓖ কাঁকনমালা রানি সেজেছে
২৩। ⓖ চন্দ্রপুলী পিঠা

২৪। (গ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কুফলের কথা;
২৫। (খ) সম্পূর্ণ নীরব;
২৬। (ক) অসংখ্য;
২৭। (খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি তাই;
২৮। (খ) রাজার সারা শরীর সুচবিদ্ধ হওয়া।
২৯। (ক) কেউ চেনে না;
৩০। (ঘ) প্রতিজ্ঞা;
৩১। (খ) কাঞ্চনমালা আসল রানি;
৩২। (গ) বুদ্ধির কারণে;
৩৩। (ঘ) জল্লাদকে।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **রাজপুত্র কোথায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত?**

উত্তর : রাজপুত্র গাছতলায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত।

২। **রাজপুত্র রাখালবন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?**

উত্তর : রাজপুত্র একসময় রাজা হয়। লোকলস্কর আর সৈন্য সামন্তে তার রাজপুরী গমগম করে। রাজপুরী আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ আর সুখ। এমন সুখের মাঝে, রাখালবন্ধুর কথা আর মনে থাকে না রাজার।

৩। **রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?**

উত্তর : ছোটবেলায় রাখালবন্ধুর কাছে রাজা একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তা হলো, রাজা হলে তিনি রাখালবন্ধুকে তাঁর মন্ত্রী বানাবেন। কিন্তু রাজা হওয়ার পর তিনি বন্ধুকে ভুলে যান। হঠাৎ একদিন রাজা ঘুম ভেঙে দেখেন তাঁর সারা শরীরে সুচ বেঁধা। রাজা বোঝেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন বলেই তাঁর এই দশা। কথা দিয়ে কথা না রাখলে এভাবেই কষ্ট পেতে হয়।

৪। **তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ।**

উত্তর : আমার মা বাড়িতে নানা রকম মজার পিঠা বানায়। যেমন– পুলি পিঠা, ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, চিতই পিঠা, সেমাই পিঠা ইত্যাদি।

৫। **অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?**

উত্তর : অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে রাজার মহাবিপদ হতো। রাজাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতো। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে একসময় মারা যেতেন। নকল রানি কাঁকনমালার অত্যাচার আরও বাড়ত। কাঞ্চনমালার দুঃখের সীমা থাকত না।

৬।　তুমি কি মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?

উত্তর : অচেনা লোকটিই মন্ত্র বলে রাজার শরীর থেকে সব সুচ খুলে নেয়। শুধু তাই নয়, নকল রানিকেও মন্ত্রের মাধ্যমে কঠিন সাজা দেয়। সে সাহায্য না করলে রাজা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারাত। তাই আমি মনে করি, অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

৭।　গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? কেন এমন লেগেছে?

উত্তর : গল্পটা আমার খুব ভালো লেগেছে। রূপকথার গল্প পড়তে বা শুনতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। পাশাপাশি গল্পটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, কথা দিয়ে কথা না রাখার পরিণাম, প্রতারণা ও অহংকার করার পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। তাই সব মিলিয়ে গল্পটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

৮।　কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?

উত্তর : নকল রানি আর আসল রানির গুণের পার্থক্য দেখেই লোকেরা নকল রানিকে চিনে ফেলল।

নকল রানি যে পিঠা বানিয়েছিল তা মুখেই দেওয়া যায় না। আসল রানির পিঠা মুখে দেওয়ামাত্রই সবার মন ভরে যায়। নকল রানির আঁকা আল্পনা দেখতে হয় খুবই অসুন্দর। অন্যদিকে আসল রানি আল্পনায় আঁকেন সুন্দর সুন্দর নকশা। এসব দেখেই সবাই বুঝে গেল কে আসল রানি, আর কে দাসী।

৯।　রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?

উত্তর : রাজা রাখালবন্ধুকে মন্ত্রী বানিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন।

১০।　কী শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে?

উত্তর : রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

১১।　'চারদিকে তার সুখ'– কথাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : রাজপুত্র একসময় রাজা হয়। লোকলস্কর আর সৈন্যসামন্তে রাজপুরী গমগম করে। রাজপুরী আলো করে থাকেন রানি কাঞ্চনমালা। রাজার সুখের শেষ থাকে না।

১২।　রানি নদীতে ডুব দিতে গেলে চোখের পলকে কী হয়ে গেল?

উত্তর : রানি নদীতে ডুব দিতে গেলে চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নিজেই রানি সেজে যায়।

১৩।　আসল রানি ও নকল রানির আচরণে কী তফাৎ ছিল?

উত্তর : আসল রানি কাঞ্চনমালা ছিলেন দয়ালু, মায়াবতী। অন্যদিকে নকল রানি কাঁকনমালা ছিল দাম্ভিক ও নির্দয়। তার অত্যাচারে রাজপুরীর সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যায়।

১৪।　সুচরাজার কষ্টের সীমা থাকে না কেন?

উত্তর : সুচরাজার সারা শরীরে সুচ বিঁধে যাওয়ায় তাঁর খুব কষ্ট। তাঁর সারা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলে, গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে বসে। তাঁর সেবা করার জন্য কেউ থাকে না। তাই রাজার কষ্টের সীমা থাকে না।

১৫।　কাঁকনমালার বানানো পিঠা কেমন ছিল?

উত্তর : কাঁকনমালার বানানো পিঠা ছিল খুবই বিস্বাদ। সে পিঠা কেউ মুখেই তুলতে পারেনি।

১৬।　নকল রানি কীভাবে মারা যায়?

উত্তর : অচেনা লোকটা মন্ত্রবলে নকল রানিকে উচিত শিক্ষা দেয়। তার মন্ত্রের জোরে রাজার শরীর থেকে সব সুচ বেরিয়ে নকল রানির চোখে মুখে গিয়ে বিঁধে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নকল রানির মৃত্যু হয়।

১৭।　রাজা তাঁর বন্ধুর কাছে ক্ষমা চান কেন?

উত্তর : রাজা তাঁর বন্ধুকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধের জন্য রাজা বন্ধুর কাছে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চান।

১৮।　রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল?

উত্তর : রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে বড় হয়ে যখন রাজা হবে তখন রাখালবন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে।

১৯।　রক্ষীরা রাখালকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না কেন?

উত্তর : রাখাল ছিল অনেক গরিব। এ কারণে রক্ষীরা তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না।

২০।　রাজার শরীর কখন সুচবেঁধা হয়ে যায়?

উত্তর : রাখালবন্ধুর সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পর এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। আর ঘুমের ভেতরেই তাঁর সমস্ত শরীর সুচবেঁধা হয়ে যায়।

২১।　কাঁকনমালা কে? কেন তার এমন নাম?

উত্তর : কাঁকনমালা হলো কাঞ্চনমালার কেনা দাসী। কাঞ্চনমালা তাকে কাঁকনের বিনিময়ে কিনেছিলেন বলেই তার নাম কাঁকনমালা।

২২।　কাঁকনমালা কাঞ্চনমালার সাথে কেমন আচরণ করে? কেন করে?

উত্তর : কাঁকনমালা কাঞ্চনমালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। রানি কাঞ্চনমালা নিজের গায়ের গয়নাগুলো তার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান। এই ফাঁকে কাঁকনমালা রানির গয়না নিজের শরীরে পরে রানি হয়ে যায়, আর কাঞ্চনমালা হন দাসী। তারপর সে

কাঞ্চনমালাকে দিয়ে রাজবাড়ির সব কাজকর্ম করিয়ে তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়। কাঁকনমালা লোভী ও অহংকারী হওয়ার কারণেই কাঞ্চনমালার সাথে এ ধরনের আচরণ করে।

২৩। **কাঞ্চনমালা কোথায় অচেনা মানুষের দেখা পায়?**

উত্তর : একদিন কাঞ্চনমালা কাপড় ধুতে নদীর ঘাটে যাচ্ছিলেন। তখন বনের পাশে এক গাছের তলায় তিনি অচেনা মানুষের দেখা পান।

২৪। **অচেনা মানুষ কীভাবে সুচরাজা ও কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে?**

উত্তর : অচেনা মানুষটি তার বুদ্ধি ও মন্ত্রের জোরে সুচরাজা ও কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে। সে পিটকুড়লির ব্রতের কথা বলে কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালাকে দিয়ে পিঠা বানানো, আল্পনা দেওয়া ইত্যাদি কাজ করায়। দুজনের কাজের পার্থক্য থেকে সবাই বুঝে যায় কে আসল রানি আর কে নকল রানি। এরপর অচেনা মানুষটার মন্ত্রবলে রাজার শরীরের সব সুচ নকল রানির চোখে মুখে গিয়ে বিঁধে এবং তার মৃত্যু হয়। এভাবেই অচেনা মানুষটা নানা কৌশলে কাঞ্চনমালা আর সুচরাজার কষ্ট দূর করে।

২৫। **কাঞ্চনমালা কী কী পিঠা বানায়?**

উত্তর : কাঞ্চনমালা চন্দ্রপুরী, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরলী ইত্যাদি পিঠা বানায়।

২৬। **কার আল্পনা দেওয়া ভালো হয়েছিল? কেন?**

উত্তর : কাঞ্চনমালার আল্পনা দেওয়া ভালো হয়েছিল।

কাঞ্চনমালা ও কাঁকনমালা দুজনেই উঠানে আল্পনা দিয়েছিল। নকল রানি কাঁকনমালা কেবল এখানে ওখানে খাবলা খাবলা রং দিয়ে আল্পনা করে। তাতে ছিল না কোনো সৌন্দর্য। অন্যদিকে কাঞ্চনমালা পদ্মলতা, সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর-পুতুল ইত্যাদি নানা রকম চোখ জুড়ানো নকশা আঁকেন।

২৭। **অচেনা মানুষ যে ব্রতটার কথা বলে তার নাম কী? এই ব্রতের দিন রানিদের কী করতে হয়?**

উত্তর : অচেনা মানুষ যে ব্রতটার কথা বলে তার নাম হলো পিটকুডুলির ব্রত। এই ব্রতের দিন রানিদের পিঠা বিলাতে হয়।

২৮। **রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল?**

উত্তর : রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে বড় হয়ে যখন রাজা হবে তখন রাখালবন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে।

২৯। **রাজা কীভাবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন?**

উত্তর : রাজা হলে রাখালবন্ধুকে তাঁর মন্ত্রী বানাবেন-এই ছিল রাজার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু রাজা হওয়ার পর অনেক সুখের মাঝে তিনি বন্ধুর কথা ভুলে যান। এভাবেই তিনি বন্ধুকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন।

৩০। **কী কারণে রাজা দুর্দশায় পড়েন? শরীরে সুচ গেঁথে যাওয়ায় রাজার কী অবস্থা হলো?**

উত্তর : প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে রাজা দুর্দশায় পড়েন। শরীরে সুচ গেঁথে যাওয়ায় রাজা চোখ মেলতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। এককথায় রাজার কষ্টের সীমা থাকে না।

৩১। **পিটকুডুলির ব্রতের দিন রানিদের কী বিলানোর নিয়ম?**

উত্তর : পিটকুডুলির ব্রতের দিন রানিদের পিঠা বিলানোর নিয়ম।

৩২। **কাঞ্চনমালা আল্পনায় কী আঁকেন?**

উত্তর : কাঞ্চনমালা আল্পনায় আঁকেন পদ্মলতা। আর তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর পুতুল।

৩৩। **কাঁকনমালা অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নেওয়ার হুকুম দেয় কেন?**

উত্তর : অচেনা লোকটির বুদ্ধিতে নকল রানি কাঁকনমালার কুকীর্তি সবার কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। সবাই বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী। কাঁকনমালা তাই রেগে গিয়ে অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনলামার গর্দান নেওয়ার হুকুম দেয়।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : রাজপুত্র আর রাখাল ছেলের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। রাজপুত্র বন্ধুকে কথা দেয় যে, সে রাজা হলে বন্ধুকে তার মন্ত্রী বানাবে। কিন্তু রাজা হওয়ার পর সে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। একদিন ঘুমের ভেতর রাজার সারা শরীর সুচবেঁধা হয়ে যায়। তাঁর কষ্টের সীমা থাকে না। রাজা বুঝতে পারেন যে বন্ধুকে দেওয়া কথা না রাখার কারণেই আজ তাঁর এ দুর্দশা।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : অচেনা মানুষের কথায় কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালা পিটকুডুলির ব্রত পালন করে। বোঝে কে আসল রানি, আর কে দাসী। নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় কাঁকনমালা ভীষণ রেগে যায়। জল্লাদকে হুকুম দেয় অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নিতে। কিন্তু অচেনা মানুষটা মন্ত্রের মাধ্যমে জল্লাদকে বেঁধে ফেলে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল এক রানি ও তিন কন্যা। রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করছিল। রাজা একদিন তিন কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তাঁকে কী রকম ভালোবাসে? প্রথম দুই কন্যা যথাক্রমে চিনি ও মিষ্টির সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের ভালোবাসার কথা বলল। রাজা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু ছোট কন্যা পারুল রাজার প্রতি তার ভালোবাসাকে নুনের সঙ্গে তুলনা করলে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বনবাসে পাঠালেন। গহিন অরণ্যে পরিরা ও বনের জীবজন্তু তার সঙ্গী হলো। একদিন রাজা শিকারে এলেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি ছোট কন্যার কুটিরে খেতে বসলেন। পরিদের সাহায্য নিয়ে পারুল পোলাও, কোরমা, রেজালাসহ অনেক ধরনের খাবার রান্না করেছিল। কিন্তু সব খাবারই ছিল নুন ছাড়া। ফলে খাবার হলো বেজায় বিস্বাদ। রাজা কোনো খাবার মুখেই তুলতে পারলেন না। বিস্বাদ খাবারের জন্য রাজা খুব বিরক্ত হলেন। তখন পারুল নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে চিনতে পারছেন? মনে আছে, আমি বলেছিলাম– আপনাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি।' এ কথায় রাজার ভুল ভাঙল। তিনি ছোট কন্যাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। সবাই খুশি হলো। রাজার পরিবারে ও রাজ্যে সুখ-শান্তি ফিরে এলো।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **রাজা কোনো খাবার খেতে পারলেন না কেন?**

(ক) ক্ষিধে ছিল না বলে

(খ) চিনির অভাব ছিল বলে

(গ) নুন বেশি হয়েছিল বলে

(ঘ) নুনের অভাব ছিল বলে

২। **অনুচ্ছেদটি পড়ে বলা যায়–**

(ক) রাজারা সবসময় সুখে থাকেন

(খ) নুনের সাথে কাউকে তুলনা করা উচিত নয়

(গ) নুন খাবারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান

(ঘ) রাজারা কখনো ভুল করেন না

৩। **'খাওয়ার ইচ্ছা'- এককথায় প্রকাশ কোনটি?**

(ক) ক্ষুধা (খ) ক্ষুধার্ত

(গ) খাদক (ঘ) খাতক

৪। **অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা কী সম্পর্কে ধারণা পাই?**

(ক) কবিতা লেখার নিয়ম (খ) রূপকথার গল্প

(গ) প্রবন্ধ রচনার নিয়ম (ঘ) হাস্যরসাত্মক নাটিকা

৫। **পারুল রান্নায় নুন ব্যবহার করেনি কেন?**

(ক) প্রয়োজন ছিল না বলে

(খ) ক্ষতিকর বলে

(গ) রাজাকে নুনের গুরুত্ব বোঝাতে

(ঘ) রাজার ওপর রাগ করে

উত্তর : ১। (ঘ) নুনের অভাব ছিল বলে; **২।** (গ) নুন খাবারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান; **৩।** (ক) ক্ষুধা; **৪।** (খ) রূপকথার গল্প; **৫।** (গ) রাজাকে নুনের গুরুত্ব বোঝাতে।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

মূল শব্দ	অর্থ
যথাক্রমে	ক্রম অনুসারে।
বিস্বাদ	কোনো স্বাদ নেই এমন।
বনবাস	বনে বাস করতে পাঠানোর শাস্তি।
ক্রুদ্ধ	রাগান্বিত।
গহিন	গভীর।
বেজায়	ভীষণ।

ক) লোকটির স্পর্ধা দেখে দাদু ——— হলেন।

খ) ——— জঙ্গলে বাঘের বাস।

গ) চিনির অভাবে পায়েস খেতে ——— লাগছে।

ঘ) ছেলেটি ——— দুষ্ট।

ঙ) টুনি গণিত ও বাংলা পরীক্ষায় ——— ৮৮ ও ৯০ পেয়েছে।

উত্তর : ক) ক্রুদ্ধ; **খ)** গহিন; **গ)** বিস্বাদ; **ঘ)** বেজায়; **ঙ)** যথাক্রমে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) পারুল সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : পারুল সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১। পারুল ছিল রাজার ছোট কন্যা।
২। পারুল রাজাকে নুনের মতো ভালোবাসে।
৩। পারুলকে বনবাসে পাঠানো হয়েছিল।
৪। পারুল নুন ছাড়াই রাজার জন্য খাবার রান্না করেছিল।
৫। রাজার প্রতি পারুলের ভালোবাসা সত্যি ছিল।

খ) কীভাবে রাজার পরিবারে ও রাজ্যে সুখ শান্তি ফিরে এলো? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ছোট কন্যা পারুলকে বনবাসে পাঠানোয় পরিবার ও রাজ্যে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনাচক্রে রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রতি পারুলের ভালোবাসা খাঁটি ছিল। পারুলকে বনবাসে পাঠিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা ছোট কন্যাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। এতে তাঁর পরিবার ও রাজ্যের সবার মুখে হাসি ফুটল।

গ) রান্নায় পারুলকে কারা সহায়তা করেছিল? রাজা সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : রান্নায় পারুলকে সহায়তা করেছিল পরিরা। রাজা সম্পর্কে চারটি বাক্য :

১। রাজার ছিল তিন কন্যা।
২। ছোট কন্যা পারুলের ওপর রাজা অসন্তুষ্ট হন।
৩। ছোট কন্যাকে রাজা বনবাসে পাঠান।
৪। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা পারুলকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন।

ঘ) ছোট কন্যাকে রাজা বনবাসে পাঠালেন কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কন্যাদের কাছে রাজার প্রশ্ন ছিল কে তাঁকে কেমন ভালোবাসে। ছোট কন্যা পারুল তার ভালোবাসাকে নুনের সাথে তুলনা করল। এ কথা শুনে রাজা ছোট কন্যার ওপর ক্ষিপ্ত হলেন। শাস্তি হিসেবে তাকে পাঠানো হলো বনবাসে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ম্ভ, ষ্ঠ, ষ্ট, ক্ষ, ত্য।

উত্তর :

ম্ভ = ম + ভ – গম্ভীর
- বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

ষ্ঠ = ষ + ঠ – অনুষ্ঠান
- স্কুলে আজ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান।

ষ্ট = ষ + ট – নষ্ট
– ঘড়িটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ক্ষ = ক + ষ – লক্ষ
– মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন।

ত্য = ত + য-ফলা (্য) – মৃত্যু
– কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

জ্ঞ, ন্ত্র, দ্ব, ল্প, পৃ।

উত্তর :

জ্ঞ = জ + ঞ – জ্ঞান
- বই পড়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়।

ন্ত্র = ন + ত + র-ফলা (্র) – যন্ত্র
- যন্ত্রটি ঠিকমতো কাজ করছে না।

দ্ব = দ + ব – উদ্বেল

- নতুন জামা পেয়ে বাবু আনন্দে উদ্বেল হলো।

ল্ল = ল + ল – হল্লা

- ছেলেরা মাঠে হল্লা করছে।

পৃ = প + ঋ-কার (ৃ) – পৃষ্ঠা

- আমার একটি সাদা পৃষ্ঠা প্রয়োজন।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

সুচবেঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে চিনচিন করে জ্বলতে থাকে গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে কে তাকে বাতাস করে কে তাকে দেখে

উত্তর : সুচবেঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

নকল রানি উঠানে আল্পনা দিতে যায় কোথায় নকশা কোথায় কী এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া ওখানে এক খাবলা লেপা দেখতে সে কী অসুন্দর যে দেখায়

উত্তর : নকল রানি উঠানে আল্পনা দিতে যায়। কোথায় নকশা কোথায় কী– এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া, ওখানে এক খাবলা লেপা। দেখতে সে কী অসুন্দর যে দেখায়!

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) চেনা নয় এমন

খ) রক্ষা করে যে

গ) গোনা যায় না এমন

ঘ) স্বাদ নেই যাতে

উত্তর : ক) অচেনা; **খ)** রক্ষী; **গ)** অগুনতি; **ঘ)** বিস্বাদ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

ফেলিতে, ভাসিয়া, লইবার, বানাইবে, উঠিয়া

উত্তর :

ক্রিয়াপদ		চলিত রূপ
ফেলিতে	–	ফেলতে
ভাসিয়া	–	ভেসে
লইবার	–	নেবার
বানাইবে	–	বানাবে
উঠিয়া	–	উঠে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

বন্ধু, গরিব, শেষ, দুঃখী, পুরনো।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
বন্ধু	–	শত্রু
গরিব	–	ধনী
শেষ	–	শুরু

দুঃখী – সুখী

পুরনো – নতুন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

পুত্র, শরীর, ফুরসত, প্রতিজ্ঞা, অপরাধ।

উত্তর : মূল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
পুত্র	–	তনয়, ছেলে।
শরীর	–	অঙ্গ, তনু।
ফুরসত	–	অবকাশ, অবসর।
প্রতিজ্ঞা	–	পণ, অঙ্গীকার।
অপরাধ	–	ত্রুটি, ভ্রান্তি।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

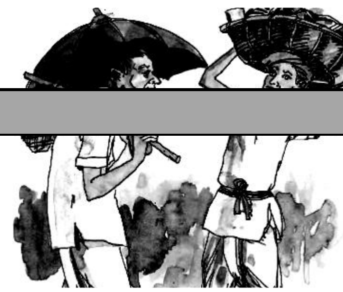

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **পথিক কখন থেকে হাঁটছিলেন?**

ⓚ ভোর থেকে ⓚ সকাল থেকে

ⓖ দুপুর থেকে ⓖ রাত থেকে

২। **গন্তব্যে পৌঁছতে পথিককে আরও কতক্ষণ হাঁটতে হবে?**

(ক) প্রায় এক ঘণ্টা (খ) প্রায় দুই ঘণ্টা

(গ) প্রায় তিন ঘণ্টা (ঘ) প্রায় চার ঘণ্টা

৩। **ঝুড়িওয়ালা পথিকের কথা শুনে কী ভেবেছিল?**

(ক) পথিক জল চায় (খ) পথিক জলপাই চায়

(গ) পথিক কাঁচা আম চায় (ঘ) পথিক আলুবোখরা চায়

৪। **ঝুড়িওয়ালার কাছে কী ছিল?**

(ক) জলপাই (খ) জল

(গ) কাঁচা আম (ঘ) চালতা

৫। **পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কিসের খোঁজ জানতে চেয়েছিলেন?**

(ক) জলপাইয়ের (খ) জলের

(গ) চালতার (ঘ) কাঁচা আমের

৬। **পথিক কোথাকার লোক?**

(ক) পুবগাঁয়ের (খ) পুবপাড়ার

(গ) পশ্চিমগাঁয়ের

(ঘ) পশ্চিমপাড়ার

৭। **খালিসপুরে কে চাকরি করে?**

(ক) ঝুড়িওয়ালার দাদা (খ) পথিক

(গ) বৃদ্ধ (ঘ) মামা

৮। **বৃদ্ধ পথিককে কী বলল?**

(ক) জোচ্চোর (খ) হতভাগা

(গ) পাগল (ঘ) অপদার্থ

৯। **পৃথিবীর কত ভাগ স্থল?**

(ক) এক ভাগ (খ) দুই ভাগ

(গ) তিন ভাগ (ঘ) চার ভাগ

১০। **হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলে কী হবে?**
ⓚ এক্সপেরিমেন্ট ⓚ জল
ⓖ হাইড্রোফোবিয়া ⓘ মুশকিল

১১। **'হাইড্রোফোবিয়া' অর্থ কী?**
ক জলযোগ খ জলাধার
গ জলযান ঘ জলাতঙ্ক

১২। **মামা পথিককে বোতল ভরা কী দেখালেন?**
ক খাওয়ার জল খ পরিশ্রুত জল
গ পুকুরের জল ঘ ঘুমড়ির জল

১৩। **গন্ধওয়ালা নোংরা জলে গোলাপি জল ঢালতেই তা কী হয়ে গেল?**
ক কালো খ বেগুনি
গ সাদা ঘ লাল

১৪। **'কিচ্ছু মানি না ও কিচ্ছু বিশ্বাস করি না'– কথাটি ছিল–**
ক কৌশল খ মনের কথা
গ রাগের অনুভূতি ঘ বিরক্তির অনুভূতি

১৫। **পথিক কীভাবে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাওয়ার জল আদায় করলেন?**
ক জোর করে খ চুরি করে
গ সুন্দর ব্যবহার দেখিয়ে ঘ বুদ্ধি করে

১৬। **'অবাক জলপান' নাটিকায় কয়টি চরিত্রের কথোপকথন আছে?**
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি

১৭। **পথিকের কথা শুনে সবাই কী করছিল?**
ক জল খেতে দিচ্ছিল
খ তাড়িয়ে দিচ্ছিল
গ কথার খুঁত ধরছিল
ঘ কৌশলে বোকা বানাচ্ছিল

১৮। **'অবাক জলপান' নাটিকা কে রচনা করেছেন?**
ক সত্যজিৎ রায়
খ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গ সুকুমার রায়
ঘ সুকুমার বড়ুয়া

১৯। **অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা?**
ক নাটিকা খ ছোটগল্প
গ প্রবন্ধ ঘ উপন্যাস

২০। **পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল?**
ক কাঁচা আম খ জল
গ জলপাই ঘ পাঁকা আম

২১। **কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল?**
ক ডিপথেরিয়া খ আমাশয়
গ জলাতঙ্ক ঘ টাইফয়েড

২২। **পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল?**
ক ৪ জন খ ৩ জন
গ ২ জন ঘ ৫ জন

২৩। **বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল?**
ⓚ পঁচিশ ⓚⓗ ত্রিশ
ⓖ দশ ৪. সাতাশ

২৪। **পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?**
ⓚ বালক ⓚⓗ মামা
ⓖ ঝুড়িওয়ালা ⓖⓗ বৃদ্ধ

২৫। **নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?**
ⓚ ঝুড়িওয়ালা ⓚⓗ বৃদ্ধ
ⓖ বালক ⓖⓗ মামা

২৬। **পথিকের তেষ্টা পেয়েছিল। অর্থাৎ পথিক ছিল–**
(ক) ক্ষুধার্ত (খ) পিপাসার্ত
(গ) শীতার্ত (ঘ) ভয়ার্ত

২৭। **মামার কাছে পথিকের প্রত্যাশা কী ছিল?**
(ক) জলের ব্যাপারে আলোচনা
(খ) খাবার জল
(গ) জলাতঙ্কের বিবরণ
(ঘ) নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল

২৮। **কুকুরের কামড়ে নিচের কোনটি হতে পারে?**
(ক) জলাতঙ্ক (খ) জলতেষ্টা
(গ) জলাকাঙ্ক্ষা (ঘ) জলপান

২৯। **'টাটকা' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) পরিষ্কার (খ) ফুটফুটে
(গ) নোংরা (ঘ) তাজা

৩০। **মামার কর্মকাণ্ডে পথিকের মনে–**
(ক) আগ্রহ সৃষ্টি করে
(খ) কৌতূহল সৃষ্টি করে
(গ) বিরক্তি সৃষ্টি করে
(ঘ) ঘৃণা সৃষ্টি করে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। খ সকাল থেকে
২। ক প্রায় এক ঘণ্টা
৩। খ পথিক জলপাই চায়
৪। গ কাঁচা আম
৫। খ জলের
৬। ক পুবগাঁয়ের
৭। ক ঝুড়িওয়ালার দাদা
৮। ঘ অপদার্থ
৯। ক এক ভাগ
১০। খ জল
১১। ঘ জলাতঙ্ক
১২। খ পরিশ্রুত জল
১৩। গ সাদা
১৪। ক কৌশল
১৫। ঘ বুদ্ধি করে
১৬। গ চারটি
১৭। গ কথার খুঁত ধরছিল

১৮। (গ) সুকুমার রায়
১৯। (ক) নাটিকা
২০। (খ) জল
২১। (গ) জলাতঙ্ক
২২। (খ) ৩ জন
২৩। (ক) পঁচিশ
২৪। (খ) মামা
২৫। (ঘ) মামা
২৬। (খ) পিপাসার্ত
২৭। (খ) খাবার জল
২৮। (ক) জলাতঙ্ক;
২৯। (ঘ) তাজা;
৩০। (গ) বিরক্তি সৃষ্টি করে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **পথিকের ঘিলু শুকিয়ে উঠেছিল কেন?**

উত্তর : জলের তৃষ্ণায় পথিকের ঘিলু শুকিয়ে উঠেছিল।

২। **নেপথ্যের বালক কী পাঠ করছিল?**

উত্তর : নেপথ্যের বালক পাঠ করছিল- 'পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ'।

৩। **রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?**

উত্তর : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লেষণ করলে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়।

৪। **'ডিস্টিল ওয়াটার' কী?**

উত্তর : ডিস্টিল ওয়াটারকে বাংলায় বলে পরিশ্রুত জল। এ জল পরিষ্কার হলেও খাওয়া যায় না। কেননা এতে কোনো স্বাদ নেই।

৫। **পথিক কীভাবে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাবার জল আদায় করলেন?**

উত্তর : পথিক বিজ্ঞানীর নানা রকম জ্ঞানের কথা অবিশ্বাস করার ভান করলেন। বিজ্ঞানীকে দিয়ে তিনি কৌশলে এক গ্লাস খাবার জল আনালেন। জল নিয়ে আসামাত্র বিজ্ঞানীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই পথিক পুরো গ্লাস সাবাড় করে দিলেন। এভাবেই পথিক কৌশলে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে খাবার জল আদায় করলেন।

৬। **'বোবা জল' বলতে কী বোঝায়?**

উত্তর : বোবা জল বলতে 'ডিস্টিল ওয়াটার' বা 'পরিশ্রুত জল'কে বোঝায়। এ জলে কোনো রকম স্বাদ থাকে না বলে এর নাম 'বোবা জল'।

৭। **'জলাতঙ্ক' কাকে বলে? এই রোগ কেমন করে হয়?**

উত্তর : 'জলাতঙ্ক' হলো এক ধরনের রোগ, যাতে আক্রান্ত হলে মানুষ জলের তৃষ্ণা পেলেও জল খেতে পারে না, বরং তা দেখলেই আতঙ্কিত হয়। ইংরেজিতে একে 'হাইড্রোফোবিয়া' বলে।

জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহনকারী কোনো পশু মানুষকে কামড়ালে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়।

৮। **জলের তেষ্টায় পথিকের মনের ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : জলের তেষ্টায় পথিকের মন খুবই অস্থির হয়ে পড়ে। একটুখানি পানি পাওয়ার জন্য সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পথিকের শরীর পানির অভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চুল হয়ে গিয়েছিল উসকো খুসকো। চেহারায় ছিল উদ্ভ্রান্ত ভাব।

৯. **পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখ।**

উত্তর : পথিককে ঝুড়িওয়ালা পাঁচ রকম জলের কথা শুনিয়েছিল। নামগুলো হলো– ১. কুয়োর জল, ২. নদীর জল, ৩. পুকুরের জল, ৪. কলের জল এবং ৫. মামাবাড়ির জল।

১০। **পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ কত?**

উত্তর : পানিতে এক ভাগ অক্সিজেন আর দুই ভাগ হাইড্রোজেন।

১১। **জলাতঙ্ক কী? এটি হলে কী সমস্যা হয়?**

উত্তর : জলাতঙ্ক এক ধরনের রোগ। জলাতঙ্ক হলে পানি খাওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। পানি খেতে গেলেই গলায় খিচ ধরে যায়।

১২। **কার হাইড্রোফোবিয়া হয়েছিল? কীভাবে?**

উত্তর : বদ্যিনাথের হাইড্রোফোবিয়া হয়েছিল। কুকুরের কামড়ে তার এই রোগ হয়েছিল।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

- **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ভীষণ তৃষ্ণার্ত একজন লোক জলের তেষ্টায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু আরেকজন লোক তাকে পানি পান করতে দেওয়ার বদলে পানির গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বলে চলেছে। তৃষ্ণার্ত লোকটি নানাভাবে তাকে বোঝাতে চায় কিন্তু তার কথার খুঁত ধরে অন্য লোকটি নতুন বিষয় সম্পর্কে কথা বলছে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

পানিতে ক্ষতিকর কোনো কিছু মিশে থাকলে সে পানিকে দূষিত পানি বলা হয়। পানি পরিষ্কার দেখা গেলেও সব সময় তা নিরাপদ নাও হতে পারে। টলটলে পুকুরের পানিও দূষিত হতে পারে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন জীবাণু বা ক্ষতিকর পদার্থ এতে মিশে থাকতে পারে। নলকূপের পানি সাধারণত নিরাপদ। তবে আমাদের দেশে কিছু কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক নামক বিষাক্ত পদার্থ মিশে আছে। পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না। তবে নলকূপের পানি পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাতে আর্সেনিক আছে কি না। যেসব নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে, সেই নলকূপগুলোকে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব নলকূপের পানি পান করা যাবে না। আর সবুজ দাগ থাকার অর্থ-এর পানি নিরাপদ। দূষিত পানি জীবনের জন্য খুব ক্ষতিকর। দূষিত পানি পান করলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া – এসব পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারি। পেটের পীড়া ও চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া আর্সেনিকযুক্ত পানি দীর্ঘদিন পান করলে হাত-পায়ে এক ধরনের ক্ষত বা ঘা তৈরি হয়, যা আর্সেনিকোসিস রোগ নামে পরিচিত। এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ ধরা পড়লে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করা বন্ধ করলেই সুস্থ হওয়া যেতে পারে। এ রোগ সংক্রামক নয়, অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস রোগীদের কাছে গেলে অন্যদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা নেই।

- **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **কোনো নলকূপের গায়ে লাল রং করা দেখলে কী বুঝবে?**
  (ক) পানি নিরাপদ
  (খ) পানি আর্সেনিকমুক্ত
  (গ) পানি খাওয়া যাবে
  (ঘ) পানি আর্সেনিকযুক্ত

২। **আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের কারণে কোন রোগ হয়?**
  (ক) আর্সেনিকস
  (খ) আর্সেনসিস
  (গ) আর্সেনিকোসিস
  (ঘ) আর্সিনেকোসিস

৩। **আমরা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তদের সাথে কেমন আচরণ করব?**
  (ক) তাদের থেকে দূরে থাকব
  (খ) তাদের সেবা করব
  (গ) তাদের আর্সেনিকযুক্ত পানি খাওয়াব
  (ঘ) তাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করব

৪। **আর্সেনিক কী?**
  (ক) এক ধরনের রোগ
  (খ) এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ
  (গ) এক ধরনের জীবাণু
  (ঘ) এক ধরনের ওষুধ

৫। **নিচের কোনটি পানিবাহিত রোগ নয়?**
  (ক) আমাশয় (খ) কলেরা
  (গ) ক্যান্সার (ঘ) ডায়রিয়া

উত্তর : ১। (ঘ) পানি আর্সেনিকযুক্ত; **২।** (গ) আর্সেনিকোসিস; **৩।** (খ) তাদের সেবা করব; **৪।** (খ) এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ; **৫।** (গ) ক্যান্সার

- **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নিরাপদ	বিপদমুক্ত।
আশঙ্কা	সংশয়, সন্দেহ।
পীড়া	বেদনা, ব্যথা।
সংক্রামক	ছোঁয়াচে, সঞ্চারিত হয় এমন।
টলটলে	স্বচ্ছ।
বিষাক্ত	বিষযুক্ত।

ক) কাল থেকে হালিমার পেটের ——— বেড়েছে।

খ) দিঘির ——— জল দেখে মন ভালো হয়ে গেল।

গ) পোলিও ——— ব্যাধি নয়।

ঘ) বৃষ্টি হওয়ার ——— থাকায় আমরা ছাতা নিয়ে বের হলাম।

ঙ) ——— সাপের ছোবলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

উত্তর : ক) পীড়া; **খ)** টলটলে; **গ)** সংক্রামক; **ঘ)** আশঙ্কা; **ঙ)** বিষাক্ত।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) 'আর্সেনিকোসিস' সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আর্সেনিকোসিস সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য-

১। দীর্ঘদিন আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ফলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তা 'আর্সেনিকোসিস' নামে পরিচিত।

২। এ রোগ হলে হাতে-পায়ে এক ধরনের ক্ষত বা ঘা সৃষ্টি হয়।

৩। আর্সেনিকোসিস সংক্রামক রোগ নয়।

৪। এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই।

৫। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগটি ধরা পড়লে আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করতে থাকলেই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

খ) দূষিত পানি পান করলে কী কী ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : দূষিত পানি আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ধরনের পানি পান করার ফলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আর্সেনিকোসিস ইত্যাদি পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারি। এছাড়াও পেটের পীড়া, চর্মরোগ ইত্যাদিও দেখা দিতে পারে।

গ) দূষিত পানি কাকে বলে? নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত কি না বোঝার উপায় তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পানিতে ক্ষতিকর কোনো কিছু মিশে থাকলে সে পানিকে দূষিত পানি বলে।

নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত কি না বোঝার উপায়-

১। পানি দেখে বোঝার উপায় না থাকায় অবশ্যই তা পরীক্ষা করতে হবে।

২। কোনো নলকূপের গায়ে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা থাকলে বুঝতে হবে তাতে আর্সেনিক আছে।

৩। সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করা নলকূপের পানি অবশ্যই আর্সেনিকমুক্ত।

ঘ) টলটলে পুকুরের পানিও পান করা যায় না কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : টলটলে পুকুরের পানি দেখতে পরিষ্কার হলেও এতে অনেক রকম রোগের জীবাণু থাকতে পারে। এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ দেখতে পরিষ্কার হলেও পুকুরের পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ পানি নিরাপদ নয় বলে পান করা যায় না।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে, বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

দ্ধ, ষ্ট, চ্ছ, ন্দ, ঙ্ক।

উত্তর :

দ্ধ = দ + ধ – শুদ্ধ

– বানানটি শুদ্ধ করে লেখ।

ষ্ট = ষ + ট – অষ্টম

– ভাইয়া অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

চ্ছ = চ + ছ – গুচ্ছ

– এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা দিন।

ন্দ = ন + দ – মন্দ

– আমরা মন্দ পথে চলব না।

ঙ্ক = ঙ + ক – আশঙ্কা

– লোকটি অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন কর।**

ক্ল, স্ত, চ্চ, স্থ, ক্ষ।

উত্তর :

ক্ল = ক + ল – ক্লাস

- সকাল আটটা থেকে ক্লাস শুরু হয়।

স্ত = স + ত – মস্ত

– বাড়িটি মস্ত বড়।

চ্চ = চ + চ – বাচ্চা

– বাচ্চাটি মাঠে খেলছে।

স্থ = স + থ – দুস্থ

– দুস্থ লোকটি কাঁদছে।

ক্ষ = ক + ষ – দক্ষ

– কাকা সাঁতারে বেশ দক্ষ।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

দেখুন মশাই কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ভেবে পাইনে বলি বারবার করে যে বলছি তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে তবু জল খেতে পায় না এরকম কোথাও শুনেছেন শুনেছি বইকি চোখে দেখেছি

উত্তর : দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ভেবে পাই নে। বলি, বারবার করে যে বলছি তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন? শুনেছি বইকি, চোখে দেখেছি।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

কী উৎসাহ কী আগ্রহ শুনেও সুখ হয় এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা আর কজনের আছে বলুন তো

উত্তর : কী উৎসাহ, কী আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা আর কজনের আছে, বলুন তো?

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) বিজ্ঞান চর্চা করেন যিনি; **খ)** তৃষ্ণায় কাতর যিনি; **গ)** কাজের আগ্রহ; **ঘ)** সম্পূর্ণ নতুন এমন; **ঙ)** ছোট্ট নাটক।

উত্তর : **ক)** বিজ্ঞানী; **খ)** তৃষ্ণার্ত; **গ)** উৎসাহ; **ঘ)** আনকোরা; **ঙ)** নাটিকা।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

চলিতেছে, আসিতেছি, পাইবেন, চাহিতেছেন, বকাইয়ো, দেখিয়াছি, খাওয়াইয়া।

উত্তর : **সাধু রূপ** **চলিত রূপ**

চলিতেছে – চলছে

আসিতেছি – আসছি

পাইবেন – পাবেন

চাহিতেছেন – চাচ্ছেন

বকাইয়ো – বকিয়ো

দেখিয়াছি – দেখেছি

খাওয়াইয়া — খাইয়ে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

জল, তৃষ্ণা, খাঁটি, গাঁ, তফাৎ।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
জল	–	পানি, নীর।
তৃষ্ণা	–	তিয়াস, পিপাসা।
খাঁটি	–	বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল।
গাঁও	–	গ্রাম, পল্লি।
তফাৎ	–	পার্থক্য, অমিল।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

প্রবেশ, সকাল, কাঁচা, রোদ, অন্যায়, সশব্দে, মুখ্যু, আগ্রহ, গুণ, দুর্গন্ধ, পরিষ্কার, বিশ্বাস, টাটকা, খাঁটি।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
প্রবেশ	–	প্রস্থান	আগ্রহ	–	অনাগ্রহ
সকাল	–	সন্ধ্যা	গুণ	–	দোষ
কাঁচা	–	পাকা	দুর্গন্ধ	–	সুগন্ধ
রোদ	–	বৃষ্টি	পরিষ্কার	–	অপরিষ্কার
অন্যায়	–	ন্যায়	বিশ্বাস	–	অবিশ্বাস
সশব্দে	–	নিঃশব্দে	টাটকা	–	বাসি
মুখ্যু	–	জ্ঞানী	খাঁটি	–	ভেজাল

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **ঘাসফুলেরা দেখতে কেমন হয়?**

(ক) বড় বড় হয় (খ) ছোট ছোট হয়
(গ) শুধুই সাদা রঙের হয় (ঘ) শুধুই লাল রঙের হয়

২। **ঘাসফুলেরা কী করতে মানা করেছে?**

(ক) ফুল ছিঁড়তে (খ) ফুলের ঘ্রাণ নিতে
(গ) ফুল দেখতে (ঘ) ফুল দেখে খুশি হতে

৩। **ঘাসফুলেরা হাওয়াতে কী করে?**

(ক) উড়াল দেয় (খ) পাপড়ি উড়িয়ে দেয়
(গ) মাথা দোলায় (ঘ) হেসে ওঠে

৪। **গাছেরও প্রাণ আছে তাই–**

(ক) গাছের পাতা ছেঁড়া উচিত
(খ) গাছের ফুল ছেঁড়া উচিত
(গ) গাছের পাতা বা ফুল ছেঁড়া উচিত নয়
(ঘ) গাছ লাগানো উচিত নয়

৫। **ঘাসফুলদের দেখে আমরা কী শিখতে পারি?**

(ক) জীবনকে আনন্দের সাথে উপভোগ করা

ⓦ আনন্দ করা থেকে বিরত থাকা
ⓖ সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠা
ⓖ নীল আকাশের বাঁশি শোনা

৬। **ঘাসফুলেরা কেমন বাতাসে দোলে?**
Ⓚ ঝোড়ো বাতাসে ⓦ দখিনা বাতাসে
ⓖ পুবালি বাতাসে ⓖ শান্ত বাতাসে

৭। **কবিতাংশে কী প্রকাশিত হয়েছে?**
(ক) ঘাসফুলদের কষ্টের কথা
(খ) ঘাসফুলদের আনন্দময় জীবনের কথা
(গ) ফুল না ছেঁড়ার কথা
(ঘ) ফুলের সুঘ্রাণের কথা

৮। **'কিরণ' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) সূর্য (খ) রূপকথা
(গ) আলো (ঘ) তারা

৯। **'ধরা' শব্দের অর্থ কি?**
(ক) ফড়িং (খ) মেঘ
(গ) পৃথিবী (ঘ) শিশির

১০। **ঘাসফুল দেখে কী হতে বলা হয়েছে?**
(ক) আনন্দিত (খ) বিষণ্ন
(গ) কৌতূহলী (ঘ) অনাগ্রহী

১১। **ঘাসফুল ও সূর্যের মধ্যে মিল কোথায়?**
(ক) দুজন একসাথে মাথা দোলায়
(খ) দুজন একসাথে হেসে ওঠে
(গ) দুজনই আলো ছড়ায়
(ঘ) দুজনই ঘাসের বুকে ফোটে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓦ ছোট ছোট হয়
২। Ⓚ ফুল ছিঁড়তে
৩। ⓖ মাথা দোলায়
৪। ⓖ গাছের পাতা বা ফুল ছেঁড়া উচিত নয়
৫। Ⓚ জীবনকে আনন্দের সাথে উপভোগ করা
৬। ⓖ শান্ত বাতাসে
৭। (খ) ঘাসফুলদের আনন্দময় জীবনের কথা;
৮। (গ) আলো;
৯। (গ) পৃথিবী;
১০। (ক) আনন্দিত;
১১। (খ) দুজন একসাথে হেসে ওঠে।

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **ঘাসফুলগুলো কোন কোন রঙের হয়?**
উত্তর : ঘাসফুলগুলো লাল, নীল ও সাদা রঙের হয়।

২। **ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলায় কেন?**
উত্তর : ঘাসফুলেরা আনন্দে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। হাওয়াতে মাথা দুলিয়ে তারা তাদের মনের আনন্দকে প্রকাশ করে।

৩। **ঘাসফুলেরা কীভাবে হেসে ওঠে?**
উত্তর : সকালে সূর্যের আলোয় চারদিকে আলোকিত হয়। নানা রঙের ঘাসফুলগুলোও তখন ঝকমক করে ওঠে। দেখে মনে হয়, সূর্যের কিরণ লেগেছে বলে তারা যেন হাসছে।

৪। ঘাসফুলদের প্রতি আমরা কেমন আচরণ করব? কেন?

উত্তর : ঘাসফুলদেরও প্রাণ রয়েছে। তাই আমরা তাদের ছিঁড়ে কষ্ট দেব না। ঘাসফুলের আনন্দময় জীবন দেখে আমরা জীবনকে উপভোগ করতে শিখব।

৫। হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

উত্তর : ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলাচ্ছে।

৬। ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

উত্তর : ঘাসফুলদের আমরা যেন ছিঁড়ে বা পায়ে দলে কষ্ট না দিই আমাদের কাছে ঘাসফুল এই মিনতি করেছে।

গাছে ফুল ফুটলে তা গাছেই সুন্দর মানায়। তাই গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া উচিত নয়। গাছে ফোটা ফুলের সৌন্দর্য দেখে আমরা যেন আনন্দ পাই আর ফুল বা ফুলগাছকে যেন কষ্ট না দিই সেই মিনতি করেছে ঘাসফুল।

৭। ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

উত্তর : ঘাসফুল নিজেকে ধরার বুকের স্নেহ-কণার লাল নীল সাদা হাসি হিসেবে তুলনা করেছে।

পৃথিবীর বুকে ঘাসেরা যেন স্নেহের ছোট ছোট বিন্দু হিসেবে বেড়ে ওঠে। সে ঘাসে যে রং-বেরঙের ফুল ফোটে, তাদের দেখে যেন মনে হয় ঘাসের মুখে লেগে থাকা লাল নীল সাদা হাসির ঝলকানি।

৮। ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

উত্তর : ফুল প্রকৃতির এক বিস্ময়। এর সৌন্দর্য তুলনাহীন। ফুলের সুগন্ধে আমাদের মন ভরে যায়। ফুল তার সৌন্দর্য ও সুবাস দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়।

৯। ঘাসফুলেরা কী শোনে?

উত্তর : ঘাসফুলেরা রূপকথা আর নীল আকাশের বাঁশি শোনে।

১০। ঘাসফুলেরা হাওয়াতে কী করে? আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা কী করে?

উত্তর : ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলায়।

আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা রূপকথা ও নীল আকাশের বাঁশি শুনতে শুনতে শান্ত বাতাসে দোলে।

১১। লাল নীল সাদা হাসি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? সূর্যের আলো ফুটে উঠলে ঘাসফুলেরা কী করে?

উত্তর : লাল নীল সাদা হাসি বলতে ঘাসফুলদের বোঝানো হয়েছে।

সূর্যের আলো ফুটলে ঘাসফুলেরা সেই আলোতে যেন হেসে ওঠে আর মনের আনন্দে মাথা নাড়িয়ে দুলতে থাকে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঘাসফুলেরা ঘাসের বুকে নানা রঙের হাসির আভার মতো ছড়িয়ে থাকে। সূর্যের আলোতে তারা যেন ঝকমকিয়ে হেসে ওঠে। আর আনন্দে মাথা দোলায়। আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা রূপকথা ও নীল আকাশের বাঁশি শুনতে শুনতে শান্ত বাতাসে দোলে। এককথায় ঘাসফুলেরা খুব আনন্দে জীবনটাকে উপভোগ করে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

গাছপালা আমাদের পরম বন্ধু। আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে গাছের অবদান অনস্বীকার্য। গাছ থেকেই আমরা পাই খাদ্য, বস্ত্র তৈরির উপাদান, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণের কাঠ। গাছ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অক্সিজেনের জোগান দেয়। আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি তা গাছ গ্রহণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে। বৃক্ষ ঝড় ও বন্যা প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন হলেও আমাদের আছে মাত্র ১৭ ভাগ। যা আছে তাও মানুষের লোভের কারণে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অবাধে গাছ কেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ না লাগালে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

(ক) নানা ধরনের গাছপালা সম্বন্ধে

(খ) গাছপালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে

(ঘ) পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে

২। কোনটি ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারব না?

(ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড (খ) কাঠ

(গ) অক্সিজেন (ঘ) বস্ত্র

৩। বৃক্ষ শব্দে 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটিতে নিচের কোন বর্ণগুলো রয়েছে?

(ক) খ + অ (খ) ক + ষ

(গ) ক + অ (ঘ) খ + ষ

৪। একটি দেশের মোট আয়তনের কত ভাগ বনভূমি থাকা উচিত?

(ক) শতকরা ২০ ভাগ (খ) শতকরা ২৫ ভাগ

(গ) শতকরা ৩০ ভাগ (ঘ) শতকরা ৩৫ ভাগ

৫। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমাদের কী করা উচিত?

(ক) নদী ভরাট করা

(খ) বেশি করে গাছ কাটা

(গ) বেশি করে গাছ লাগানো

(ঘ) বনভূমি উজাড় করা

উত্তর : ১। (খ) গাছপালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে; **২।** (গ) অক্সিজেন; **৩।** (খ) ক+ষ; **৪।** (খ) শতকরা ২৫ ভাগ; **৫।** (গ) বেশি করে গাছ লাগানো।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নির্মাণ	তৈরি করা।
হুমকি	ভীতি প্রদর্শন।
অনস্বীকার্য	অস্বীকার করা যায় না এমন।
প্রাত্যহিক	দৈনিক, প্রতিদিনের।
অপরিহার্য	আবশ্যক, যার কোনো বিকল্প নেই।
পর্যাপ্ত	যথেষ্ট।

ক) আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ——।

খ) সবার জন্য —— খাবার রাখা আছে।

গ) চৌধুরী সাহেব একটি ভবন —— করাচ্ছেন।

ঘ) মামাই আমাদের —— বাজার করে দেন।

ঙ) শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা ——।

উত্তর : ক) অনস্বীকার্য; **খ)** পর্যাপ্ত; **গ)** নির্মাণ; **ঘ)** প্রাত্যহিক; **ঙ)** অপরিহার্য।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) গাছের চারটি উপকারিতা লেখ।

উত্তর : গাছের চারটি উপকারিতা হলো-

১। গাছ থেকে আমরা খাদ্য পাই।

২। গাছ থেকে আমরা বস্ত্র তৈরির উপাদান পাই।

৩। গাছ থেকে আমরা বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন পাই।

৪। গাছ বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে।

খ) আমাদের বেশি করে গাছ লাগাতে হবে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের ভূমিকা অপরিসীম। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। অথচ আমাদের আছে মাত্র ১৭ ভাগ। সেইটুকুও মানুষের লোভের ফলে দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ রক্ষায় তাই বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

গ) নিজের বাড়িতে গাছপালার যত্ন নিতে তুমি কী কী করবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : নিজের বাড়িতে গাছপালার যত্ন নিতে আমি যা যা করব–

১। গাছগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা করব।

২। সময়মতো গাছের গোড়ায় সার ও পানি দেব।

৩। নতুন লাগানো কোনো গাছ যেন সূর্যের তাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখব।

৪। কোনো চারাগাছ দুর্বল হলে তাতে খুঁটি বেঁধে দেব।

৫। গরু-ছাগল যেন চারাগাছের ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখব।

ঘ) 'গাছ আমাদের পরম বন্ধু।'– কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : গাছ থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, কাঠ, অক্সিজেনসহ জীবনধারণের নানা উপাদান পাই। গাছপালা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য। গাছপালা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো। তাই গাছকে আমাদের পরম বন্ধু বলা হয়েছে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

কৃ, দ্র, প্ত, স্ব, ম্ম।

উত্তর :

কৃ = ক + ঋ -কার (ৃ) – কৃপণ
– লোকটি বেজায় কৃপণ।

দ্র = দ + র-ফলা (্র) – ভদ্র
– ছেলেটি খুব ভদ্র।

প্ত = প + ত – গুপ্তধন
– সমুদ্রের নিচে গুপ্তধন আছে।

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – স্বাধীন
– বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ।

ম্ম = ম + ম – সম্মান
– গুরুজনদের সম্মান করব।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

দোলাইয়া, ছিঁড়িও, হাসিয়া, ফুটিয়া, করিতেছে।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ		**চলিত রূপ**
দোলাইয়া	–	দুলিয়ে
ছিঁড়িও	–	ছিঁড়ো
হাসিয়া	–	হেসে
ফুটিয়া	–	ফুটে
করিতেছে	–	করছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

ধরা, মন, হাওয়া, সূর্য, ফুল।

উত্তর :

মুল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
ধরা	–	পৃথিবী, জগৎ।
মন	–	হৃদয়, অন্তর।
হাওয়া	–	বাতাস, সমীরণ।
সূর্য	–	প্রভাকর, ভানু।
ফুল	–	পুষ্প, কুসুম।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

ছোট, নরম, হাসি, শান্ত, কষ্ট।

উত্তর :

শব্দ		**বিপরীত শব্দ**
ছোট	–	বড়
নরম	–	শক্ত
হাসি	–	কান্না

শান্ত – অশান্ত
কষ্ট – আনন্দ

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
ছিঁড়ো না নরম পাতা।

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) ঘাসফুল আমাদের কী দেখে খুশি হতে বলেছে?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।
শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে

খ) কবিতাংশটি ‘ঘাসফুল’ কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

ঘ) বাহারি ঘাসফুলেরা খুব আনন্দে তাদের জীবনকে উপভোগ করে। তাদের মধ্যকার সৌন্দর্য ও আনন্দ দেখে তারা আমাদের মনে মনে খুশি হতে বলেছে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা
মাটির নিচে যে শহর

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **মহাস্থানগড়, ময়নামতি ইত্যাদি হচ্ছে –**
ⓚ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিদর্শন
ⓚ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
ⓖ আধুনিক নগর
ⓖ ইংরেজ আমলের স্থাপত্য

২। **লালমাই কোথায় অবস্থিত?**
(ক) কুমিল্লায় (খ) নরসিংদীতে
(গ) দিনাজপুওে (ঘ) টাঙ্গাইলে

৩। **খ্রিস্টপূর্ব কত শতকে গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য মানুষেরা থাকত?**
(ক) দশ থেকে নয় (খ) নয় থেকে আট
(গ) আট থেকে সাত (ঘ) সাত থেকে ছয়

৪। **উয়ারী ও বটেশ্বর প্রকৃতপক্ষে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি–**
ⓚ নদী ⓚ গ্রাম
ⓖ শহর ⓖ পাহাড়

৫। **উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে প্রায়ই কী পাওয়া যেত?**
ⓚ প্রাকৃতিক সম্পদ
ⓚ প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল
ⓖ প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা
ⓖ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

৬। **১৯৫৫ সালে শ্রমিকদের ফেলে যাওয়া লৌহপিণ্ডগুলো কেমন ছিল?**
ⓚ ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা
ⓚ একমুখ চোখা ও হালকা
ⓖ বর্গাকার ও ভারী
ⓖ ত্রিকোণাকার ও হালকা

৭। **১৯৫৬ সালে প্রাপ্ত মুদ্রাভাণ্ডারে কতগুলো মুদ্রা ছিল?**
ⓚ এক হাজারের মতো
ⓚ দুই হাজারের মতো
ⓖ তিন হাজারের মতো
ⓖ চার হাজারের মতো

৮। **কখন থেকে হাবিবুল্লাহ পাঠান উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শন জাদুঘরে জমা দেন?**
ⓚ ১৯৩৩-৩৪ সালের পর থেকে
ⓚ ১৯৫৫-৫৬ সালের পর থেকে
ⓖ ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে
ⓖ ২০০০-২০০১ সালের পর থেকে

৯। **২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরের খননকাজের নেতৃত্বে কে ছিলেন?**
ⓚ হানিফ পাঠান ⓚ হাবিবুল্লাহ পাঠান
ⓖ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ⓖ জাফর ইকবাল

১০। **হানিফ পাঠান পেশায় কী ছিলেন?**
ⓚ স্কুল শিক্ষক ⓚ কলেজ শিক্ষক
ⓖ মাদ্রাসা শিক্ষক ⓖ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

১১। **জনখাঁরটেকে কিসের সন্ধান পাওয়া গেছে?**
ⓚ বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরের ⓚ দুর্গ-নগরের
ⓖ বৌদ্ধ বিহারের ⓖ প্রাচীন জাদুঘরের

১২। **উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?**
ⓚ হাসিবুল্লাহ পাঠান ⓚ হাফিজুল্লাহ পাঠান
ⓖ হাবিবুল্লাহ পাঠান ⓖ শরিফুল্লাহ পাঠান

১৩। **একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে–**
ⓚ ভাষানটেকে ⓚ জানখাঁরটেকে
ⓖ টেকেরহাটে ⓖ টঙ্গীরটেকে

১৪। **কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?**
ⓚ বুড়িগঙ্গা ⓚ ব্রহ্মপুত্র
ⓖ শীতলক্ষ্যা ⓖ মেঘনা

১৫। **ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে গিয়েছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?**

ⓚ মধুপুর ⓚ ময়নামতি
ⓖ পাহাড়পুর ⓖ নরসিংদী

১৬। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

ⓚ রূপাগড়া ⓚ মনগড়া
ⓖ সোনাগড়া ⓖ সোনাঝুরি

১৭। 'সভ্য' শব্দটির অর্থ কী?

(ক) জনপদ (খ) ভদ্র
(গ) অনুন্নত (ঘ) উন্নত

১৮। ঢাকা থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান কোন দিকে?

(ক) পূর্ব দিকে (খ) উত্তর দিকে
(গ) উত্তর-পূর্ব দিকে (ঘ)উত্তর-পশ্চিম দিকে

১৯। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে পাওয়া নিদর্শন গবেষণা করে কী বোঝা যায়?

(ক) এখানে সভ্য মানুষদের বাস ছিল
(খ) মানুষের জীবনযাত্রা অনুন্নত ছিল
(গ) যুদ্ধ-বিগ্রহ বেশি হতো
(ঘ) স্থানটি বেশি দিনের পুরনো নয়

২০। 'মূল্যবান' শব্দের অর্থ কী?

(ক) দামি (খ) ভদ্র
(গ) রৌপ্য (ঘ)প্রত্নসম্পদ

২১। অনুচ্ছেদে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?

(ক) প্রাচীন মৃৎশিল্পের পরিচিতি
(খ) ঐতিহাসিক স্থাপত্যের পরিচয়
(গ) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার পরিচয়
(ঘ) আধুনিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা

২২। 'প্রাচীন' শব্দের অর্থ কী?

(ক) প্রাকৃতিক
(খ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান
(গ) অনেক পুরাতন
(ঘ) উচ্চ গুণসম্পন্ন

২৩। উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা নেওয়া হয় কত সালে?

(ক) ১৯৩৩ সালে (খ) ১৯৫৫ সালে
(গ) ১৯৭০ সালে (ঘ) ২০০০ সালে

২৪। 'খনন' শব্দের অর্থ কী?

(ক) উদ্ধার করা (খ) গবেষণা করা
(গ) আবিষ্কার করা (ঘ) গর্ত করা

২৫। হাবিবুল্লাহ পাঠান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে কোথায় জমা দেন?

(ক) থানায় (খ) স্কুলে
(গ) জাদুঘরে (ঘ) চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে

২৬। 'উয়ারী' হলো একটি-

(ক) জাদুঘরের নাম
(খ) গ্রামের নাম
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
(ঘ) শহরে নাম

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
২। ⓚ কুমিল্লায়

৩। ⓖ সাত থেকে ছয়
৪। ⓚ গ্রাম
৫। ⓖ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
৬। ⓚ ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা
৭। ⓖ চার হাজারের মতো
৮। ⓖ ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে
৯। ⓖ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান
১০। ⓚ স্কুল শিক্ষক
১১। ⓖ বৌদ্ধ বিহারের
১২। ⓖ হাবিবুল্লাহ পাঠান
১৩। ⓚ জানখাঁরটেকে
১৪। ⓖ শীতলক্ষ্যা
১৫। ⓖ নরসিংদী
১৬। ⓖ সোনাগড়া

১৭। (খ) ভদ্র
১৮। (গ) উত্তর-পূর্ব দিকে
১৯। (ক) এখানে সভ্য মানুষদের বাস ছিল
২০। (ক) দামি
২১। (গ) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার পরিচয়
২২। (গ) অনেক পুরাতন
২৩। (ক) ১৯৩৩ সালে
২৪। (ঘ) গর্ত করা
২৫। (গ) জাদুঘরে
২৬। (খ) গ্রামের নাম

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এগুলো দূর থেকে সহজেই দেখা যায় কেন?**

উত্তর : ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এগুলো মাটির ওপর ঢিবির আকারে অবস্থিত। তাই এগুলোকে দূর থেকেও সহজে দেখা যায়।

২। **মহাস্থানগড় ও মধুপুর গড়ের মাটি দেখে মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিকগণ কী বলেন?**

উত্তর : মহাস্থানগড় ও মধুপুর গড়ের মাটি দেখে মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এ অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরনো।

৩। **উয়ারী-বটেশ্বর স্থানটি নরসিংদীর কোন কোন উপজেলায় অবস্থিত?**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর স্থানটি নরসিংদীর বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত।

৪। **উয়ারী-বটেশ্বর রাজ্যের সাথে কাদের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়?**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর রাজ্যের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

৫। **উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের মতামত কী?**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান মত প্রকাশ করেন, অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী এবং সঠিক পরিকল্পনায় গড়া এই সভ্যতাটি প্রাচীন কালে 'সোনাগড়া' নামে পরিচিত ছিল।

৬। **উয়ারী-বটেশ্বর থেকে কত দূরে কোথায় বৌদ্ধ পদ্মমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে?**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে শিবপুর উপজেলার মন্দির ভিটায় একটি বৌদ্ধ পদ্মমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে।

৭। **উয়ারী-বটেশ্বর বলে যা শোনা যায় তা আসলে কী?**

উত্তর : উয়ারী আর বটেশ্বর আসলে পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এ স্থানসমূহের মাটি খুঁড়ে সুপ্রাচীন এক নগর-জনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে উয়ারী-বটেশ্বর বলতে বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানকে নির্দেশ করা হয়।

৮। **উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে কত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত?**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৯। **উয়ারী-বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত? সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের পরিচয় লেখ।**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলায় অবস্থিত।

সুফি মোস্তাফিজুর রহমান হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর নেতৃত্বে ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরের খনন কাজ শুরু হয়।

১০। উয়ারী-বটেশ্বরের মাটি খনন করে কী কী নিদর্শন পাওয়া গেছে?

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বরের মাটি খনন করে মহামূল্যবান সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার ইত্যাদি।

১১। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তর : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে আমরা বুঝি এমন একটি ঐতিহাসিক স্থানকে যেখান থেকে অনেক পুরাতন জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সোনারগাঁ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ইত্যাদি।

সোনারগাঁ : সোনারগাঁ অবস্থান ঢাকা থেকে সাতাশ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ জেলায়। এটি মুঘল আমলের প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কেল্লা, মসজিদ, পানাম নগরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাহাড়পুর : রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় অবস্থিত। এখানে পাল বংশের রাজাদের সময়ের প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিটি সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত।

মহাস্থানগড় : এটি খ্রিষ্টপূর্ব চার শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে। এখানে প্রাচীন 'পুন্ড্রনগর'-এর ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি বগুড়া শহর থেকে তেরো কি.মি. উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাটি খুঁড়ে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।

ময়নামতি : কুমিল্লা শহর থেকে আট কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান। এখানে অনেকগুলো প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ স্থানগুলোতে মিলেছে বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক নিদর্শন। হিন্দু ও জৈন ধর্মের অনেক দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে।

১২। উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পায়। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীতে তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠান এখান থেকে ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা দুটি লৌহপিণ্ড, রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে জমা দেন।

২০০০ সালে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে খননকাজ শুরু হয়। এ সময় নানা রকম মূল্যবান প্রত্নসম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং স্থানটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

১৩। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি নরসিংদী জেলার বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এ এলাকাটি মধুপুর গড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন, নদীভাঙন ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে সময়ের সাথে সাথে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটিতেও একইভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সুসভ্য এই নগর-জনপদটি কালের বিবর্তনে মাটিচাপা পড়ে হারিয়ে যায়। এভাবেই এটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

১৪। ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

উত্তর : ব্রহ্মপুত্র নদটি ১৭৭০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। পরবর্তীতে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে এটি নরসিংদী দিয়ে বয়ে চলেছে।

১৫। কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননের সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পান। এ মুদ্রাগুলো ছিল বঙ্গদেশের ও ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা।

পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরে খননকাজ শুরু হয়। এ সময় এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোকে গবেষণা করে বিশেষজ্ঞদের ধারণা হয় যে মাটির নিচে থাকা এ স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো।

১৬। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

উত্তর : ঐতিহাসিকগণের ধারণা, উয়ারী-বটেশ্বরের মাটির নিচে থাকা স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে এই জনপদের ব্যবসায় বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত 'উয়ারী-বটেশ্বর' রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

১৭। **১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে কী পায়?**

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে একটি পাত্রে জমানো কিছু রৌপ্যমুদ্রা পায়।

১৮। **উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শন সংগ্রহে মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের ভূমিকা সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ**

উত্তর : ১। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ১৯৩৩ সালে উয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত রৌপ্যমুদ্রা সংরক্ষণ করেন।

২। এখানকার নির্দশন সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে সচেতন করে তোলেন।

১৯। **হাবিবুল্লাহ পাঠান তাঁর সংগ্রহ করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জাদুঘরে জমা দেন কেন?**

উত্তর : হাবিবুল্লাহ পাঠানের সংগ্রহ করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বাংলার প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় বহন করে। জাদুঘরে সেগুলো রাখা হলে তা থেকে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারবে। এই বিষয়টি বুঝেছিলেন হাবিবুল্লাহ পাঠান। তাই তিনি নিদর্শনগুলো জাদুঘরে জমা দেন।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : নরসিংদী জেলায় অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। ২০০০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানে নেতৃত্বে এখানে খনন কাজ শুরু হয়। এখান থেকে পাওয়া যায় অনেক মূল্যবান প্রত্নসম্পদ। এগুলো বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, এখানে অনেক আগে উন্নত মানুষদের বসবাস ছিল।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর হলো পাশপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে মাটি খননকালে নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যেত। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ও তাঁর ছেলে এ নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত নির্দশনগুলো এ অঞ্চলে প্রাচীন জনপদের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

পাহাড়পুর বিহারের আরেক নাম 'সোমপুর বিহার'। এটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত। প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুগণ এখানে থেকে ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। প্রকাণ্ড এই কীর্তি একসময় খালি পড়ে থাকে। ধারণা করা হয়, যুগ যুগ ধরে ধুলাবালি ও মাটি উড়ে এসে এর চারদিকে জমে। একসময় এটি মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায় বলে এর নাম পাহাড়পুর। মহাস্থানগড় বগুড়া জেলা থেকে ৮ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। ধর্মীয় দিক থেকে মহাস্থানগড় হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে টিলার মতো উঁচু দেখতে গোবিন্দভিটা নামের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই প্রত্নস্থলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে করতোয়া নদী। এ নগরের প্রাচীন নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, যাকে এখন পুণ্ড্রনগরও বলা হয়। ধ্বংসাবশেষ খনন করে এখানে জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের এ ধরনের পুরাকীর্তিগুলো সংরক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ে এ ধরনের জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন থেকে নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে এই জাদুঘর। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই ইতিহাসখ্যাত স্থানসমূহ পরিদর্শন করার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **সোমপুর বিহার দেখতে হলে তোমাকে বাংলাদেশের কোন বিভাগে যেতে হবে?**

(ক) ঢাকা (খ) রাজশাহী

(গ) সিলেট (ঘ) খুলনা

২। **মহাস্থানগড়ের আদি নাম কী?**

(ক) সোমপুর বিহার (খ) পুণ্ড্রবর্ধন

(গ) রাজবন বিহার (ঘ) গোবিন্দভিটা

৩। **শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে–**

(ক) প্রত্নস্থলগুলো সংরক্ষণ করলে

(খ) প্রত্নস্থলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ করালে

(গ) প্রত্নস্থলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলে

(ঘ) প্রত্নস্থলগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখলে

৪। **গোবিন্দভিটার পাশ দিয়ে কোন নদীটি বয়ে গেছে?**

(ক) যমুনা (খ) মেঘনা

(গ) সুরমা (ঘ) করতোয়া

৫। **জাদুঘর প্রত্ননিদর্শন কাদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে?**

(ক) মুক্তিযোদ্ধা (খ) নতুন প্রজন্ম

(গ) শিক্ষক (ঘ) পর্যটক

উত্তর : ১। (খ) রাজশাহী; ২। (খ) পুণ্ড্রবর্ধন; ৩। (খ) প্রত্নস্থলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ করালে; ৪। (ঘ) করতোয়া; ৫। (খ) নতুন প্রজন্ম।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
শিষ্য	ছাত্র।
সমৃদ্ধ	উন্নত।
পুরাকীর্তি	কৃতিত্বের পরিচায়ক অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান।
সংরক্ষণ	বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।
প্রকাশু	অতি বিশাল।
পরিদর্শন	মনোযোগ দিয়ে দেখা, পর্যবেক্ষণ।

ক) নীল তিমি এক ——— প্রাণী।

খ) সালাম স্যারের ——— তাঁকে সালাম দিল।

গ) পরিবেশ রক্ষার জন্য বন্যপ্রাণী ——— খুব জরুরি।

ঘ) আমরা গতকাল জাদুঘরটি ——— করেছি।

ঙ) সোনারগাঁ একসময় কাপড়ের ব্যবসার কারণে ——— হয়েছিল।

উত্তর : ক) প্রকাশু; **খ)** শিষ্য; **গ)** সংরক্ষণ; **ঘ)** পরিদর্শন; **ঙ)** সমৃদ্ধ।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) সোমপুর বিহার কোন গ্রামে অবস্থিত? সোমপুর বিহারকে 'পাহাড়পুর' বলা হয় কেন তা চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : সোমপুর বিহার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত।

সোমপুর বিহারে একসময় বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা হলেও একসময় এটি খালি পড়ে থাকে। সম্ভবত যুগ যুগ ধরে ধুলাবালি উড়ে আসায় এটি একসময় সম্পূর্ণরূপে মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে যায়। তখন এর আকৃতি হয়ে যায় পাহাড়ের মতো। এ কারণেই এই পুরাকীর্তির নাম পাহাড়পুর।

খ) মহাস্থানগড় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মহাস্থানগড় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১। মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

২। মহাস্থানগড় রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত।

৩। মহাস্থানগড়ের পাশে রয়েছে করতোয়া নদী।

৪। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ খনন করে জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৫। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন।

গ) ইতিহাস বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের গুরুত্ব পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ইতিহাস বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের গুরুত্ব নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো–

১। ঐতিহাসিক স্থানটির অতীত সম্পর্কে জানা যায়।

২। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনা করা যায়।

৩। ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়।

৪। অতীতের ভুল পর্যালোচনা করে শিক্ষা নেওয়া যায়।

৫। ঐতিহাসিক অনেক কিছু সরাসরি দেখা যায়।

ঘ) বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলোর উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন–

১। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।

২।পুরাকীর্তিগুলো সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে এসব বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্ত বর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ক্ষ্ম, শ্ব, ষ্ক, দ্ম।

উত্তর :

ক্ষ্ম = হ + ম – ব্রাক্ষ্মণ

- ব্রাক্ষ্মণরা নিজেদের উঁচু শ্রেণির মানুষ বলে ভাবে।

শ্ব = শ + ব-ফলা (্ব) – বিশ্ব

- বিশ্বে সাতশ কোটির বেশি মানুষের বাস।

ষ্ক = ষ + ক – দুষ্কর

- কাজটি খুব দুষ্কর।

দ্ম = দ + ম – ছদ্মবেশ

- ছদ্মবেশের কারণে তাকে চিনতে পারিনি।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ত্ন, ত্ত্ব, ষ্ঠ, স্থ, শ্চ।

উত্তর :

ত্ন = ত + ন – যত্ন

- মা আমাকে অনেক যত্ন করেন।

ত্ত্ব = ত + ত + ব – তত্ত্বাবধান

- সেলিম স্যার বনভোজনের তত্ত্বাবধান করছেন।

ষ্ঠ = ষ + ঠ – গোষ্ঠী

- বাংলাদেশে আছে নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

স্থ = স + থ – অস্থির

- চড়ুই অস্থির স্বভাবের পাখি।

শ্চ = শ + চ – পশ্চিম

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

সে সময় শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস ছিল নগর সভ্যতা পূর্ব দক্ষিণ দিক দিয়ে ভৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল

উত্তর : সে সময় শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস। ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে ভৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

সেগুলো সবই মাটির ওপরে ঢিবির আকারে তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায় কিন্তু এ দেশে মাটির নিচে রয়ে গিয়েছিল এক প্রাচীন নগর সভ্যতা।

উত্তর : সেগুলো সবই মাটির ওপরে, ঢিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়ে গিয়েছিল এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) বহুকাল পূর্বের এমন; **খ)** যাঁরা ইতিহাস ভালো জানেন; **গ)** যা পাওয়া গেছে; **ঘ)** ছাপ দ্বারা অঙ্কিত; **ঙ)** যেখানে অনেক জন-মানুষ একত্রে বাস করে।

উত্তর : **ক)** প্রাচীন; **খ)** ঐতিহাসিক; **গ)** প্রাপ্ত;

ঘ) ছাপাঙ্কিত; **ঙ)** জনপদ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

থাকিবে, পড়িতেছে, খুঁড়িয়া, বদলাইয়া, চলিত, হইয়াছে

উত্তর : <u>সাধু রূপ</u> <u>চলিত রূপ</u>

থাকিবে – থাকবে
পড়িতেছে– পড়ছে
খুঁড়িয়া – খুঁড়ে
বদলাইয়া – বদলে
চলিত – চলত
হইয়াছে – হয়েছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
চোখা, প্রাচীন, পুরনো, মূল্যবান, সভ্য।

উত্তর :

মুল শব্দ		বিপরীত শব্দ
চোখা	–	ভোঁতা
প্রাচীন	–	আধুনিক
পুরনো	–	নতুন
মূল্যবান	–	মূল্যহীন
সভ্য	–	অসভ্য

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
নদী, নিদর্শন, মৃত্তিকা, প্রাচীর।

উত্তর :

মুল শব্দ		সমার্থক শব্দ
নদী	–	তটিনী, স্রোতস্বিনী।
নিদর্শন	–	প্রমাণ, চিহ্ন।
মৃত্তিকা	–	মাটি, ভূ-ত্বক।
প্রাচীর	–	পাঁচিল, দেয়াল।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

প্রার্থনা

গোলাম মোস্তফা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতি কেমন?**
ⓚ নির্মম ⓔ প্রেমময়
ⓖ দয়াহীন ⓘ উদাসীন

২। **‘তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া’– কথাটিতে কী বোঝানো হয়েছে?**
(ক) আমাদের চলার শক্তি নেই
(খ) আমরা পা ছাড়া চলতে পারি না
(গ) আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করি
(ঘ) আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু চাই না

৩। **‘তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি’– এখানে কী কামনা করা হয়েছে?**
(ক) ক্ষমা (খ) দয়া
(গ) পুণ্য (ঘ) শক্তি

৪। **অন্যের অনিষ্ট কামনা করে কী দেওয়া হয়?**
(ক) পুণ্য (খ) পরিতাপ

Ⓖ অভিশাপ Ⓓ আশীর্বাদ

৫। **আমরা কোথায় বসবাস করি?**

ক দ্যুলোকে খ ভূলোকে

গ স্বর্গে ঘ গগনে

৬। **ভ্রান্তিময় ও অভিশপ্ত পথে গেলে আজীবন কী করতে হবে?**

ক পরিতাপ খ পরিমাপ

গ পরিহাস ঘ পরিশ্রম

৭। **'প্রার্থনা' কবিতায় সৃষ্টিকর্তার কাছে কিসের প্রার্থনা করা হয়েছে?**

ক অর্থ সম্পদের

খ সহজ ও সুন্দর জীবনের

গ পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর

ঘ প্রিয়জনদের সুন্দর ভবিষ্যতের

৮। **'পরিতাপ' শব্দের অর্থ কী?**

(ক) অভিশপ্ত (খ) দুঃখ

(গ) অপ্রিয় (ঘ) হিংসা

৯। **'চরণ' শব্দটির সমার্থক নিচের কোনটি?**

(ক) হাত (খ) নিকট

(গ) পা (ঘ) চিহ্ন

১০। **আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে শক্তি চাই, কেননা–**

(ক) তিনি অসীম (খ) তিনি নির্দয়

(গ) তিনি অন্তর্যামী (ঘ) তিনি সর্বশক্তিমান

১১। **কবিতাংশে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–**

(ক) সৃষ্টিকর্তার গুণের কথা

(খ) সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা

(গ) স্বর্গের সৌন্দর্যের কথা

(ঘ) ভালো হয়ে চলার কথা

১২। **আমরা কেমন পথে চলতে চাই না?**

(ক) যে পথটি অভিশপ্ত

(খ) যে পথটি সরল

(গ) যে পথে শান্তি আছে

(ঘ) যে পথে পুণ্য আছে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। খ প্রেমময়

২। গ আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করি

৩। ঘ শক্তি

৪। গ অভিশাপ

৫। খ ভূলোকে

৬। ক পরিতাপ

৭। খ সহজ ও সুন্দর জীবনের

৮। (খ) দুঃখ

৯। (গ) পা

১০। (ঘ) তিনি সর্বশক্তিমান

১১। (খ) সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা

১২। (ক) যে পথটি অভিশপ্ত

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **'করুণাকমী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : 'করুণাকামী' অর্থ যে বা যারা দয়া কামনা করে। আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে দয়া প্রার্থনা করি বলে আমাদের করুণাকামী বলা হয়েছে।

২। **সৃষ্টিকর্তাকে অন্তর্যামী বলার কারণ কী?**

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা আমাদের মনের সমস্ত কথাই জানেন। তাই তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়েছে।

৩। **সৃষ্টিকর্তাকে প্রেমময় বলা হয়েছে কেন?**

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসেন। তাই তাঁকে প্রেমময় বলা হয়েছে।

৪। **'হে মহাচালক, মোদের কখনও করো না সে পথগামী।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।**

উত্তর : যে পথে ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ সেই অভিশপ্ত পথে চললে আমাদের আজীবন পরিতাপ করতে হবে। তাই আমরা সে পথে চলতে চাই না। সে পথ থেকে আমাদের দূরে রাখতে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য কামনা করা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে।

৫। **আমরা কার গুণগান করি এবং কার কাছে প্রার্থনা জানাই?**

উত্তর : আমরা পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার গুণগান করি এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই।

৬। **'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি'- এই চরণ পড়ে আমরা কী বুঝি?**

উত্তর : চরণটি পড়ে আমরা বুঝি সৃষ্টিকর্তার কোনো সীমা নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়াশীল।

৭। **আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার কাছে করুণা ও শক্তি প্রার্থনা করি?**

উত্তর : সৃষ্টিকর্তার করুণাতেই আমাদের সৃষ্টি ও বেঁচে থাকা। আমাদের প্রতি তাঁর রয়েছে অসীম মমতা। তিনি সর্বশক্তিমান। তাই তাঁর কাছেই আমরা করুণা ও শক্তি প্রার্থনা করি।

৮। **আমরা কোন পথে চলতে চাই না? কেন?**

উত্তর : যে পথ ভ্রান্তিতে ভরপুর, আমরা সেই পথে চলতে চাই না। যে পথটি সৃষ্টিকর্তার পছন্দ নয় সেটি অভিশপ্ত ও ভুল পথ। সেই পথে চললে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব। তাই আমরা সে পথে চলতে চাই না।

৯। **আমাদের জীবনের চলার পথ কেমন হওয়া উচিত?**

উত্তর : আমাদের জীবনের চলার পথ হওয়া উচিত সরল ও সঠিক।

১০। **আমরা কার কাছে দয়া কামনা করি?**

উত্তর : আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দয়া কামনা করি।

১১। **আমাদের মনে শক্তি ও সাহস জোগান কে? আমরা কেমন পথে চলতে চাই?**

উত্তর : মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের মনে শক্তি ও সাহস জোগান।

যে পথটি সরল, সঠিক; যে পথে চললে পুণ্য অর্জন করা যায় ও সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রিয় হওয়া যায়- আমরা সে পথে চলতে চাই।

১২। **আমরা কোন পথে চলব? এ পথে চলার উপায় কী?**

উত্তর : আমরা সঠিক ও পুণ্যের পথে চলব।এ পথে চলার উপায় হলো মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলা।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। তাই সবকিছু ভুলে আমরা তাঁর কাছেই শক্তি কামনা করি। সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন সঠিক ও পুণ্যময় পথে আমাদের চালিত করেন। আমরা যেন ভ্রান্তিময় ও অভিশপ্ত পথ থেকে দূরে থাকতে পারি সে জন্যও আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানি।
এই শস্য-শ্যামল ফসল ভরা
মাঠের ডালি খানি
খোদা তোমার মেহেরবানি।
তুমি কতই দিলে রতন

পঞ্চম বিষয় : বাংলা-

ভাই-বেরাদার পুত্র-স্বজন,
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও।
মানি চাই না মানি।
খোদা তোমার মেহেরবানি।
খোদা! তোমার হুকুম তরক করি
আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে
বাঁচাও এ বান্দায়।
শ্রেষ্ঠ নবি দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ-হাশরে,
পথ না ভুলি তাইতো দিলে
পাক কোরানের বাণী ॥

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **কবিতাংশে নদীর পানি কেমন বলা হয়েছে?**
(ক) তেতো (খ) টক
(গ) মিঠা (ঘ) নোনতা

২। **কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক?**
(ক) পবন (খ) গগন
(গ) নিশি (ঘ) অপরাহ্ণ

৩। **কোন কাজটি করে আমরা ভুল করি?**
(ক) ক্ষুধা পেলে অন্ন খেয়ে
(খ) খোদার গুণগান করে
(গ) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রেখে
(ঘ) খোদার হুকুম ভঙ্গ করে

৪। **কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?**
(ক) সৃষ্টিকর্তার উদারতার কথা
(খ) সৃষ্টিকর্তার হুকুম মানার কথা
(গ) আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বন্ধনের কথা
(ঘ) পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথা

৫। **আমরা ভুল করলে খোদা আমাদের মাফ করে দেন। এটি খোদার–**
(ক) মেহেরবানি (খ) শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ
(গ) ক্ষমতার প্রকাশ (ঘ) অনিচ্ছাকৃত

উত্তর : ১। (গ) মিঠা; **২**। (ক) পবন; **৩**। (ঘ) খোদার হুকুম ভঙ্গ করে; **৪**। (ক) সৃষ্টিকর্তার উদারতার কথা; **৫**। (ক) মেহেরবানি।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
মিঠা	মিষ্টি।
মেহেরবানি	দয়া।
তরক	লঙ্ঘন।
রতন	রত্ন, বহুমূল্য দ্রব্যাদি।
ডালি	উপহার।
অন্ন	খাবার।

ক) সমুদ্রের তলা থেকে ডুবুরিরা নানা ——— খুঁজে আনে।
খ) সালাম সাহেব ——— করে গরিব লোকদের খেতে দিয়েছেন।
গ) খেজুর খুব ——— ফল।
ঘ) শিক্ষকের নির্দেশ ——— করা উচিত নয়।
ঙ) দুদিন ধরে গরিব লোকটির পেটে ——— নেই।

উত্তর : ক) রতন; **খ)** মেহেরবানি; **গ)** মিঠা; **ঘ)** তরক; **ঙ)** অন্ন।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) আমরা খোদার হুকুম তরক করলেও খোদা কী করেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : আমরা খোদার হুকুম তরক করলেও তিনি যা করেন-

১। তিনি আমাদের রিজিক বন্ধ করে দেন না।
২। তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেন।
৩। আলো, বাতাসের ব্যবহার করার সুযোগ রাখেন ঠিকই।
৪। আমাদের প্রতি দয়া দেখান।
৫। আমাদের মনে শক্তি ও সাহস জোগান।

খ) বিচার দিনের স্বামী কে? তাঁর চারটি গুণের কথা লেখ।

উত্তর : মহান আল্লাহ তায়ালা বিচার দিনের স্বামী।

খোদার চারটি গুণের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। তিনি সর্বশক্তিমান।
২। তিনি প্রেমময়।
৩। তিনি অন্তর্যামী।
৪। তিনি আমাদের পালনকর্তা।

গ) খোদা আমাদের দয়া করে দিয়েছেন এমন পাঁচটি বিষয়ের নাম লেখ।

উত্তর : খোদা আমাদের দয়া করে দিয়েছেন–

১। ক্ষুধার অন্ন।
২। আপনজন।
৩। শস্য-শ্যামল প্রকৃতি।
৪। শ্রেষ্ঠ নবি।
৫। পবিত্র কোরআন।

গ) আমরা কোন পথে চলব? এ পথে চলার উপায় কী?

উত্তর : আমরা সঠিক ও পুণ্যের পথে চলব।

এ পথে চলার উপায় হলো মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলা। তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ন্ত, প্র, ষ্ট, ক্ত, স্ব।

উত্তর :

ন্ত = ন + ত – দুরন্ত
- বাবলু দুরন্ত স্বভাবের ছেলে।

প্র = প + র-ফলা (্র) – প্রতিজ্ঞা
- সোহানা কাজটি করার প্রতিজ্ঞা করেছে।

ষ্ট = ষ + ট – মিষ্টি
- মধু খেতে মিষ্টি লাগে।

ক্ত = ক + ত – বক্তব্য
- প্রধান শিক্ষক বক্তব্য দিলেন।

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – স্বাধীন
– বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) যার সীমা নেই; **খ)** যে করুণা কামনা করে; **গ)** যিনি সৃষ্টি করেন; **ঘ)** যার অন্ত নেই; **ঙ)** অন্যের অনিষ্ট কামনা।

উত্তর : **ক)** অসীম; **খ)** করুণাকামী; **গ)** সৃষ্টিকর্তা; **ঘ)** অনন্ত; **ঙ)** অভিশাপ।

পঞ্চম বিষয় : বাংলা-

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

চলিবার, ছাড়িয়া, লুটাইয়া, জানিতেন, করিয়াছেন

উত্তর :

সাধু রূপ		চলিত রূপ
চলিবার	–	চলার
ছাড়িয়া	–	ছেড়ে
লুটাইয়া	–	লুটিয়ে
জানিতেন	–	জানতেন
করিয়াছেন	–	করেছেন

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

অসীম, পুণ্য, গুণ, দ্যুলোক, প্রিয়।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
অসীম	–	সসীম
পুণ্য	–	পাপ
গুণ	–	দোষ
দ্যুলোক	–	ভূলোক
প্রিয়	–	অপ্রিয়

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

মহান, পরিতাপ, ভূলোক, মন, পথ।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
মহান	–	মহৎ, উদার।
পরিতাপ	–	দুঃখ, খেদ।
ভূলোক	–	পৃথিবী, মর্ত্য।
মন	–	অন্তর, হৃদয়।
পথ	–	পন্থা, রাস্তা।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ক) নিচের কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লেখ।

যত গুণগান হে চির মহান
দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি অন্তর্যামী।
বিচার দিনের স্বামী
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি।

খ) কবিতার অংশটুকু কোন কবিতার অংশ তা লেখ।

গ) কবিতাটির কবির নাম কী?

ঘ) আমরা কার কাছে প্রার্থনা করি? আমরা কার গুণগান করি?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি।
বিচার দিনের স্বামী
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।
দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া

তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া

খ) কবিতার অংশটুকু ‘প্রার্থনা’ কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম গোলাম মোস্তফা।

ঘ) আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি। আমরা তাঁরই গুণগান করি।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

ভাবুক ছেলেটি

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১. **বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন?**
ⓚ ডানপিটে ⓚ শান্তশিষ্ট

(ক) ডানপিটে (খ) শান্তশিষ্ট
(গ) দুরন্ত (ঘ) কৌতূহলশূন্য

২. **জগদীশচন্দ্রের গ্রামের নাম কী?**
(ক) মহেশখালী (খ) আনন্দপুর
(গ) রাঢ়িখাল (ঘ) কোটালিপাড়া

৩. **জগদীশচন্দ্র বসু নিচের কোন স্কুলের ছাত্র ছিলেন?**
(ক) বিক্রমপুর জিলা স্কুল
(খ) গোপালগঞ্জ জিলা স্কুল
(গ) ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
(ঘ) ঢাকা জিলা স্কুল

৪. **জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন?**
(ক) কলকাতা পাবলিক স্কুল
(খ) চিলড্রেন’স ফাউন্ডেশন স্কুল
(গ) ন্যাশনাল মডেল স্কুল
(ঘ) সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল

৫. **জগদীশচন্দ্র বসু কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?**
(ক) ১৮৫৮ সালের ৩০এ নভেম্বর
(খ) ১৮৭৪ সালের ৩০এ নভেম্বর
(গ) ১৮৫৮ সালের ৩০এ ডিসেম্বর
(ঘ) ১৮৭৪ সালের ৩০এ ডিসেম্বর

৬. **জগদীশচন্দ্র বসুর পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় কোথায়?**
(ক) কলকাতায় (খ) নিজ বাড়িতে
(গ) বিলেতে (ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

৭. **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে এফএ পাস করেন?**
(ক) ১৮৭৪ সালে (খ) ১৮৭৮ সালে
(গ) ১৮৮০ সালে (ঘ) ১৮৮৫ সালে

৮. **জগদীশচন্দ্র বসু বিলেতে কী পড়তে যান?**
(ক) আইন (খ) ব্যবসায় প্রশাসন
(গ) প্রকৌশল (ঘ) ডাক্তারি

৯. **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন?**
(ক) ১৮৮১ সালে (খ) ১৮৮৫ সালে
(গ) ১৯৮১ সালে (ঘ) ১৯৮৫ সালে

১০. **জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে দেশে ফিরে আসেন?**
(ক) ১৮৭৮ সালে (খ) ১৮৮১ সালে
(গ) ১৮৮৩ সালে (ঘ) ১৮৮৫ সালে

১১. ইংরেজ অধ্যাপকদের তুলনায় ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন ছিল–

ⓚ চার ভাগের এক ভাগ
ⓚ তিন ভাগের এক ভাগ
ⓖ চার ভাগের তিনভাগ
ⓖ তিন ভাগের দুই ভাগ

১২. জগদীশচন্দ্র বসু তিন বছর বেতন নেননি কেন?

(ক) অর্থের প্রয়োজন ছিল না বলে
(খ) কলেজের উন্নয়নে দান করেছিলেন
(গ) বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে
(ঘ) ছাত্রছাত্রীদের ওপর অভিমান করে

১৩. 'নাইট' উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে কী যুক্ত হয়?

(ক) স্যার (খ) মাস্টার
(গ) গ্রেট (ঘ) নাইট

১৪. বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্রকে কোথায় অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানান?

(ক) ফ্রান্সে (খ) বিলেতে
(গ) আমেরিকায় (ঘ) ভারতে

১৫. জগদীশচন্দ্র বসুর কোন দিকটি বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিনকে মুগ্ধ করে?

(ক) সুন্দর আচার ব্যবহার
(খ) নির্ভুল চিকিৎসা
(গ) আকর্ষণীয় চেহারা
(ঘ) পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা

১৬. জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন?

(ক) ১৮৯০ সালে (খ) ১৮৯৫ সালে
(গ) ১৮৯৯ সালে (ঘ) ১৯০৫ সালে

১৭. কোন কাজে জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়?

(ক) বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে
(খ) বিলেতে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ায়
(গ) নাইট উপাধি গ্রহণ করায়
(ঘ) পরিবেশ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করায়

১৮। কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

(ক) গাছের প্রাণ আছে
(খ) অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে
(গ) মহাকাশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে
(ঘ) বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

১৯। জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন?

(ক) বাংলা (খ) পদার্থবিজ্ঞান
(গ) ইংরেজি (ঘ) গণিত

২০। জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ময়মনসিংহ (খ) ঢাকা
(গ) কুমিল্লা (ঘ) ফরিদপুর

২১। 'জগদীশচন্দ্র বসুর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ' কথাটি কে বলেছিলেন?

(ক) বিজ্ঞানী অলিভার লজ
(খ) বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন
(গ) বিজ্ঞানী আইনস্টাইন
(ঘ) বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

২২। 'প্রয়োগ' শব্দের অর্থ কী?

(ক) দুর্নাম (খ) ব্যবহার

(গ) শিক্ষা (ঘ) আহ্বান

২৩। বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্র বসুকে কোথায় অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান?

(ক) ইংল্যান্ডে (খ) আমেরিকায়

(গ) জার্মানিতে (ঘ) ফ্রান্সে

২৪। কোনটির কারণে আমরা টেলিভিশন দেখতে পারি?

(ক) ক্রেস্কোগ্রাফ (খ) রিজোনাস্ট রেকর্ডার

(গ) রাডার (ঘ) মাইক্রোওয়েভ

২৫। 'গবেষণা' শব্দের অর্থ কী?

(ক) আবিষ্কার (খ) অনুসন্ধান

(গ) শিক্ষা (ঘ) সফলতা

২৬। অনুচ্ছেদে কী প্রকাশিত হয়েছে?

(ক) জগদীশচন্দ্র বসুর ছেলেবেলার কথা

(খ) জগদীশচন্দ্র বসুর বিদ্যার্জনের কথা

(গ) জগদীশচন্দ্র বসুর বিশ্বভ্রমণের কথা

(ঘ) জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা

২৭। 'গৌরব' শব্দের অর্থ কী?

(ক) সুনাম(খ) বরণ

(গ) মর্যাদা (ঘ) গ্রহণ

২৮। জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গ্রন্থটি কী ধরনের গ্রন্থ?

(ক) গল্পগ্রন্থ (খ) বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি

(গ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি

(ঘ) কাব্যগ্রন্থ

২৯। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কেন?

(ক) গবেষণা পরিচালনার জন্য

(খ) ধর্মচর্চার জন্য

(গ) ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য

(ঘ) সাহিত্য চর্চার জন্য

৩০। অনুচ্ছেদ অনুসারে বিজ্ঞানচর্চায় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সফলতা কার সমতুল্য ছিল?

(ক) আইনস্টাইনের (খ) নিউটনের

(গ) আর্কিমিডিসের (ঘ) ডারউইনের

৩১। 'চর্চা শব্দের অর্থ কী?

(ক) আবিষ্কার (খ) মর্যাদা

(গ) অভ্যাস (ঘ) আহ্বান

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. (খ) শান্তশিষ্ট
২. (গ) রাঢ়িখাল
৩. (গ) ময়মনসিংহ জিলা স্কুল
৪. (ঘ) সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল
৫. (ক) ১৮৫৮ সালের ৩০এ নভেম্বর
৬. (খ) নিজ বাড়িতে
৭. (খ) ১৮৭৮ সালে
৮. (ঘ) ডাক্তারি
৯. (ক) ১৮৮১ সালে
১০. (ঘ) ১৮৮৫ সালে
১১. (ঘ) তিন ভাগের দুই ভাগ
১২. (গ) বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে

১৩. ⓚ স্যার
১৪. ⓚ বিলেতে
১৫. ⓘ পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা
১৬. ⓚ ১৮৯৫ সালে
১৭. ⓚ বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে
১৮। ⓚ গাছের প্রাণ আছে
১৯। ⓚ পদার্থবিজ্ঞান
২০। ⓚ ময়মনসিংহ
২১। ⓖ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন
২২। (খ) ব্যবহার
২৩। (ক) ইংল্যান্ডে;
২৪। (ঘ) মাইক্রোওয়েভ
২৫। (খ) অনুসন্ধান
২৬। (ঘ) জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা
২৭। (গ) মর্যাদা
২৮। (খ) বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
২৯। (ক) গবেষণা পরিচালনার জন্য
৩০। (খ) নিউটনের
৩১। (গ) অভ্যাস

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিল?**

উত্তর : ভাবুক ছেলেটি আসলে ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

২। **সে ছোট বেলায় কী কী নিয়ে ভাবত?**

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছোটবেলায় গাছগাছালি নিয়ে গভীরভাবে ভাবত। গাছ ভেঙে গেলে বা তাদের কেটে ফেললে তারা ব্যথা পায় কি না এ প্রশ্ন ছিল ছেলেটির মনে। এছাড়া রোদ-বৃষ্টি, বাজ পড়ার কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তার ভাবনা ছিল।

৩। **সে কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল?**

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

৪। **কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন?**

উত্তর : লন্ডন থেকে বিএসসি পাস করে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে বৈষম্য ও প্রাপ্য বেতন না দেওয়ার প্রতিবাদে দীর্ঘ তিন বছর তিনি বেতন না নিয়েই কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে চাকরিতে স্থায়ী করে ও তাঁর সকল বকেয়া পরিশোধ করে। তখন থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু'।

৫। **কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন?**

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে'- এই সত্য প্রমাণ করে।

৬। **তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে?**

উত্তর : প্রশ্নটি অধ্যায়-বহির্ভূত।

৭। **বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?**

উত্তর : বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সফলতাকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ও নিউটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৮। **'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয়?**

উত্তর : 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগের নাম ছিল 'নিরুদ্দেশ কাহিনী'। লেখাটি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়।

৯। **অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?**

উত্তর : অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের দুই বছর পর তিনি 'জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন।

১০। 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।'– এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?

উত্তর : 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ'- জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে এ কথা বলেছিলেন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কারণে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্য আদান প্রদান হয়। তাঁর আবিষ্কার সভ্যতার যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই তাঁর আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন উক্ত কথা বলেছেন।

১১। জগদীশচন্দ্র বসুকে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুকে ঢাকা ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

১২। বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রয়োগ হচ্ছে?

উত্তর : বর্তমানে বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্য আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রয়োগ হচ্ছে।

১৩। জগদীশচন্দ্র বসু কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ১৯৩৭ সালের ২৩এ নভেম্বর গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন।

১৪। 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে বোঝায় এমন কাহিনি, যা বিজ্ঞানকে প্রধান করে কল্পনার সাহায্য নিয়ে লেখা হয়।

১৫। 'নাইট' উপাধি কী?

উত্তর : 'নাইট' উপাধি হলো আগের যুগে ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানসূচক উপাধি। এই উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে হতো।

১৬। জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি কোথায়?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুর বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে।

১৭। জগদীশচন্দ্র বসু কোন শাখায় বিএস পাস করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করেন।

১৮। জগদীশচন্দ্র বসু দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন কেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন দেশ ছিল পরাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্র বসু অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতনের আরও এক ভাগ কেটে রাখা হতো। এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন তিনি।

১৯। জগদীশচন্দ্র বসু বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেয়েও সেখানে থাকলেন না কেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক। তাই বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেলেও তাতে তিনি সাড়া দিলেন না। দেশের কল্যাণের জন্য নিজ দেশে ফিরে এলেন।

২০। জগদীশচন্দ্র বসু কত সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ১৯১৬ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

২১। কত সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন?

উত্তর : ১৮৮৫ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন।

২২। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে কী করেছিলেন?

উত্তর : শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার জগদীশচন্দ্রকে স্বীকৃতি দেন। এরপর সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করেন।

২৩। স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে কারা নাইট উপাধি দেয়?

উত্তর : স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ-ভারত সরকার নাইট উপাধি দেয়।

২৪। জগদীশচন্দ্র বসুর কর্মজীবন সম্পর্কে দুইটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপনা করতেন। তিনি অবসর গ্রহণের পর বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করতেন।

২৫। কিসের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে'- এই সত্য প্রমাণ করে।

২৬। ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু কোন ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেন?

উত্তর : ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। তারের সাহায্য ছাড়াই তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সাফল্য লাভ করেন।

২৭। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন জগদীশচন্দ্র বসুকে কিসের আমন্ত্রণ জানান? তাঁদের আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দেননি কেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসুর পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে চমৎকৃত হন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন। তাঁরা জগদীশচন্দ্র বসুকে বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের কথা ভেবে তিনি তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি।

২৮। **নাইট উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে যুক্ত হয়?**

উত্তর : নাইট উপাধি পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বসুর নামের আগে 'স্যার' উপাধি যুক্ত হয়।

২৯। **বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলতে বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পনা প্রধান লেখাকে বোঝায়। এতে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে লেখা হলেও এর বাস্তব কোনো ভিত্তি থাকে না।

৩০। **জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের গৌরব কেন?**

উত্তর : মহান বাঙালি বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর কাজের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর কৃতিত্ব বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে তুলনীয়। তাই জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের গৌরব।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। অল্প সময়েই তাঁর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিষ্কারের সফলতা দেখে চমকে যান ইউরোপের বিজ্ঞানীরা। বিলেতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেলেও দেশের কল্যাণে কাজ করার সংকল্পে সে আমন্ত্রণে সাড়া দেননি তিনি।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষের গর্ব। তিনি তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। পেয়েছেন 'নাইট' উপাধি। তিনি শিশুদের জন্যও বিজ্ঞানভিত্তিক বই রচনা করেছেন। বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমতুল্য।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ব্রজেন দাস একজন স্বনামধন্য বাংলাদেশি সাঁতারু। তিনিই প্রথম দক্ষিণ এশীয় ব্যক্তি যিনি সাঁতার কেটে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে অবস্থিত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি দেশ অংশ নেয়। পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে তাতে অংশ নেন ব্রজেন দাস। ১৮ই আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে ফ্রান্সের তীর থেকে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রচন্ড প্রতিকূল পরিবেশে সাঁতার কেটে তিনি পরদিন বিকেলবেলা প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইংল্যান্ড তীরে এসে পৌঁছান। পরের মাসেই তিনি ইংলিশ চ্যানেলকে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে সাঁতার কেটে পার করেন। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডের মাঝে চ্যানলটিকে সবচেয়ে কম সময়ে মাত্র ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে পার হয়ে তখনকার সময়ে বিশ্বরেকর্ড করেন। ব্রজেন দাস ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে মোট ছয়বার এই চ্যানেলটি পাড়ি দেন। অনন্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে 'প্রাইড অফ পারফরম্যান্স' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে লাভ করেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৯৯ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **ব্রজেন দাস কত সালে ইংলিশ চ্যানেল সবচেয়ে কম সময়ে পাড়ি দেন?**

(ক) ১৯৫৮ সালে (খ) ১৯৫৯ সালে

(গ) ১৯৬০ সালে (ঘ) ১৯৬১ সালে

২। **ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরোটা সময় ব্রজেন দাসকে কী করতে হয়েছে?**

(ক) নৌকা চালাতে হয়েছে

(খ) সাঁতার কাটতে হয়েছে

(গ) জাহাজে থাকতে হয়েছে

(ঘ) প্যারাসুটে থাকতে হয়েছে

৩। **ব্রজেন দাস সম্পর্কে কোনটি বলা যায়?**

(ক) বিশিষ্ট দৌড়বিদ (খ) একুশে পদকপ্রাপ্ত

(গ) বাঙালির গর্ব (ঘ) কৃতী ছাত্র

৪। **ব্রজেন দাস মোট কয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন?**

(ক) ৪ বার (খ) ৬ বার
(গ) ৮ বার (ঘ) ১০ বার

৫। ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে হলে কী প্রয়োজন?
(ক) দেশ ভ্রমণ (খ) বিশেষ পরিচিতি
(গ) পরিকল্পনা ও অধ্যবসায়
(ঘ) প্রচুর টাকা

উত্তর : ১। (ঘ) ১৯৬১ সালে; **২**। (খ) সাঁতার কাটতে হয়েছে; **৩**। (গ) বাঙালির গর্ব; **৪**। (খ) ৬ বার; **৫**। (গ) পরিকল্পনা ও অধ্যবসায়।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সূচনা	শুরু।
ভূষিত	অলংকৃত, সজ্জিত।
মরণোত্তর	মৃত্যু-পরবর্তী।
কৃতিত্ব	কার্যদক্ষতা।
স্বনামধন্য	নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত বা প্রশংসিত।
অতিক্রম	পার হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া।

ক) সন্তানের ——— দেখে বাবা-মা খুশি হন।
খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘ছন্দের জাদুকর’ উপাধিতে ——— হয়েছেন।
গ) রহমান সাহেব আমাদের এলাকার একজন ——— ব্যক্তি।
ঘ) আমরা ফেরিতে চড়ে নদীটি ——— করলাম।
ঙ) প্রধান শিক্ষক এলে অনুষ্ঠানটির ——— হলো।

উত্তর : ক) কৃতিত্ব; **খ)** ভূষিত; **গ)** স্বনামধন্য; **ঘ)** অতিক্রম; **ঙ)** সূচনা।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) ইংলিশ চ্যানেল কোথায় অবস্থিত? ব্রজেন দাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ইংলিশ চ্যানেল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে অবস্থিত।
ব্রজেন দাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য :
১। ব্রজেন দাস ছিলেন স্বনামধন্য বাংলাদেশি সাঁতারু।
২। দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার গৌরব অর্জন করেন।
৩। ব্রজেন দাস মোট ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন।

খ) ব্রজেন দাস যে যে পুরস্কার লাভ করেছেন তা তিনটি বাক্যে লেখ। তিনি প্রথম কত সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন?

উত্তর :
১। ব্রজেন দাসের কৃতিত্বের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে তাঁকে ‘প্রাইড অফ পারফরম্যান্স’ পুরস্কার প্রদান করে।
২। ১৯৭৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তাঁকে প্রদান করে ‘জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার’।
৩। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে সম্মানিত করে।
ব্রজেন দাস ১৯৫৮ সালে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন।

গ) ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে তুমি কী করবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে আমি যা করব–
১। প্রথমে যেকোনো একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করব।
২। আমার পছন্দের কাজটিতে সফল হওয়া ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করব।
৩। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করব।
৪। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মা-বাবা ও শিক্ষকের সহায়তা নেব।
৫। নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে কঠোর সাধনা করব।

ঘ) প্রথম এশীয় ব্যক্তি হিসেবে কে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন? ১৯৬১ সালে ব্রজেন দাস যে কৃতিত্ব অর্জন করেন তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : প্রথম এশীয় ব্যক্তি হিসেবে ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রজেন দাস মাত্র ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। এটি ছিল তাঁর দ্রুততম সময়ে চ্যানেলটি অতিক্রমের ঘটনা। সেই সাথে এটি তখনকার সময়ের বিশ্বরেকর্ড হিসেবে গণ্য হয়।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

স্ম, ক্র, জ্ঞ, ক্ষ, ত্র, ধ্য।

উত্তর :

স্ম = স + ম – আকস্মিক
- আকস্মিক বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম।

ক্র = ক + র-ফলা (্র) – আক্রমণ
- মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু ক্যাম্প আক্রমণ করল।

জ্ঞ = জ + ঞ – অজ্ঞান
- লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

ক্ষ = ক + ষ – অক্ষর
- ছেলেটি বাংলা অক্ষর লিখছে।

ত্র = ত + র-ফলা (্র) – পুত্র
- চাচা তাঁর পুত্রকে ডাকলেন।

ধ্য = ধ + য-ফলা (্য) – বাধ্য
- ববি বাড়ি যেতে বাধ্য হলো।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ঙ্গ, স্ব, স্থ, ম্ভ, ল্প।

উত্তর :

ঙ্গ = ঙ + গ – জঙ্গল
- জঙ্গলে বড় বড় গাছ থাকে।

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – স্বাক্ষর
- লোকটি কাগজে স্বাক্ষর করল।

স্থ = স + থ – দুস্থ
- আমরা দুস্থ শিশুদের সাহায্য করব।

ম্ভ = ম + ভ – সম্ভব
- চেষ্টা করলে সবই সম্ভব।

ল্প = ল + প – গল্প
- পড়ার সময় গল্প করা উচিত নয়।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

আকাশে মেঘ ডাকে বিদ্যুৎ চমকায় বাজ পড়ে কেন এমন হয় অবাক বিস্ময়ে ভাবে সে

উত্তর : আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। কেন এমন হয়? অবাক বিস্ময়ে ভাবে সে।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) অধ্যাপনা করেন যিনি; **খ)** বিশেষ খ্যাতি আছে যার; **গ)** কোনো কিছু খেয়াল করে দেখা; **ঘ)** জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ; **ঙ)** মূল্য আছে যার।

উত্তর : **ক)** অধ্যাপক; **খ)** বিখ্যাত; **গ)** পর্যবেক্ষণ; **ঘ)** পান্ডিত্যপূর্ণ; **ঙ)** মূল্যবান।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

ভাঙিয়া, পড়িতে, চমকাইয়া, জানাইলেন, করিয়াছেন।

উত্তর : <u>সাধু রূপ</u> <u>চলিত রূপ</u>

ভাঙিয়া – ভেঙে

পড়িতে – পড়তে

চমকাইয়া – চমকে

জানাইলেন – জানালেন

করিয়াছেন – করেছেন

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

দুরন্ত, আগ্রহ, স্থায়ী, কল্যাণ, সফল।

উত্তর :

মুল শব্দ	বিপরীত শব্দ
দুরন্ত	শান্ত
আগ্রহ	অনাগ্রহ
স্থায়ী	অস্থায়ী
কল্যাণ	অকল্যাণ
সফল	ব্যর্থ

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

বৃষ্টি, গাছ, দুরন্ত, সকল, আমন্ত্রণ, মৃত্যু।

উত্তর :

মুল শব্দ	সমার্থক শব্দ
বৃষ্টি	বরিষণ, বারিধারা।
গাছ	উদ্ভিদ, তরু।
দুরন্ত	অশান্ত, চঞ্চল।
সফল	সার্থক, কৃতকার্য।
আমন্ত্রণ	নিমন্ত্রণ, দাওয়াত।
মৃত্যু	জীবনাবসান, মরণ।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

১৮. দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

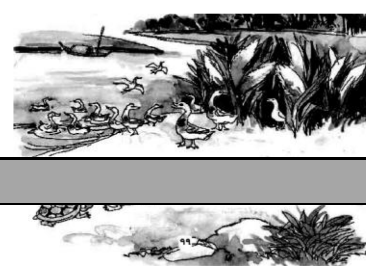

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **কবি কী ভালোবাসেন?**

ⓚ বালুচর ⓚ বেণুবন
(ক) বালুচর (খ) বেণুবন
(গ) জেলের ডিঙি (ঘ) পাতার আচ্ছাদন

২। **চকাচকিরা কেমন জায়গায় ঘর বাঁধে?**

(ক) যেখানে বাঁশবন থাকে
(খ) যেখানে মানুষজনের বাস
(গ) যেখানে জনপ্রাণী থাকে না
(ঘ) যেখানে ধানখেত থাকে

৩। **কখন বিদেশি হাঁসেরা আসে?**

(ক) গ্রীষ্মকালে (খ) শরৎকালে

ⓖ শীতকালে ⓘ বসন্তকালে

৪। **কচ্ছপেরা বালুচরে কী করে?**

ⓚ রোদ পোহায় ⓛ বাসা বাঁধে

ⓖ বৃষ্টিতে ভেজে ⓘ লুকিয়ে থাকে

৫। **জেলের ডিঙি কখন ভিড়ে?**

ⓚ সকাল-সন্ধ্যেবেলা ⓛ শীতের দিনে

ⓖ গভীর রাতে ⓘ সন্ধ্যেবেলা

৬। **বন থেকে আসা রাস্তার দুধারে কী?**

ⓚ বটগাছ ⓛ বাঁশবাগান

ⓖ কাশফুল ⓘ কেয়াফুল

৭। **ছেলের দল কী ভাসিয়ে ভাসে?**

ⓚ নৌকা ⓛ ভেলা

ⓖ ডিঙি ⓘ কলাগাছ

৮। **নদীটি দুই তীরের মানুষদের মাঝে কী তৈরি করেছে?**

ⓚ দূরত্ব ⓛ শত্রুতা

ⓖ বন্ধন ⓘ প্রতিযোগিতা

৯। **চকাচকির ঘর কোথায়?**

(ক) বেণুবনে (খ) বালুচরে

(গ) তটের চারপাশে (ঘ) গভীর বনে

১০। **'চ্ছ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?**

(ক) চ ও চ (খ) চ ও ছ

(গ) চ, ছ ও র-ফলা (ঘ) ট ও ছ

১১। **'তট' শব্দের অর্থ কী?**

(ক) কালো মেঘ (খ) নীল মেঘ

(গ) নদীর তীর (ঘ) শ্যামল গ্রাম

১২। **'জনশূন্য স্থান' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?**

(ক) কাশবন (খ) বেণুবন

(গ) বালুচর (ঘ) নির্জন

১৩। **কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে–**

(ক) নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য

(খ) নৌকায় ভ্রমণের অনুভূতি

(গ) নদীতীরের মানুষের জীবনচিত্র

(ঘ) বাংলাদেশেরঋতুবৈচিত্র্য

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ বালুচর

২। ⓖ যেখানে জনপ্রাণী থাকে না

৩। ⓖ শীতকালে

৪। ⓚ রোদ পোহায়

৫। ⓘ সন্ধ্যেবেলা

৬। ⓛ বাঁশবাগান

৭। ⓛ ভেলা

৮। ⓖ বন্ধন

৯। (খ) বালুচরে

১০। (খ) চ ও ছ

১১। (গ) নদীর তীর
১২। (ঘ) নির্জন
১৩। (ক) নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **কখন, কোথায় কাশফুল ফোটে?**

উত্তর : শরৎকালে নদী তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

২। **নদীর বালুচরে কোন কোন প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়?**

উত্তর : নদীর বালুচরে চকাচকি, বিদেশি হাঁস, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়।

৩। **বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন কেমন করে থাকে?**

উত্তর : বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন নিবিড়ভাবে পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকে।

৪। **সকাল-সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে কী ঘটে?**

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যা নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা ভিড় করে। ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

৫। **কোন কালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়?**

উত্তর : শীতকালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়।

৬। **শরৎকালের প্রকৃতির রূপ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : শরৎকালের প্রকৃতি অপরূপ রূপ ধারণ করে। এ সময় নদীতে চর জেগে ওঠে। চরে চকাচকিরা ঘর বাঁধে। চারিদিকে কাশফুল ফোটে।

৭। **নদীর বালুচরে কী ঘটে?**

উত্তর : নদীর বালুচরে তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে। শরৎকালে চকাচকিরা বাসা বাঁধে। শীতের দিনে বিদেশি হাঁসেরা আসে। কচ্ছপেরা বালুচরে রোদ পোহায়। সন্ধ্যেবেলায় জেলেদের দু-একটি ডিঙি নৌকা ভিড়ে।

৮। **ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা সারাদিনই নানা কাজে আসে। কেউ পানি নেয়, কেউ কাপড় ধোয়। তারা পরস্পর কথা বলে, আনন্দ করে। দেখে মনে হয় ঘাটে যেন বধূদের মেলা বসেছে।

৯। **দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?**

উত্তর : দুই তীরে কবিতায় নদীর ওই পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১০। **সকাল-সন্ধ্যায় ছেলের দল কী করে?**

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যায় ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

১১। **তটের চারপাশে কী ফোটে?**

উত্তর : তটের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

১২। **ওই পারের বনটি কিসে ঘেরা? বনের রাস্তাটি কেমন?**

উত্তর : নদীর ঐ পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১৩। **নদীর বালুচরে কখন কোন পাখি দেখা যায়?**

উত্তর : নদীর বালুচরে শরৎকালে নীড় বাঁধে চকাচকিরা। আর শীতকালে দেখা মেলে নানা রকম বিদেশি হাঁসদের।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : একটি নদীর দুই তীরে দুজন মানুষের বাস। একজন ভালোবাসেন তাঁর নদীর বালুচর। এখানে ফোটে কাশফুল, দেখা যায় নানা রকম পাখির আনাগোনা। আরেকজনের ভালো লাগে নদীতীরের ছায়াঘেরা বন। বাঁশবনের প্রাচীরে ঘেরা একটি রাস্তা সে বন থেকে নদীতে এসে মিশে গেছে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের কবিতাংশটি প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

আমারে চেনো না? আমি যে কানাই।
ছোকানু আমার বোন।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা

মেঘনা, পদ্মা, শোন।
সব নাও, মাঝি, চকচকে সিকি
এই আনি দুটো, তাও।
লক্ষ্মী তো, মোরে-আর ছোকানুরে
নৌকায় তুলে নাও।
শুয়ে-শুয়ে দেখি অবাক আকাশ,
আকাশ ম-স্ত বড়ো,
পৃথিবীর সব নীল রং বুঝি
সেখানে করেছে জড়ো।
সারাদিন গেলো, সূর্য লুকালো
জলের তলার ঘরে,
সোনা হয়ে জ্বলে পদ্মার জল
কালো হলো তার পরে
সন্ধ্যার বুকে তারা ফুটে ওঠে–
এবার নামাও পাল,
গান ধরো, মাঝি; জলের শব্দ
ঝুপঝুপ দেবে তাল।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। ছোকানু কানাইয়ের কী হয়?
(ক) ভাই (খ) বন্ধু
(গ) বোন (ঘ) শিক্ষক

২। কোনটি 'সূর্য' শব্দের সমার্থক?
(ক) দিবাকর (খ) শশী
(গ) যামিনী (ঘ) দিবস

৩। কানাই কখন মাঝিকে গান গাইতে বলে?
(ক) আকাশে মেঘ জমলে (খ) সূর্য অস্ত গেলে
(গ) বৃষ্টি হলে (ঘ) সূর্যের উদয় হলে

৪। কানাই কী দেখে আশ্চর্য হয়?
(ক) ঘন নীল আকাশ (খ) পদ্মা, মেঘনা, শোন
(গ) সূর্যের অস্ত যাওয়া (ঘ) চকচকে নতুন সিকি

৫। কবিতাংশে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–
(ক) নৌভ্রমণের বাসনা
(খ) শরতের আকাশের বর্ণনা
(গ) ভাইবোনের ভালোবাসা
(ঘ) নদীর সৌন্দর্যের কথা

উত্তর : ১। (গ) বোন; ২। (ক) দিবাকর; ৩। (খ) সূর্য অস্ত গেলে; ৪। (ক) ঘন নীল আকাশ; ৫। নৌভ্রমণের বাসনা।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
লক্ষ্মী	শান্ত স্বভাব।
মস্ত	বিশাল।
সিকি	চার আনা বা ২৫ পয়সা মূল্যের মুদ্রা।
অবাক	বিস্মিত।
জড়ো	একত্রে স্তূপ দেওয়া।
পাল	বায়ু ভরে নৌকা চালানোর মাস্তুলে লাগানো কাপড়।

ক) দাদু খড়গুলো ——— করছেন।
খ) ——— তুলে দেওয়ায় নৌকার গতি বেড়ে গেল।
গ) ——— ছেলেদের সবাই ভালোবাসে।
ঘ) হাতি এক ——— প্রাণী।
ঙ) সুমনের গানের গলা সবাইকে ——— করে দিল।

উত্তর : ক) জড়ো; **খ)** পাল; **গ)** লক্ষ্মী; **ঘ)** মস্ত; **ঙ)** অবাক।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) কানাই সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : কানাই সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১। কানাই পদ্মা, মেঘনা, শোন ইত্যাদি নদীতে বেড়াতে চায়।

২। কানাইয়ের বোনের নাম ছোকানু।
৩। কানাই মাঝিকে অনুরোধ করে তাকে আর ছোকানুকে নৌকায় তুলে নিতে।
৪। কানাই মাঝিকে চকচকে সিকি ও দুটো আনি দিতে চায়।
৫। কানাই গাঢ় নীল আকাশ দেখে আশ্চর্য হয়।

খ) কানাই মাঝিকে কেন, কীভাবে নিতে অনুরোধ করে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কানাইয়ের মনে নৌকায় করে নানা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার বাসনা। তাই সে মাঝিকে তার নৌকায় তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে। মাঝিকে কানাই চকচকে দুটো আনি দিতে চায়। তাকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করে। এভাবে নৌকায় তুলে নিতে কানাই মাঝির কাছে অনুনয় করে।

গ) সন্ধ্যায় কী কী ঘটল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : সন্ধ্যায় যা যা ঘটল–

১। সূর্য অস্ত গেল।
২। পদ্মার জলে সোনালি আলোর দ্যুতি দেখা গেল।
৩। ধীরে ধীরে পদ্মার জল কালো রং ধারণ করল।
৪। আকাশের বুকে তারা জ্বলে উঠল।

ঘ) কোনো এক সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে কোনো এক সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা দেওয়া হলো–

১। ভাড়া করা নৌকা নিয়ে আমি, আমার ছোট ভাই ও বড় মামা এক সন্ধ্যায় ভ্রমণে বের হয়েছিলাম।
২। চাঁদের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে ছিল।
৩। নদীর জলে চাঁদের আলো পড়ে এক অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।
৪। আমরা নাশতা করার জন্য সঙ্গে মুড়ি, চানাচুর নিয়েছিলাম।
৫। রাত দশটায় আমরা আনন্দ ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরেছিলাম।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ষ্ট, ন্দ্র, ণ্ড, ল্প, ক্ষ

উত্তর :

ষ্ট - ষ + ট = নষ্ট
- খাবারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

ন্দ্র - ন + দ + র-ফলা (্র) = তন্দ্রা
- খোকা তন্দ্রায় ঢুলছে।

ণ্ড - ণ + ড = প্রচণ্ড
- রাতুল প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

ল্প - ল + প = গল্প
- আমার গল্প শুনতে ভালো লাগে।

ক্ষ - ক + ষ = ক্ষমা
- ক্ষমা মহৎ কাজ।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

চ্ছ, ন্ধ, ন্দ, দ্র, স্ত।

উত্তর :

চ্ছ - চ + ছ =গচ্ছিত
- মায়ের কাছে আমার কিছু টাকা গচ্ছিত আছে।

ন্ধ - ন + ধ = বন্ধ
- জানালাটা বন্ধ করে দাও।

ন্দ - ন + দ = বন্দি
- সারাক্ষণ ঘরে বন্দি থাকতে ভালো লাগে না।

দ্র - দ + র-ফলা = ক্ষুদ্র
- ক্ষুদ্র পিঁপড়াও সময়ের মূল্য জানে।

স্ত = স + ত = সমস্ত
– বাবা সমস্ত কাজ একাই করলেন।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**
ফুটিয়াছে, যাইতেছে, বাঁধিল, মিলাইয়া, দিয়াছে

উত্তর :

সাধু রূপ		চলিত রূপ
ফুটিয়াছে	–	ফুটেছে
যাইতেছে	–	যাচ্ছে
বাঁধিল	–	বাঁধল
মিলাইয়া	–	মিলিয়ে
দিয়াছে	–	দিয়েছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
নদী, তট, বন, ঘর, জল।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
নদী	–	তরঙ্গিণী, তটিনী।
তট	–	কূল, তীর।
বন	–	অরণ্য, জঙ্গল।
ঘর	–	গৃহ, আবাসস্থল।
জল	–	পানি, বারি।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
মিল, বাঁকা, রোদ, ঘন, সুন্দর।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
মিল	–	অমিল
বাঁকা	–	সোজা
রোদ	–	বৃষ্টি
ঘন	–	পাতলা
সুন্দর	–	অসুন্দর

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

শরৎকাল যে নির্জনে
তটের চারিপাশ,
আমি ভালোবাসি আমার
যেথায় ফুটে কাশ
চকাচকির ঘর।
নদীর বালুচর,

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) শরৎকালে নদীর বালুচরে কী কী ঘটে?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকাল যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।
যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারিপাশ,

খ) কবিতাংশটি ‘দুই তীরে’ কবিতার অংশ।

গ) কবিতাটির কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘ) শরৎকালে নদীর বালুচরে :
(১। চকাচকিরা নিরালায় ঘর বাঁধে।
(২। তটের চারপাশ জুড়ে কাশফুল ফোটে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

২০. দেখে এলাম নায়াগ্রা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **কোথায় থাকতে লেখকের জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল?**
ⓚ বাংলাদেশে ⓚখ কানাডায়
ⓖ আমেরিকায় ঘ ইংল্যান্ডে

২। **লেখক কানাডার যে শহরে থাকতেন তার নাম কী?**
ক নায়াগ্রা খ অটোয়া
গ মন্ট্রিল ঘ টরন্টো

৩। **কীভাবে নায়াগ্রা দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো?**
ক গাড়িতে চড়ে খ বাসে চড়ে
গ জাহাজে চড়ে ঘ বিমানে চড়ে

৪। **উন্নত দেশের রাস্তা কেমন?**
ক খানাখন্দে ভরা খ গর্তে ভরা
গ আঁকাবাঁকা ঘ রেললাইনের মতো সোজা

৫। **লেখক যে গাড়িতে চড়ে নায়াগ্রা গেলেন সেটি ছিল–**
ক নিজের গাড়ি খ ভাড়া করা গাড়ি
গ এক বন্ধুর গাড়ি ঘ সরকারি গাড়ি

৬। **‘দেশে ফিরে কী গল্পটাই না করা যাবে!’– কিসের গল্প?**
ক বিশাল গাড়ির গল্প
খ বিদেশের রাস্তার গল্প
গ কানাডায় জীবনযাপনের গল্প
ঘ নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার গল্প

৭। **জলপ্রপাতের সাথে কোনটির মিল আছে?**
ক ঝর্ণার পতনের খ সাগরের ঢেউয়ের
গ পুকুরের আকারের ঘ পাহাড়ের চূড়ার

৮। **ওপর থেকে জলের পতন ছাড়া কোনটি হওয়া সম্ভব নয়?**
ক জলপ্রপাত খ সমুদ্র
গ নদী ঘ পুকুর

৯। **নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টির ঘটনাটি বিশ্ব-ভূমণ্ডলে একটি–**
ক স্বাভাবিক ঘটনা খ সাধারণ বিষয়
গ অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘ অপ্রয়োজনীয় ঘটনা

১০। **খরস্রোতা নদীর মাঝখানে কতখানি চওড়া ফাটল?**
ক নদীর সমান খ পুকুরের সমান
গ সাগরের সমান ঘ খালের সমান

১১। **নায়াগ্রা পাহাড় থেকে না নামলেও একে প্রপাত বলা যায় কেন?**
ক খরস্রোতা নদী থেকে উৎপত্তি বলে
খ পানির ওপর থেকে নিচে পতন হচ্ছে বলে
গ নায়াগ্রার আকার অনেক বড় বলে
ঘ নায়াগ্রায় জলের পরিমাণ অনেক বেশি বলে

১২। **যে ভূমি উঁচুনিচু নয় বা পাহাড়ি নয় তাকে কেমন ভূমি বলা হয়?**

ⓚ খরস্রোতা ⓚ বৃক্ষ
ⓖ সমতল ⓖ অসমতল

১৩। **নায়াগ্রা কিসের নাম?**
ⓚ মহাদেশের ⓚ মহাসাগরের
ⓖ জলপ্রপাতের ⓖ ঝর্ণার

১৪। **নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?**
ⓚ জাপান ⓚ ভারত
ⓖ কানাডা ⓖ রাশিয়া

১৫। **নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে–**
ⓚ পাহাড় থেকে ⓚ সমতল ভূমি থেকে
ⓖ কোন উঁচু স্থান থেকে ⓖ পাহাড়ি ঢল থেকে

১৬। **জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?**
ⓚ বাসের ভাড়া বেশি
ⓚ সেখান বাস যায় না
ⓖ বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না
ⓖ বাসে সময় বেশি লাগে

১৭। **পৃথিবীতে নায়াগ্রার তুলনায়–**
(ক) বড় আরও কয়েকটি জলপ্রপাত আছে
(খ) ছোট কোনো জলপ্রপাত নেই
(গ) বড় কোনো জলপ্রপাত নেই
(ঘ) বড় কোনো ঝর্ণা নেই

১৮। **'প্রবল স্রোতবিশিষ্ট' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহার করা যায়?**
(ক) স্রোতহীন (খ) ঝর্ণার
(গ) খরস্রোতা (ঘ) পাহাড়ি

১৯। **'ফাটল' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) বিচিত্র (খ) ছিদ্র
(গ) প্রশস্ত (ঘ) চওড়া

২০। **নায়াগ্রা একেবারেই আলাদা রকমের জলপ্রপাত কেন?**
(ক) বড় জলপ্রপাত বলে
(খ) পাহাড় থেকে নেমে এসেছে বলে
(গ) ঝর্ণার চেয়েও ছোট বলে
(ঘ) সমতল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে

২১। **অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে–**
(ক) নায়াগ্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে
(খ) নায়াগ্রার অবস্থান সম্পর্কে
(গ) জলপ্রপাতের সৌন্দর্য সম্পর্কে
(ঘ) ভ্রমণের আনন্দ সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ কানাডায়
২। ⓖ টরন্টো
৩। ⓚ গাড়িতে চড়ে
৪। ⓖ রেললাইনের মতো সোজা
৫। ⓖ এক বন্ধুর গাড়ি
৬। ⓖ নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার গল্প
৭। ⓚ ঝর্ণার পতনের
৮। ⓚ জলপ্রপাত
৯। ⓖ অবিশ্বাস্য ঘটনা
১০। ⓚ নদীর সমান
১১। ⓖ নায়াগ্রার আকার অনেক বড় বলে
১২। ⓖ সমতল

১৩। ⓖ জলপ্রপাতের

১৪। ⓖ কানাডা

১৫। ⓚ সমতল ভূমি থেকে

১৬। ⓖ বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না

১৭। (গ) বড় কোনো জলপ্রপাত নেই

১৮। (গ) খরস্রোতা

১৯। (খ) ছিদ্র

২০। (ঘ) সমতল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে

২১। (ক) নায়াগ্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **নায়াগ্রা যাওয়ার কথা কীভাবে উঠল?**

উত্তর : লেখক কানাডা থাকাকালীন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেখানেই কথা প্রসঙ্গে সবাই মিলে নায়াগ্রা যাওয়ার কথা উঠল।

২। **কানাডায় দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয় কেন?**

উত্তর : কানাডার রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা নয়। বরং রেললাইনের মতো সোজা। তাই সে দেশে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

৩। **পাহাড়ের সাথে জলপ্রপাতের সম্পর্ক কী?**

উত্তর : পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। তাই পাহাড় ছাড়া জলপ্রপাত হওয়া সম্ভব নয়।

৪। **জলের ধর্ম কী?**

উত্তর : জলের ধর্ম হচ্ছে গড়িয়ে যাওয়া।

৫। **জলপ্রপাতের কথা কোথায় পড়েছ? জলপ্রপাত কী?**

উত্তর : জলপ্রপাতের কথা আমি আমার বাংলা পাঠ্য বইয়ের ‘দেখে এলাম নায়াগ্রা’ নামক একটি ভ্রমণকাহিনিতে পড়েছি।

জলপ্রপাত বলতে বোঝায় এমন জলধারাকে যেখানে পাহাড় বা উঁচু কোনো স্থান থেকে সমতল ভূমিতে জলের পতন ঘটে। জলপ্রপাতের এই বৈশিষ্ট্যটি ঝর্ণার অনুরূপ হলেও এর আকার ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড় হয়।

৬। **পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম কী?**

উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম নায়াগ্রা।

৭। **ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়?**

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাত উভয়েরই সৃষ্টি পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ হলো জলপ্রপাতের আকার ঝর্ণার তুলনায় অনেক বড়।

৮। **জলপ্রপাত সাধারণত কী থেকে নেমে আসে? নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিস্ময়কর বিষয়টি কী?**

উত্তর : জলপ্রপাত সাধারণত পাহাড় থেকে নেমে আসে। নায়াগ্রার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমতলের একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল প্রপাত। নায়াগ্রার এ বিষয়টিই অত্যন্ত বিস্ময়কর।

৯। **নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?**

উত্তর : নায়াগ্রা কানাডায় অবস্থিত।

১০। **নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?**

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত আর ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য হলো–

১. নায়াগ্রা আকারে ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড়।

২. ঝর্ণার উৎপত্তি হয় পাহাড় থেকে কিন্তু নায়গ্রার উৎপত্তি সমতল ভূমি থেকেই।

১১। **নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?**

উত্তর : নায়াগ্রা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত। সাধারণত জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর মাঝখানে হঠাৎ ফাটল। সেই ফাটলে পানি পতিত হয়েই জলপ্রপাতটি সৃষ্টি হয়েছে। আবার ঐ ফাটলের ভেতর পানি পড়ে কোথায় যাচ্ছে তাও কেউ জানে না। এখানেই নায়াগ্রার বিশেষত্ব।

১২। **নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?**

উত্তর : নায়াগ্রার জলধারা সৃষ্টি হয়েছে খরস্রোতা এক নদী থেকে। নদীটি যে মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার দুই দিকের মাটির মাঝে রয়েছে নদীর সমান চওড়া বিশাল এক ফাটল। নায়াগ্রার জল ঐ ফাটলের ভেতর চলে যায়।

১৩। 'বিশ্ব-ভূমন্ডল বড়ই বিচিত্র'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এখানে।

সাধারণত পাহাড় থেকে জলের পতনেই সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের। অথচ অবিশ্বাস্যভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। খরস্রোতা একটি নদীর জল নদীর সমান চওড়া একটি ফাটলের গহ্বরে পতিত হয়ে নায়াগ্রার উৎপত্তি। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বিস্ময়।

১৪। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর : পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে।

১৫। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোনো পাহাড় থেকে নামেনি।

১৬। নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর পানির পতনের ফলে। নদীটি যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে একটি বিশাল ফাটল। পানি ঐ ফাটলের ভেতরে চলে যায়।

১৭। নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে দুটি কারণে–

১. এটি পাহাড় থেকে পানির পতনের ফলে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর প্রবাহিত একটি নদীর পানির পতনের মাধ্যমে।

২. নায়াগ্রার পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশ করে কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের আকারে অনেক তফাৎ থাকলেও উভয়ের সৃষ্টিই পাহাড়ের ওপর থেকে পানির পতনে। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত নায়াগ্রা সেদিক থেকে একেবারেই আলাদা। সমতল দিয়ে বয়ে চলা একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে পড়ার মাধ্যমে এর সৃষ্টি। সেই পানি গহ্বরে প্রবেশের পর কোথায় যায় সেটিও আরেক রহস্য।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি ১৫০ ফুট ওপর থেকে পাহাড়ের শরীর বেয়ে আছড়ে পড়ছে বড় বড় পাথরের গায়ে। গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা আকাশের দিকে উড়ে গিয়ে তৈরি করছে কুয়াশার আভা। দৃশ্যটি মৌলভীবাজারের নয়নাভিরাম হামহাম জলপ্রপাতের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে একে হাম্মাম বলে ডাকে। পাহাড়ি ত্রিপুরা আদিবাসীরা বলেন, এখানে পানি পতনের স্থানে একসময় পরিরা গোসল করত। গোসলখানার আরবি নাম হাম্মাম। আবার জলের স্রোতধ্বনিকে ত্রিপুরাদের টিপরা ভাষায় হাম্মাম বলে। তাই এ জলপ্রপাতটি হাম্মাম নামে পরিচিত। জলপ্রপাতের চারদিকের শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরানোর উপায়ই থাকে না। জঙ্গলে উল্লুক, বানর, আর হাজার রকমের প্রজাতির পাখির ডাকাডাকি জলপ্রপাতের শব্দের সাথে মিলে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ। অসাধারণ সৌন্দর্যমন্ডিত দুর্গম এ জলপ্রপাতটি বহুদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগের অভাবে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। প্রচার-প্রচারণার অভাবও এর অন্যতম কারণ। এখনও খুব বেশি মানুষ এ জলপ্রপাতটি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **'টিপরা' কী?**

(ক) বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা
(খ) ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা
(গ) ত্রিপুরাদের ভাষায় জলপ্রপাতের নাম
(ঘ) গোসলখানার অন্য নাম

২। **'রোমাঞ্চকর' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত?**

(ক) ন+চ (খ) ঞ+চ
(গ) ন+ঞ+চ (ঘ) ঞ+জ

৩। **কোনটি করলে হামহাম জলপ্রপাত দেখতে আরও বেশি মানুষ আসবে?**

(ক) খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করলে
(খ) ছবি তোলার অনুমতি দিলে
(গ) রাস্তাঘাট উন্নত করলে
(ঘ) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করলে

৪। **এক সময় হামহাম জলপ্রপাতে কারা গোসল করত বলে জনশ্রুতি রয়েছে?**
(ক) পরিরা (খ) রাজা-বাদশাহগণ
(গ) শ্রমিকেরা (ঘ) পর্যটকেরা

৫। **মৌলভীবাজার দেশের কোন বিভাগে অবস্থিত?**
(ক) ঢাকা(খ) চট্টগ্রাম
(গ) খুলনা (ঘ) সিলেট

উত্তর : ১। (খ) ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা; **২**। (খ) ঞ + চ; **৩**। (গ) রাস্তাঘাট উন্নত করলে; **৪**। (ক) পরিরা; **৫**। (ঘ) সিলেট।

❑**নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
পৃষ্ঠপোষকতা	সহায়তা করা।
রোমাঞ্চকর	শিহরণ জাগায় এমন।
নয়নাভিরাম	সুন্দর, দেখতে ভালো লাগে এমন।
আভা	সৌন্দর্য, শোভা।
নাজুক	আঘাত সহ্য করতে পারে না এমন, সঙ্গীন।
উদ্যোগ	আয়োজন।

ক) সকালের আকাশে সূর্যের সোনালি ——— দেখে মন ভরে গেল।
খ) ট্রেনে চড়ার ——— অভিজ্ঞতার কথা ভোলার নয়।
গ) স্যারের ——— ছাড়া অনুষ্ঠানটি করা যেত না।
ঘ) বাড়িটির আশপাশের সবুজ প্রকৃতি খুবই ———।
ঙ) গ্রামের সেতুটি ——— অবস্থায় আছে।

উত্তর : ক) আভা; **খ)** রোমাঞ্চকর; **গ)** পৃষ্ঠপোষকতা; **ঘ)** নয়নাভিরাম; **ঙ)** নাজুক।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) হামহাম জলপ্রপাতের আশপাশের পরিবেশ কেমন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর: হামহাম জলপ্রপাতের পরিবেশ খুবই মনোমুগ্ধকর। আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে পাথরের গায়ে। পাহাড় আর পানির ঘর্ষণে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়ে তৈরি হয়েছে কুয়াশার আভা। নিকটবর্তী বনে রয়েছে বানর, উল্লুকসহ হাজার ধরনের পাখপাখালি। জলপ্রপাতের শব্দের সাথে জঙ্গলের নানা প্রাণীর ডাক মিশে গোটা পরিবেশটা হয়েছে রোমাঞ্চকর।

খ) হামহাম জলপ্রপাতকে অনেকে 'হাম্মাম' জলপ্রপাত বলে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : 'হামহাম' জলপ্রপাতকে ঘিরে স্থানীয় ত্রিপুরা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনি আছে। তা হলো, 'হামহাম' জলপ্রপাতের পানি পতনের স্থানে একসময় পরিরা গোসল করত। গোসলখানাকে আরবিতে বলে 'হাম্মাম'। আবার ত্রিপুরাদের টিপরা ভাষায় জলের স্রোতধ্বনিকেও হাম্মাম বলা হয়। তাই স্থানীয়দের অনেকে এ জলপ্রপাতটিকে 'হাম্মাম' নামেও অভিহিত করেন।

গ) এখনও খুব বেশি মানুষের হামহাম জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য হয়নি কেন তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : এখনও অনেক মানুষ হামহাম জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। কারণ–
১। খুব কম মানুষই এটি সম্পর্কে জানে।
২। এটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত।
৩। যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
৪। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে।
৫। প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণার অভাব রয়েছে।

ঘ) জলপ্রপাতটির উন্নয়নে কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জলপ্রপাতটির উন্নয়নে যা করা উচিত–
১। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
২। চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
৩। পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
৪। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
৫। স্থানীয় জনগণের কাছে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

প্র, ক্র, স্ম, ণ্ড, ন্ধ, চ্ছ।

উত্তর :

প্র = প + র-ফলা (্র) – প্রচুর
- সুন্দরবনে প্রচুর হরিণ আছে।

ক্র = ক + র-ফলা (্র) – শুক্রবার
- শুক্রবারে বিদ্যালয় ছুটি থাকে।

স্ম = স + ম-ফলা (ম্) – স্মৃতি
- গত বনভোজনের স্মৃতি এখনও মনে পড়ে।

ণ্ড = ণ + ড – দণ্ড
- অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হয়।

ন্ধ = ন + ধ – সুগন্ধ
- বেলী ফুলের সুগন্ধে মন মাতে।

চ্ছ = চ + ছ – পুচ্ছ
- পাখিটি পুচ্ছ তুলে নাচছে।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

গ্র, ম্ভ, শ্ব, স্র, হ্ব।

উত্তর :

গ্র = গ + র-ফলা (্র) – আগ্রহ
- খেলাধুলায় খুকীর বেশ আগ্রহ।

ম্ভ = ম + ভ – দম্ভ
- দম্ভ দেখানো ভালো নয়।

শ্ব = শ + ব-ফলা (ব) – আশ্বিন
- ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে শরৎকাল।

স্র = স + র-ফলা (্র) – স্রষ্টা
- আমরা স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি।

হ্ব = হ + ব – আহ্বান
- শিক্ষকের আহ্বানে আমরা মাঠে গেলাম।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম চলো নায়াগ্রা চলো নায়াগ্রা আহ্ দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে

উত্তর : বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা। আহ্, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে!

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

কিন্তু বিশ্ব ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি

উত্তর : কিন্তু বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) উঁচুনিচু বা পাহাড়ি নয় এমন।
খ) ভালো ভাগ্য।
গ) সম্ভব নয় এমন।
ঘ) প্রবল স্রোতবিশিষ্ট।
ঙ) সবচেয়ে বৃহৎ।

উত্তর : ক) সমতল; **খ)** সৌভাগ্য; **গ)** অসম্ভব; **ঘ)** খরস্রোতা; **ঙ)** সর্ববৃহৎ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

হইয়াছিল, উঠিল, যাইব, চড়িয়া, ঘটিতেছে, বহিতেছে।

উত্তর : <u>ক্রিয়াপদ</u>		**<u>চলিত রূপ</u>**
হইয়াছিল	–	হয়েছিল
উঠিল	–	উঠল
যাইব	–	যাব
চড়িয়া	–	চড়ে
ঘটিতেছে	–	ঘটছে
বহিতেছে	–	বইছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

ধীরে, পতন, সম্ভব, বৃহৎ, ভিন্ন।

উত্তর :

<u>মূল শব্দ</u>		**<u>বিপরীত শব্দ</u>**
সম্ভব	–	অসম্ভব
ধীরে	–	দ্রুত
বৃহৎ	–	ক্ষুদ্র
পতন	–	উত্থান
ভিন্ন	–	অভিন্ন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

ইচ্ছা, বন্ধু, বিশ্ব, চোখ, জল।

উত্তর : <u>মূল শব্দ</u>		**<u>সমার্থক শব্দ</u>**
ইচ্ছা	–	আকাঙ্ক্ষা, বাসনা।
বন্ধু	–	মিত্র, মিতা।
বিশ্ব	–	পৃথিবী, ধরণী।
চোখ	–	নয়ন, আঁখি।
জল	–	পানি, নীর।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

সৌভাগ্য, আঁকাবাঁকা, বন্ধু, ইচ্ছা, চওড়া, সমতল।

উত্তর :

<u>মূল শব্দ</u>		**<u>বিপরীত শব্দ</u>**	**<u>মূল শব্দ</u>**		**<u>বিপরীত শব্দ</u>**
সৌভাগ্য	–	দুর্ভাগ্য	ইচ্ছা	–	অনিচ্ছা
আঁকাবাঁকা	–	সোজা	চওড়া	–	সরু
বন্ধু	–	শত্রু	সমতল	–	বন্ধুর

২১. রৌদ্র লেখে জয়
শামসুর রাহমান

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।

১। খাজনা নিতে কারা আসত?
ⓚ বর্গিরা ⓧ মুক্তিসেনারা
ⓖ পাক হানাদাররা ⓖ রাজাকাররা

২। হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিল কারা?
ⓚ বর্গিরা ⓧ ইংরেজরা
ⓖ মুক্তিসেনারা ⓖ আলবদররা

৩। কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে কী?
ⓚ তমসা ⓧ আলো
ⓖ গভীর অন্ধকার ⓖ কষ্ট

৪। কত সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?
ⓚ ১৯৪৭ সালে ⓧ ১৯৫২ সালে
ⓖ ১৯৬৬ সালে ⓖ ১৯৭১ সালে

৫। বাংলাদেশের আগের নাম কী ছিল?
ⓚ পূর্ব পাকিস্তান ⓧ পশ্চিম পাকিস্তান
ⓖ উত্তর পাকিস্তান ⓖ দক্ষিণ পাকিস্তান

৬। ‘রৌদ্র লেখে জয়’ কবিতায় দেশের মাটিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ⓚ মাতৃভাষার সাথে ⓧ মায়ের সাথে
ⓖ মুক্তিসেনার সাথে ⓖ মুক্তিযুদ্ধের সাথে

৭। রৌদ্র কিসের কথা লেখে?
ⓚ পরাজয়ের ⓧ অন্ধকারের
ⓖ জয়ের ⓖ সন্ধ্যার

৮। ‘বর্গি’ শব্দের অর্থ কী?
(ক) পাক হানাদার (খ) মুক্তিযোদ্ধা
(গ) মারাঠা দস্যু (ঘ) ইংরেজ

৯। মুক্তিসেনা কারা?
(ক) যারা মানুষের অর্থ লুট করেছেন
(খ) যারা হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন
(গ) যারা হানাদারদের সাহায্য করেছেন
(ঘ) যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন

১০। ‘সন্ধ্যা’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) সকাল (খ) দুপুর
(গ) বিকেল (ঘ) সাঁঝ

১১। পরাজয়ের কালো সন্ধ্যা দূর হয়ে কী এসেছে?
(ক) জ্যোৎস্না রাত (খ) আলোকিত দিন
(গ) অন্ধকার ভোর (ঘ) জয়ের কালো সন্ধ্যা

১২। কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) বাংলাদেশের জাতিগত বৈচিত্র্যের কথা

(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা
(গ) হানাদারদের বীরত্বের কথা
(ঘ) স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ বর্গিরা
২। ⓖ মুক্তিসেনারা
৩। ⓚ আলো
৪। ⓖ ১৯৭১ সালে
৫। ⓚ পূর্ব পাকিস্তান
৬। ⓚ মায়ের সাথে
৭। ⓖ জয়ের
৮। (গ) মারাঠা দস্যু
৯। (খ) যারা হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন;
১০। (ঘ) সাঁঝ
১১। (খ) আলোকিত দিন
১২। (ঘ) স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **পায়রা কোথায় পাখা মেলে?**

উত্তর : পায়রা নীল আকাশে পাখা মেলে।

২। **কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে কী?**

উত্তর : কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে ভালো।

৩। **'কাল যেখানে পরাজয়ের**
কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে
রৌদ্র লেখে জয়।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : একসময় বাংলাদেশ ছিল পরাধীনতার শেকলে বন্দি। বিদেশি শত্রুরা নানাভাবে আমাদের ওপর শোষণ, নির্যাতন চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

৪। **স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম কী হয়?**

উত্তর : স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

৫। **'বর্গি এল খাজনা নিতে'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : 'বর্গি এল খাজনা নিতে' কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বর্গি অর্থাৎ মারাঠা দস্যুরা লুটতরাজ করে মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিতে আসত।

৬। **বর্গি কারা? তারা কী করেছিল?**

উত্তর : মারাঠা দস্যুরা 'বর্গি' হিসেবে পরিচিত।

বহু পূর্বে বর্গিরা বাংলার মানুষদের নানাভাবে অত্যাচার করত। তারা অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করত। কখনো বা হানা দিয়ে মানুষ হত্যা করত ও ধনসম্পদ লুট করত।

৭। **হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?**

উত্তর : হানাদাররা এদেশের মানুষের ওপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছিল। তারা আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ হানাদারদের অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছিল। তাই হানাদারদের কথা এদেশের মানুষ ভুলবে না।

৮। **মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?**

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন। তাই তাঁদের কথা এ দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।

৯। **মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?**

উত্তর : মুক্তিসেনারা পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। মানুষের ওপর তারা অনেক অত্যাচার চালিয়েছিল। দেশ থেকে তাদের তাড়াতেই মুক্তিসেনারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

১০। **'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'- কথাটি ব্যাখ্যা করি।**

উত্তর : পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে একসময় এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়- এ বিষয়টিই বলা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে।বর্গিরা এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। তারা যাওয়ার পর পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। ফলে এদেশের বুক থেকে কালো ছায়া সরে গিয়ে আলোকিত দিনের সূচনা ঘটে।

১১। **বর্গিরা কী নিতে এলো?**

উত্তর : বর্গিরা খাজনা নিতে এলো।

১২। **বর্গিরা কীভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করত?**

উত্তর : বর্গিরা নানাভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত। তারা এদেশের মানুষদের মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, তাদের ধনসম্পদ লুট করে পালিয়ে যেত।

১৩। **মুক্তিসেনাদের কথা দেশের মানুষ ভুলবে না কেন?**

উত্তর : মুক্তিসেনারা হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশকে শত্রুমুক্ত করেছেন। তাই তাঁদের কথা দেশের মানুষ কখনও ভুলবে না।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে শত্রুরা এসে এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করেছে। একসময় এদেশবাসী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণে লড়াই করেছেন। অবশেষে এদেশ থেকে পরাধীনতার অন্ধকার দূর হয়ে মুক্তির আলোকিত দিন এসেছে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

বিজয় দিবস বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে এই দিনে আমরা শত্রুমুক্ত স্বদেশ লাভ করি। প্রায় দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসন-শোষণের অবসান হয় ১৯৪৭ সালে। জন্ম হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। আজকের বাংলাদেশের নাম তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ব্রিটিশদের পর আমরা আবার পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারীদের হাতে নতুন করে পরাধীন হলাম। একই দেশের নাগরিক হয়েও সম-অধিকার পাওয়া তো দূরের কথা বরং আমরা শিকার হই নির্যাতন, নিষ্পেষণের। এমনকি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার ওপরও আঘাত আসে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৫২ সালে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার লাভ করি। এরপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে এসে পৌঁছাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষণে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মরণপণ সংগ্রামে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে হানাদার বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **ব্রিটিশদের পর আমরা কাদের অত্যাচারের শিকার হয়েছি?**
(ক) বাঙালি শাসকদের
(খ) পাকিস্তানি শাসকদের
(গ) ইংরেজ শাসকদের
(ঘ) ভারতীয় শাসকদের

২। **বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভ করে কত সালে?**
(ক) ১৯৪৭ সালে (খ) ১৯৫২ সালে
(গ) ১৯৫৭ সালে (ঘ) ১৯৭১ সালে

৩। **বাংলাদেশের পূর্ব নাম কী?**
(ক) পাকিস্তান (খ) পূর্ব পাকিস্তান
(গ) পশ্চিম পাকিস্তান (ঘ) পূর্ববাংলা

৪। **অনুচ্ছেদে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–**
(ক) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
(খ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
(গ) পাকিস্তানিদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের কথা

(ঘ) মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের কথা

৫। **‘বঙ্গবন্ধু’ কার উপাধি?**

(ক) এ কে ফজলুল হকের
(খ) শেখ মুজিবুর রহমানের
(গ) মওলানা ভাসানীর
(ঘ) তাজউদ্দীন আহমদের

উত্তর : ১। (খ) পাকিস্তানি শাসকদের; **২**। (খ) ১৯৫২ সালে; **৩**। (খ) পূর্ব পাকিস্তান; **৪**। (খ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস; **৫**। (খ) শেখ মুজিবুর রহমানের।

❑নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	অর্থ
অবসান	সমাপ্তি।
আহ্বান	ডাক।
আত্মসমর্পণ	অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া।
নিঃশর্ত	কোনো রকম শর্ত ছাড়াই।
পরাধীন	অপরের অধীন।
স্বৈরাচারী	স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল।

ক) হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ——— করল।
খ) ——— শাসকদের কারণে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে।
গ) সূর্য অস্ত গেলে দিনের ——— ঘটে।
ঘ) বাদল স্যার ছাত্রদের ——— ক্ষমা করে দিলেন।
ঙ) করিম মিয়ার ——— শুনে সবাই নৌকায় উঠল।

উত্তর : ক) আত্মসমর্পণ; **খ)** স্বৈরাচারী; **গ)** অবসান; **ঘ)** নিঃশর্ত; **ঙ)** আহ্বান।

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক) ১৯৪৭ সালে কী কী ঘটেছিল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১৯৪৭ সালে যা যা ঘটেছিল–

১। প্রায় দুইশ বছরব্যাপী চলা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।
২। পাকিস্তান নামক নতুন একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।
৩। সে রাষ্ট্রের একটি অংশ করা হয় আমাদের এই ভূখণ্ডটিকে।
৪। এই ভূখণ্ডের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

খ) মুক্তিযুদ্ধের আগে আমরা কীভাবে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের নির্যাতনের শিকার হই? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের আগে আমরা পাকিস্তানিদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হই।

১। পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের হাতে পরাধীন অবস্থাতেই থেকে যায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা।
২। তাদেরকে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।
৩। নানাভাবে নিষ্পেষণের শিকার হয় তারা।
৪। এমনকি মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

গ) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা জান পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা জানি তা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো–

১। পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।
২। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশবাসী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
৩। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
৪। মুক্তিযুদ্ধ চলেছে নয় মাস ধরে।
৫। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করি।

ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবপূর্ণ একটি দিন। কেননা এ দিনেই পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে এ দেশ শত্রুমুক্ত হয়। অর্থাৎ এ দিনেই আমরা চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা লাভ করি।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ নিচের শব্দগুলো থেকে যুক্তবর্ণ আলাদা করে ভেঙে দেখাও এবং তা দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

ঙ্গ, ন্দ, দ্র, ষ্ঠ, স্ত।

উত্তর :

ঙ্গ = ঙ + গ —হাঙ্গামা
- হাঙ্গামা দেখে স্যার ক্লাসে ঢুকলেন।

ন্দ = ন + দ — ছন্দ
- ছড়াটির ছন্দ খুব মজার।

দ্র = দ + র-ফলা (্র) — দ্রব্য
- দিন দিন পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে।

ষ্ঠ = ষ + ঠ — ষষ্ঠ
- সেলিম ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।

স্ত = স + ত — ব্যস্ত
- বাবা আজ সারা দিন ব্যস্ত থাকবেন।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) মুক্তির জন্য যে সেনা লড়াই করে;
খ) শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট;
গ) মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ;
ঘ) হানা দিয়ে আক্রমণ করে যারা;
ঙ) ভাগ্য খারাপ যার।

উত্তর : **ক)** মুক্তিসেনা; **খ)** শ্যামল; **গ)** মুক্তিযুদ্ধ; **ঘ)** হানাদার; **ঙ)** দুর্ভাগা।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

করিয়াছিল, ভুলিবে, লইতে, হইয়াছে, মারিল।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ	চলিতরূপ
করিয়াছিল	করেছিল
ভুলিবে	ভুলবে
লইতে	নিতে
হইয়াছে	হয়েছে
মারিল	মারল

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

যুদ্ধ, বীর, ভাগ্যহীন, শহর, আজ।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
যুদ্ধ	–	শান্ত
বীর	–	ভীতু
ভাগ্যহীন	–	ভাগ্যবান
শহর	–	গ্রাম
আজ	–	কাল

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

যুদ্ধ, খাজনা, জয়, আঁধার, আলো, মা।

উত্তর : মূল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
যুদ্ধ	–	সংগ্রাম, লড়াই।
খাজনা	–	ট্যাক্স, কর।

জয় – বিজয়, জিত।
আঁধার – অন্ধকার, তমসা।
আলো – জ্যোতি, কিরণ।
মা – মাতা, জননী।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

তাদের কথা দেশের মানুষ
লড়ে মুক্তি-সেনা,
পায়রা মেলে পাখা,
হানাদারের সঙ্গে জোরে
আবার দেখি নীল আকাশে
কখনো ভুলবে না।

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) এদেশে কারা খাজনা নিতে আসত?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো-

হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তি-সেনা,
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।
আবার দেখি নীল আকাশে
পায়রা মেলে পাখা,

খ) কবিতাংশটি 'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতার অংশ।
গ) কবিতাটির কবির নাম শামসুর রাহমান।
ঘ) বর্গি তথা মারাঠা দস্যুরা এদেশে খাজনা নিতে আসত।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা
২২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **মওলানা ভাসানী কাদের অতি আপনজন?**
ⓚ মেহনতি মানুষের
ⓚ বড়লোক মানুষদের
ⓖ অধিক বয়সী মানুষের
ⓖ প্রবাসী মানুষের

২। **মওলানা ভাসানীকে কোনটি বলা হয়?**
ⓚ অবিসংবাদিত জননেতা
ⓚ মজলুম জননেতা

ⓖ ধর্মীয় জননেতা
ⓖ ভাসানচরের জননেতা

৩। **মওলানা ভাসানী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?**
ⓚ কাগমারি ⓚ ভাসানচর
ⓖ ধানগড়া ⓖ সন্তোষ

৪। **মওলানা ভাসানীর জন্মসাল কোনটি?**
ⓚ ১৮৬০ ⓚ ১৮৭০
ⓖ ১৮৮০ ⓖ ১৮৯০

৫। **ইরাক থেকে আগত পীর ভাসানীকে দেওবন্দ পাঠান কেন?**
ⓚ শিক্ষা লাভের জন্য
ⓚ রাজনীতি চর্চার জন্য
ⓖ ধর্মীয় চর্চার জন্য
ⓖ আন্দোলন করার জন্য

৬। **কাগমারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় কোন বিষয়টি মওলানা ভাসানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে?**
ⓚ নারীদের অধিকারহীনতা
ⓚ জমিদারের অন্যায়-অবিচার
ⓖ পাকিস্তানিদের অত্যাচার
ⓖ বাঙালির নিরক্ষরতা

৭। **জমিদারের কুনজরের কারণে মওলানা ভাসানীকে–**
ⓚ কর্মস্থল ছাড়তে হয় ⓚ দেশ ছাড়তে হয়
ⓖ ভারতবর্ষ ছাড়তে হয় ⓖ জন্মস্থান ছাড়তে হয়

৮। **কত বছর বয়সে মওলানা ভাসানী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন?**
ⓚ বিশ বছর ⓚ একুশ বছর
ⓖ বাইশ বছর ⓖ তেইশ বছর

৯। **কোন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে মওলানা ভাসানী সতেরো মাস কারারুদ্ধ ছিলেন?**
ⓚ ভাষা আন্দোলন
ⓚ জমিদারি উচ্ছেদ আন্দোলন
ⓖ ছয় দফা আন্দোলন
ⓖ অসহযোগ আন্দোলন

১০। **সিরাজগঞ্জের জনসভায় জমিদারদের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানালে মওলানা ভাসানীর কী পরিণতি হয়?**
ⓚ জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হন
ⓚ চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন
ⓖ কারাভোগ করতে বাধ্য হন
ⓖ সহায়-সম্পত্তি হারাতে বাধ্য হন

১১। **ভাসানচর কোথায় অবস্থিত?**
ⓚ সিরাজগঞ্জে ⓚ কলকাতায়
ⓖ টাঙ্গাইলে ⓖ আসামে

১২। **মওলানা ভাসানী কত সালে পূর্ববাংলায় ফিরে আসেন?**
ⓚ ১৯৪২ সালে ⓚ ১৯৪৭ সালে
ⓖ ১৯৫২ সালে ⓖ ১৯৫৭ সালে

১৩। **কত সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়?**
ⓚ ১৯৪৭ সালের ⓚ ১৯৫৪ সালের
ⓖ ১৯৬২ সালের ⓖ ১৯৭০ সালের

১৪। **১৯৭০ সালের নভেম্বরে পল্টন ময়দানে দেওয়া ভাষণে ভাসানী কাদের বিষয়ে বাঙালিকে সতর্ক করেছিলেন?**

ⓚ জমিদারদের ⓚ পাকিস্তানিদের

ⓖ ব্রিটিশদের ⓖ শিল্পমালিকদের

১৫। **মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মওলানা ভাসানী কোথায় যান?**

ⓚ ভারতে ⓚ পাকিস্তানে
ⓖ আমেরিকায় ⓖ ইংল্যান্ডে

১৬। **মওলানা ভাসানীর মৃত্যু হয় কোথায়?**

ⓚ ঢাকায় ⓚ টাঙ্গাইলে
ⓖ আসামে ⓖ কলকাতায়

১৭। **মওলানা ভাসানী সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার সবই ছিল–**

ⓚ ধর্মীয় চেতনামূলক ⓚ জনকল্যাণকর
ⓖ দেশবিরোধী ⓖ শিক্ষাসংক্রান্ত

১৮।**মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?**

ⓚ নির্যাতিত ⓚ অবহেলিত
ⓖ সুখী ⓖ বড়লোক

১৯। **মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?**

ⓚ ইরাকের ⓚ বাংলাদেশের
ⓖ ভারতের ⓖ পাকিস্তানের

২০। **তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?**

ⓚ গ্রামের মানুষের কারণে
ⓚ জমিদারদের কারণে
ⓖ ব্যবসায়ীদের কারণে
ⓖ রাজনৈতিক কারণে

২১। **মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন–**

ⓚ আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি
ⓚ আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি
ⓖ আমি সুখী মানুষের কথা বলি
ⓖ আমি ভালো মানুষের কথা বলি

২২।**মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গঠন করেন–**

ⓚ যুক্তফ্রন্ট ⓚ যুক্তদল
৩. যুবফোরাম ⓖ যুবফ্রন্ট

২৩।**মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর কী ছিলেন?**

ⓚ সদস্য ⓚ প্রেসিডেন্ট
ⓖ সহকারী ⓖ কেউ নন

২৪।**তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন?**

ⓚ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ⓚ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
ⓖ শেরে বাংলা ফজলুল হক
ⓖ শেখ মুজিবুর রহমান

২৫। **অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–**

(ক) মওলানা ভাসানীর জন্মপরিচয় সম্পর্কে
(খ) মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কথা
(গ) মওলানা ভাসানীর সাধারণ জীবন যাপনের কথা
(ঘ) মওলানা ভাসানীর বিদ্যানুরাগের কথা

২৬। **‘বিষ-নজর’ শব্দের অর্থ কী?**

(ক) দুর্বল দৃষ্টিশক্তি (খ) ক্ষোভের শিকার
(গ) প্রখর দৃষ্টিশক্তি (ঘ) বিশেষ অনুরাগ

২৭। **'নিপীড়ন' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) সহায়তা (খ) শাসন
(গ) পলায়ন (ঘ) অত্যাচার

২৮। **'টাঙ্গাইল' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?**
(ক) ঙ + গ (খ) ড + গ
(গ) ঞ + গ (ঘ) ন + গ

২৯। **ভাসানচরের জনসভায় মওলানা ভাসানী কাদের পক্ষে কথা বলেন?**
(ক) শিক্ষকদের (খ) কৃষকদের
(গ) রাজনীতিবিদদের (ঘ) নারীদের

৩০। **১৯৭১ সালে কার নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়?**
(ক) মওলানা ভাসানীর
(খ) এ. কে. ফজলুল হকের
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
(ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর

৩১। **'উপদেষ্টা' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) নেতা (খ) পরামর্শদাতা
(গ) পরিচালক (ঘ) প্রতিষ্ঠাতা

৩২। **মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয় কেন?**
(ক) ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ছিলেন বলে
(খ) তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় বলে
(গ) তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন বলে
(ঘ) তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে

৩৩। **'স্বাধীন' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) মুক্ত (খ) অন্যের অধীন
(গ) যুদ্ধে বিজয়ী (ঘ) নিঃসঙ্গ

৩৪। **অনুচ্ছেদটি আমাদের কী ধারণা দেয়?**
(ক) মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে
(খ) মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে
(গ) মওলানা ভাসানীর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে
(ঘ) দেশ গঠনে মওলানা ভাসানীর অবদান সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১।	ক	মেহনতি মানুষের
২।	খ	মজলুম জননেতা
৩।	গ	ধানগড়া
৪।	গ	১৮৮০
৫।	ক	শিক্ষা লাভের জন্য
৬।	খ	জমিদারের অন্যায়-অবিচার
৭।	খ	দেশ ছাড়তে হয়
৮।	গ	বাইশ বছর
৯।	ঘ	অসহযোগ আন্দোলন
১০।	ক	জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হন
১১।	ঘ	আসামে
১২।	খ	১৯৪৭ সালে
১৩।	খ	১৯৫৪ সালের

১৪। ⓖ শিল্পমালিকদের
১৫। ⓚ ভারতে
১৬। ⓚ ঢাকায়
১৭। ⓚ জনকল্যাণকর
১৮। ⓚ নির্যাতিত
১৯। ⓚ ইরাকের
২০। ⓚ জমিদারদের কারণে
২১। ⓚ আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি
২২। ⓚ যুক্তফ্রন্ট
২৩। ⓚ সদস্য
২৪। ⓚ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
২৫। (খ) মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কথা
২৬। (খ) ক্ষোভের শিকার
২৭। (ঘ) অত্যাচার
২৮। (ক) ঙ + গ
২৯। (খ) কৃষকদের
৩০। (গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
৩১। (খ) পরামর্শদাতা
৩২। (গ) তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন বলে
৩৩। (ক) মুক্ত
৩৪। (খ) মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **মওলানা ভাসানীর পিতা-মাতার নাম লেখ।**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। তাঁর মাতার নাম মোসাম্মৎ মজিরন বিবি।

২। **বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী কার কাছে আশ্রয় পান?**
উত্তর : বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী তাঁর এক চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে আশ্রয় পান।

৩। **কোথায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন?**
উত্তর : ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন।

৪। **কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি কী ছিল?**
উত্তর : কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি ছিল 'দেশবন্ধু'।

৫। **মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কী?**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

৬। **১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা কী ছিল?**
উত্তর : ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

৭। **ভাসানী ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন কেন?**
উত্তর : ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী কাগমারিতে এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ যোগ দেন। তাঁদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরাই ছিল মওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্য।

৮। **পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা কোন কোন বিষয়ের নামে পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করছিল?**
উত্তর : পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছিল।

৯। **পাকিস্তানি সৈন্যরা মওলানা ভাসানীর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় কেন?**
উত্তর : মওলানা ভাসানী পাকিস্তানিদের শোষণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাদের ব্যাপারে পূর্ববাংলার মানুষদের সতর্ক করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতে যান। এসব কারণেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১০। মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন কেমন ছিল?

উত্তর : মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। খুবই সাধারণ একটা বাড়িতে তিনি বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার।

১১। মওলানা ভাসানীকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

উত্তর : মওলানা ভাসানীকে সমাহিত করা হয় টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে অবস্থিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

১২। শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন?

উত্তর : শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানীকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল।

- জমিদারের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কর্মস্থল কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল। এমনকি একপর্যায়ে জন্মভূমি ত্যাগেও বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।
- অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সতেরো মাস তিনি কারাভোগ করেন।
- ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৩। মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?

উত্তর : মজলুম জননেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

মওলানা ভাসানী চিরকাল মজলুম অর্থাৎ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। তাদের সুখে-দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এজন্যই তাঁকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

১৪। মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী প্রথমে চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে থেকে মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে ইরাক থেকে আগত এক পীর তাঁকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়ার জন্য পাঠান।

১৫। কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

উত্তর : কাগমারি থাকার সময় ভাসানী জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। জমিদার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। জমিদারের কারণেই তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়।

১৬। কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?

উত্তর : ১৯২৪ সালে মওলানা ভাসানী এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে। এ সভায় তিনি বাঙালি কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ সমাজেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে 'ভাসানচরের মওলানা' নাম দেয়। পরে তাঁর নাম দেওয়া হয় 'ভাসানী'। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী।

১৭। পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে মওলানা ভাষণে যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু হলো নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়।

১৮। শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

উত্তর : এ দেশের মানুষের শিক্ষার প্রসারে মওলানা ভাসানীর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯। মওলানা ভাসানী কোথায় শিক্ষকতা শুরু করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

২০। কোন সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়? এরপর তিনি কোথায় যান?

উত্তর : ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে একটি সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়। এরপর তিনি আসামের জলেশ্বরে চলে যান।

২১। অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য হলো–

১। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী।

২। তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন।

২২। মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য কোথায় চলে যান?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান।

২৩। মওলানা ভাসানী কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান। সেখানে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টাম-লীর সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

২৪। কোনো পদমর্যাদা ও মোহ মওলানা ভাসানীকে আকৃষ্ট করেনি কেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন আদর্শবান মানুষ। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে তাদের সেবায় কাজ করতে চেয়েছেন। নির্লোভ মানসিকতার কারণে কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মওলানা ভাসানী অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এ জন্য তাঁকে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। কারাগারেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীত স্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাল্যকালে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ ছিল না। গৃহশিক্ষক রেখে বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান আইনবিদ্যা পড়তে। সেখানে তিনি আইনবিদ্যা পড়া শুরুও করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চার আকর্ষণে পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারেন নি। ১৮৮০ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে। তবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা আয়তনে ব্যাপক। বলাকা, সোনার তরী, পুনশ্চ, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর ছোটগল্প ও গানসমূহ যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে। তাঁর যাবতীয় রচনাগুলো ৩২ খণ্ডে 'রবীন্দ্র রচনাবলি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, বাংলা ১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ মৃত্যুবরণ করেন।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে–**
(ক) বিশ্বকবির দেশপ্রেমের কথা
(খ) বিশ্বকবির স্বপ্নের কথা
(গ) বিশ্বকবির জীবন ও কর্মের কথা
(ঘ) বিশ্বকবির কবিতার কথা

২। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী কবে পালন করা হয়?**
(ক) ৭ই জানুয়ারি (খ) ৭ই এপ্রিল
(গ) ৭ই মে (ঘ) ৭ই আগস্ট

৩। **ব্রিটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথকে কোনটি দিয়ে সম্মানিত করে?**
(ক) 'নোবেল' পুরস্কার দিয়ে
(খ) 'বিশ্বকবি' উপাধি দিয়ে
(গ) 'নাইট' উপাধি দিয়ে
(ঘ) 'সর্বশ্রেষ্ঠ' সাহিত্যিক উপাধি দিয়ে

৪। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–**
(ক) এশিয়ার একমাত্র নোবেল বিজয়ী
(খ) বিশ্বের প্রথম নোবেল বিজয়ী
(গ) সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী
(ঘ) প্রথম এশীয় নোবেল বিজয়ী

৫। **'পুনশ্চ' শব্দের যুক্তবর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দ কোনটি?**
(ক) বঞ্চিত (খ) আশ্চর্য
(গ) শ্মশান (ঘ) বিশ্ব

উত্তর : ১। (খ) বিশ্বকবির জীবন ও কর্মের কথা; **২।** (গ) ৭ই মে; **৩।** (গ) নাইট উপাধি দিয়ে; **৪।** (ঘ) প্রথম এশীয় নোবেল বিজয়ী; **৫।** (খ) আশ্চর্য।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
একাধারে	একই সঙ্গে।
চিত্রকর	ছবি আঁকেন যিনি।
ঔপন্যাসিক	উপন্যাস রচনা করেন যিনি।
অনুবাদ	এক ভাষার কথাকে অন্য ভাষায় বলা বা লেখা।
সংকলিত	সংগৃহীত, একত্রিত।
যাবতীয়	সমস্ত, সমগ্র।

ক) ——— আমাদেরকে তাঁর আঁকা ছবি দেখালেন।
খ) বাবা একটি ইংরেজি কবিতা বাংলায় ——— করেছেন।
গ) সালাম স্যার আমাদের ——— বাংলা ও ভূগোল পড়ান।
ঘ) সঞ্চিতায় কাজী নজরুলের কাব্যসমূহ ——— হয়েছে।
ঙ) কবির সাহেব তাঁর ——— সম্পত্তি গরিব মানুষকে দান করে গেছেন।

উত্তর: ক) চিত্রকর; **খ)** অনুবাদ; **গ)** একাধারে; **ঘ)** সংকলিত; **ঙ)** যাবতীয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।
২। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা যায়।
৩। এশীয়দের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান।
৪। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে।
৫। গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহ সংকলিত হয়েছে।

খ) 'তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী'– কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ ছিল। তিনি একই সাথে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। একাধারে এত সব শাখায় প্রতিভার প্রমাণ রাখায় রবীন্দ্রনাথকে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী বলা হয়েছে। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে ধরা হয়।

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আইনবিদ্যা শিক্ষায় ব্যর্থতার বিষয়টি তিনটি বাক্যে লেখ। রবীন্দ্রনাথের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৮ সালে আইনবিদ্যা পড়তে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্যচর্চার দিকে। এ কারণে আইনবিদ্যায় ভর্তি হয়েও তিনি তা সমাপ্ত করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কাব্যগ্রন্থ হলো– বলাকা ও সোনার তরী।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি ও ত্যাগের ঘটনাটি লেখ।

উত্তর : ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'নাইট' উপাধি প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ম্ম, দৃ, ত্ম, ক্ত, চ্চ।

উত্তর :

ম্ম = ম + ম – আম্মা
– আম্মা আমাকে খুব স্নেহ করেন।
দৃ = দ + ঋ-ফলা (ৃ) – দৃপ্ত
– সৈনিকেরা দৃপ্ত ভঙ্গিতে কুচকাওয়াজ করছে।
ত্ম = ত + ম-ফলা (্ম)– আত্মীয়
– লোকটি আমাদের আত্মীয় হন।
ক্ত = ক + ত – ভক্ত
– বকুল ক্রিকেট খেলার ভক্ত।
চ্চ = চ + চ – উচ্চতা
– দেয়ালটির উচ্চতা ছয় ফুট।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন কর।**

ঞ্জ, ন্দ, স্ব, শ্র, ষ্ণ।

উত্তর :

ঞ্জ = ঞ + জ – গঞ্জনা
– ছেলেটিকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়।
ন্দ = ন + দ – ছন্দ
– খুকী কবিতাটি ছন্দে ছন্দে আবৃত্তি করছে।

স্ব = স + ব-ফলা (্ব) – স্বাভাবিক
– বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড গরম পড়াই স্বাভাবিক।
শ্র = শ + র-ফলা (্র) – শ্রাবণ
– শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টিপাত হয়।
ণ্ড = ণ + ড – কাণ্ড

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেটি আবার লেখ।**

বাংলার কৃষক মজুর শ্রমিকের অতি আপনজন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চিরকাল নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি

উত্তর : বাংলার কৃষক-মজুর-শ্রমিকের অতি আপনজন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। চিরকাল নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

এ সম্মেলন কাগমারি সম্মেলন নামে খ্যাত এ সম্মেলনে যোগ দেন দেশ বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন

উত্তর : এ সম্মেলন ‘কাগমারি সম্মেলন’ নামে খ্যাত। এ সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) নির্যাতনের শিকার হয়েছে যে **খ)** উপদেশ দেন যিনি
গ) সম্পূর্ণরূপে অন্যের বশ্যতা স্বীকার
ঘ) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত **ঙ)** আড়ম্বরবিহীন

উত্তর : ক) নির্যাতিত; **খ)** উপদেষ্টা; **গ)** আত্মসমর্পণ;
ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক; **ঙ)** অনাড়ম্বর।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

পাঠাইয়া, ছাড়িতে, থাকিবার, চালাইতেছে, খাইতেন।

উত্তর : সাধু রূপ		চলিতরূপ
পাঠাইয়া	–	পাঠিয়ে
ছাড়িতে	–	ছাড়তে
থাকিবার	–	থাকার
চালাইতেছে	–	চালাচ্ছে
খাইতেন	–	খেতেন

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

আপন, আশ্রয়, সতর্ক, জনমুখী, নিরহংকার, অনাড়ম্বর, প্রিয়।

উত্তর : মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
আপন	–	পর
আশ্রয়	–	নিরাশ্রয়
সতর্ক	–	অসতর্ক
জনমুখী	–	জনবিরোধী
নিরহংকার	–	অহংকারী
অনাড়ম্বর	–	আড়ম্বর
প্রিয়	–	অপ্রিয়

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

স্নেহ, জুলুম, বাড়ি, সংগ্রাম, বিপুল।

উত্তর : মূল শব্দ		**সমার্থক শব্দ**
স্নেহ	–	আদর, মমতা।
জুলুম	–	নির্যাতন, নিপীড়ন।
বাড়ি	–	ঘর, আলয়।
সংগ্রাম	–	লড়াই, যুদ্ধ।

বিপুল – প্রচুর, অনেক বেশি।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

২৪. অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। **রুমা রুবার কী হয়?**
ⓚ বান্ধবী ⓚ খালাতো বোন
ⓖ মা ⓖ আপন বোন

২। **রুমার জন্মদিনে কোন গাছটি ফুলে ভরে ছিল?**
ⓚ গোলাপ ⓚ বেলী
ⓖ শিউলি ⓖ কৃষ্ণচূড়া

৩। **রুবার জন্মদিনে কিসের সুগন্ধে চারদিক ভরে গিয়েছিল?**
ⓚ শিউলি ফুলের
ⓚ হাস্নাহেনা ফুলের
ⓖ আমের বোলের
ⓖ পাকা কাঁঠালের

৪। **রুবার বয়স কত?**
ⓚ আট বছর ⓚ দশ বছর
ⓖ বারো বছর ⓖ চৌদ্দ বছর

৫। **রুবার জন্মদিনের গল্পটা কে বলেছিলেন?**
ⓚ রাহেলা বানু ⓚ জসীম মিয়া
ⓖ রুবা নিজেই ⓖ রুমা

৬। **রুমা ও রুবা বেণীর সাথে কী গেঁথে রাখে?**
ⓚ শিউলি ফুল
ⓚ বুনোফুল
ⓖ আমের মুকুল
ⓖ গোলাপের পাপড়ি

৭। **রুমা ও রুবা কোথায় ফুলের পাপড়ি চাপা দিয়ে রাখে?**
ⓚ বালিশের নিচে
ⓚ তোশকের নিচে
ⓖ খাতার ভেতর
ⓖ বইয়ের ভেতর

৮। **জসীম মিয়া বাজার থেকে কী কিনে এনেছিলেন?**
ⓚ চাল-ডাল ⓚ চিড়ে-মুড়ি

ⓖ আম-কাঁঠাল ⓖh তেল-নুন

৯। **লোকজন কোথায় বসে রেডিও শুনছিলেন?**

(ক) নদীর ধারে
(খ) আমগাছের নিচে
(গ) স্কুল মাঠে
(ঘ) বটগাছের নিচে

১০। **বিবিসির খবর শুনে লোকজন উত্তেজিত হয়ে কী বলল?**

(ক) এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
(খ) আমাদের যুদ্ধ করতে হবে
(গ) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
(ঘ) গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে

১১। **রুমা ও রুবা অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে কিসের কথা বলে?**

(ক) যুদ্ধ করার কথা
(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের আসার কথা
(গ) বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা
(ঘ) বাবার মৃত্যুর কথা

১২। **বঙ্গবন্ধু কোন তারিখের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন?**

(ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি (খ) ৭ই মার্চ
(গ) ১৭ই এপ্রিল (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

১৩। **জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে কী শিখে নেন?**

(ক) লেখাপড়া (খ) যুদ্ধের কৌশল
(গ) প্রাথমিক চিকিৎসা (ঘ) গাড়ি চালানো

১৪। **জসীম কী গড়ে তুলছিলেন?**

(ক) হানাদার বাহিনী
(খ) রাজাকার বাহিনী
(গ) শান্তি বাহিনী
(ঘ) মুক্তিবাহিনী

১৫। **জসীম কখন বাজারে গিয়েছিলেন?**

(ক) সকালে (খ) দুপুরে
(গ) বিকেলে (ঘ) সন্ধ্যায়

১৬। **জসীমের শরীরে কোথায় বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?**

(ক) মাথায় (খ) গলায়
(গ) বুকে (ঘ) পেটে

১৭। **জসীমের গায়ে কয়টি বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?**

(ক) একটি (খ) দুইটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) অসংখ্য

১৮। **জসীম কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?**

(ক) বুলেটবিদ্ধ হয়ে (খ) নদীতে ডুবে
(গ) রাজাকারদের নির্যাতনে (ঘ) ছুরিকাহত হয়ে

১৯। **রাহেলা কবে জসীমের মৃত্যুর কথা জানতে পারেন?**

(ক) যেদিন মারা যায়
(খ) মৃত্যুর পরদিন
(গ) মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর
(ঘ) মৃত্যুর কয়েক মাস পর

২০। **রুমা-রুবাদের বাড়িতে আগুন লাগেনি কেন?**

(ক) মিলিটারিরা এত দূর আসেনি বলে
(খ) বড় বটগাছ ছিল বলে

ⓖ বাতাস কম ছিল বলে
ⓘ বড় আমগাছ ছিল বলে

২১। **রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন কেন?**
ⓚ ঘর পুড়ে যাওয়ায়
ⓛ মিলিটারিদের ভয়ে
ⓖ স্বামী হারানোর বেদনায়
ⓘ গোলাগুলির শব্দ শুনে

২২। **রাহেলাকে কারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল?**
ⓚ রুমা ও রুবা ⓛ মুক্তিযোদ্ধারা
ⓖ গাঁয়ের মুরব্বিরা ⓘ গাঁয়ের মেয়েরা

২৩। **যুদ্ধ বলতে রুমা কী বুঝল?**
ⓚ মায়ের জ্ঞান হারানো
ⓛ বাবার মরে যাওয়া
ⓖ গাঁয়ে মিলিটারি আসা
ⓘ মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা

২৪। **রাহেলা বানু ভাত রান্না করার জন্য চাল কীভাবে পেয়েছিলেন?**
ⓚ জসীম কিনে রেখেছিলেন
ⓛ মুক্তিযোদ্ধারা দিয়ে গিয়েছিলেন
ⓖ পাশের বাড়ি থেকে এনেছিলেন
ⓘ বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন

২৫। **মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে কে?**
ⓚ রুমা ⓛ রুবা
ⓖ রাহেলা ⓘ জসীম

২৬। **রাহেলা দরজা খুলে দিলে ঘরে কারা দ্রুত ঢুকে পড়ে?**
ⓚ রুমা ও রুবা ⓛ মুক্তিযোদ্ধারা
ⓖ মিলিটারিরা ⓘ রাজাকাররা

২৭। **মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ঢুকে প্রথমে কী করে?**
ⓚ দরজা বন্ধ করে ⓛ ভাত খেতে বসে
ⓖ ঘুমিয়ে নেয় ⓘ হাত মুখ ধোয়

২৮। **জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি কোনটি?**
ⓚ বঙ্গবীর ⓛ বাংলার বাঘ
ⓖ বঙ্গবন্ধু ⓘ বাংলার নেতা

২৯। **দুজন মুক্তিযোদ্ধা রাহেলা বানুর বাড়িতে কেন এসেছিলেন?**
ⓚ ভাত খেতে ⓛ টাকা নিতে
ⓖ অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে ⓘ ঘুমোতে

৩০। **মুক্তিযোদ্ধারা ভাত খেয়ে কী করবে?**
ⓚ অস্ত্র আনতে যাবে
ⓛ ক্যাম্পে যাবে
ⓖ নিজেদের বাড়িতে যাবে
ⓘ যুদ্ধ করতে যাবে

৩১। **রুমা কী ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল?**
ⓚ গ্রেনেড ⓛ বুলেট
ⓖ রাইফেল ⓘ পতাকা

৩২। **এক সের = কত কিলোগ্রাম?**
ⓚ ০.৮০ কিলোগ্রাম ⓛ ০.৯৩ কিলোগ্রাম
ⓖ ১.৫০ কিলোগ্রাম ⓘ ৯.৩০ কিলোগ্রাম

৩৩। **ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?**
ⓚ বইয়ের মধ্যে ⓛ বালিশের নিচে

ⓖ কৌটার মধ্যে ⓖ খাতার মধ্যে

৩৪। **আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?**

ⓚ বাজারের খবর ⓚ যুদ্ধের খবর

ⓖ গণহত্যার খবর ⓖ বাড়ির খবর

৩৫। **রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে-**

ⓚ বাবার মরে যাওয়া

ⓚ মায়ের মরে যাওয়া

ⓖ ভাই বোনের মরে যাওয়া

ⓖ স্বামী মরে যাওয়া

৩৬। **কখন শিউলি ফুল ফোটে?**

ⓚ আশ্বিন মাসে ⓚ কার্তিক মাসে

ⓖ দিনের বেলা ⓖ মাঘ মাসে

৩৭। **'অধীর' শব্দের অর্থ কী?**

(ক) অপেক্ষা (খ) অস্থির

(গ) ব্যস্ত (ঘ) রাগান্বিত

৩৮। **মুক্তিযোদ্ধারা রাহেলা বানুকে কী বলে ডাকে?**

(ক) খালা (খ) মামি

(গ) মা (ঘ) আপা

৩৯। **রাহেলা বানু কলসিতে চাল জমিয়ে রাখে কেন?**

(ক) বিপদের দিনের জন্য

(খ) স্বামীর জন্য

(গ) মেয়ে দুটোর জন্য

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য

৪০। **'জ্যোৎস্না' শব্দের অর্থ কী?**

(ক) সকালের রোদ (খ) চাঁদের আলো

(গ) সূর্য (ঘ) চন্দ্র

৪১। **অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে–**

(ক) মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা

(খ) মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা

(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কৌশল

৪২। **রুমা-রুবা কার জন্য কাঁদে?**

(ক) মায়ের জন্য (খ) বাবার জন্য

(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য (ঘ) বঙ্গবন্ধুর জন্য

৪৩। **'সংগ্রাম' শব্দের অর্থ কী?**

(ক) প্রতিবাদ (খ) যুদ্ধ

(গ) স্বাধীনতা (ঘ) হত্যা

৪৪। **অনুচ্ছেদে কার শহিদ হওয়ার ঘটনা রয়েছে?**

(ক) রাহেলার (খ) রাহেলার একটি ছেলে

(গ) রুমার (ঘ) জসীমের

৪৫। **'গাঁ' শব্দের অর্থ কী?**

(ক) গ্রাম (খ) শরীর

(গ) শহর (ঘ) দেশ

৪৬। **বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কিসের কথা বলেন?**

(ক) লেখাপড়ার শেখার

(খ)	কৃষি কাজ করার
(গ)	স্বাধীনতা সংগ্রামের
(ঘ)	নির্বাচন করার

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓖ আপন বোন

২।	ⓖ	শিউলি
৩।	ⓖ	আমের বোলের
৪।	ⓖ	বারো বছর
৫।	ⓚ	জসীম মিয়া
৬।	ⓚ	বুনোফুল
৭।	ⓖ	খাতার ভেতর
৮।	ⓚ	চাল-ডাল
৯।	ⓚ	আমগাছের নিচে
১০।	ⓚ	আমাদের যুদ্ধ করতে হবে
১১।	ⓚ	যুদ্ধ করার কথা
১২।	ⓚ	৭ই মার্চ
১৩।	ⓚ	যুদ্ধের কৌশল
১৪।	ⓖ	মুক্তিবাহিনী
১৫।	ⓖ	বিকেলে
১৬।	ⓖ	বুকে
১৭।	ⓚ	একটি
১৮।	ⓚ	বুলেটবিদ্ধ হয়ে
১৯।	ⓚ	মৃত্যুর পরদিন
২০।	ⓖ	বড় আমগাছ ছিল বলে
২১।	ⓚ	মিলিটারিদের ভয়ে
২২।	ⓖ	গাঁয়ের মেয়েরা
২৩।	ⓚ	বাবার মরে যাওয়া
২৪।	ⓖ	পাশের বাড়ি থেকে এনেছিলেন
২৫।	ⓚ	রুমা
২৬।	ⓚ	মুক্তিযোদ্ধারা
২৭।	ⓚ	দরজা বন্ধ করে
২৮।	ⓖ	বঙ্গবন্ধু
২৯।	ⓚ	ভাত খেতে
৩০।	ⓚ	ক্যাম্পে যাবে
৩১।	ⓖ	রাইফেল
৩২।	ⓚ	০.৯৩ কিলোগ্রাম
৩৩।	ⓖ	খাতার মধ্যে
৩৪।	ⓖ	গণহত্যার খবর
৩৫।	ⓚ	বাবার মরে যাওয়া
৩৬।	ⓚ	আশ্বিন মাসে

৩৭। (খ) অস্থির
৩৮। (গ) মা
৩৯। (ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য
৪০। (খ) চাঁদের আলো
৪১। (গ) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা
৪২। (খ) বাবার জন্য
৪৩। (খ) যুদ্ধ
৪৪। (ঘ) জসীমের
৪৫। (ক)গ্রাম
৪৬। (গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। রুমা ও রুবার মধ্যে কেমন টান?

উত্তর : রুমা ও রুবা দুই বোনের মধ্যে ভীষণ টান। তারা একসঙ্গে খেলা করে। ঝগড়া করে খুবই কম।

২। রুমার বয়স কত?

উত্তর : রুমার বয়স বারো বছর।

৩। রুমা ও রুবা বাবা-মার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে কী বলে?

উত্তর : রুমা ও রুবা বাবার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। আর মার কপালে লাগিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

৪। জসীম মিয়া মেয়েদের ঢাকা পাঠাতে চান কেন?

উত্তর : জসীম মিয়া মেয়েদের লেখাপড়া করানোর জন্য ঢাকা পাঠাতে চান।

৫। পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে কী করে?

উত্তর : পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে বাজারের দোকান আর ঘরবাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুড়ে মানুষ মারতে মারতে তারা সামনে এগোতে থাকে।

৬। রুমা-রুবাদের বাড়ি আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায় কেন?

উত্তর : রুমা-রুবাদের বাড়িতে ছিল বড় একটি আমগাছ। আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছিল বলে আগুন বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

৭। জসীমের লাশ দেখে রাহেলা, রুমা ও রুবার কী অবস্থা হয়?

উত্তর : জসীমের লাশ দেখে রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল। রুমা আর রুবা বাবার লাশ দেখে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

৮। রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য কী কী জমিয়ে রাখে?

উত্তর : রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য সামান্য কিছু চাল, শুকনো লাকড়ি ইত্যাদি জমিয়ে রাখে।

৯। ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের কী বলেছিলেন?

উত্তর : ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিলেন– যদি দরকার পড়ে তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা যেন রাহেলা বানুর কাছে সাহায্য চাইতে আসে।

১০। রুমা ও রুবা কী কোলে নিয়ে বসে থাকে?

উত্তর : রুমা ও রুবা মুক্তিযোদ্ধা দুজনের রাইফেল দুটি কোলে নিয়ে বসে থাকে।

১১। রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে কী খেতে দেন?

উত্তর : রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে গরম ভাত ও ডিম আলুর তরকারি খেতে দেন।

১২। মুক্তিযোদ্ধারা গপগপিয়ে খায় কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেশি সময় ছিল না। নদীর ধারে তাদের জন্য অন্য মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁরা গপগপ করে দ্রুত খেয়ে যায়।

১২। মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় কী করে?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় রাহেলা বানুকে সালাম করে আর রুমা-রুবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

১৩। মুক্তিযোদ্ধারা রুমা-রুবাদের বাড়িতে এসে কী করত?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা রুমা-রুবাদের বাড়িতে এসে ভাত খেত। কখনও কখনও একটু বিশ্রাম নিত।

১৪। 'বিবিসি' কী?

উত্তর : বিবিসি হলো যুক্তরাজ্যের একটি বেতার কেন্দ্রের নাম। এর পূর্ণরূপ হচ্ছে– ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন।

১৫। গভীর রাতে রুমা-রুবাদের বাড়িতে কারা আসতেন? তাঁরা কাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন?

উত্তর : গভীর রাতে রুমা ও রুবাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন।

১৬। লোকজন গোল হয়ে বসে কী করছিলেন? তাঁরা কী শুনতে পান?

উত্তর : লোকজন গোল হয়ে বসে রেডিওতে বিবিসির খবর শুনছিলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করেছে।

১৭। রুমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রুমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলিগাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল একসাথে ওদের বাড়িতে কখনো ফোটেনি। ফুলের সুগন্ধে চারদিক মেতে উঠেছিল।

১৮। রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রুবার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটা বোলে ভরে উঠেছিল। এত বোল এ গাছে আগে কখনো দেখা যায়নি। আমের বোলের সুবাসে চারদিক ভরে ওঠেছিল।

১৯। প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে কী লাভ হয়েছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু দুমুঠো চাল কলসিতে জমিয়ে রাখতেন। কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি রাতে হঠাৎ চলে আসেন তখন তাঁকে যেন ভাত রান্না করে খাওয়াতে পারেন সেজন্যই তিনি এ কাজটি করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে যেতেন। দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রাখায় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

২০। গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

উত্তর : রুমা ও রুবা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপেক্ষা করত।

মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য রুমা, রুবাদের বাড়িতে আসত। গভীর রাতে এসে তারা ভাত খেত, নয়তো একটুখানি জিরিয়ে নিত। রুমা ও রুবা সবসময় অপেক্ষায় থাকত কখন মুক্তিযোদ্ধারা আসবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শোনার প্রতীক্ষায় তাদের চোখে ঘুম আসত না। তাই তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকত।

২১। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জসীম মিয়া ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারান। সহযোদ্ধাদের জসীম মিয়া বলে গিয়েছিলেন কোনো সাহায্য লাগলে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসতে। মুক্তিযোদ্ধারা তাই জসীমের স্ত্রীর কাছে সাহায্য চায়। জসীমের স্ত্রী রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়ে রুমা ও রুবা তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করে।

২২। "আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা"-"অনেক বুদ্ধি" এবং "বড় হ" বলতে তুমি কী বোঝ?

উত্তর : কথাগুলো জসীম মিয়া তাঁর দুই মেয়ে রুমা ও রুবা সম্পর্কে বলেছে। রুমা ও রুবা খুব বুদ্ধিমতি। আশেপাশের সবকিছু তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ও বুঝতে চেষ্টা করে। এ কারণেই জসীম মিয়া বলেছেন যে তাঁর মেয়েদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। জসীম মিয়া আশা করেন তার মেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হবে। "বড় হ" বলে তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন।

২৩। একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

উত্তর : একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য বেশ কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। যেমন-

১. দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর টান
২. অস্ত্র চালনার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
৩. কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা
৪. শারীরিক শক্তি
৫. দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মানসিকতা
৬. প্রখর বুদ্ধিমত্তা

২৪। দুই বোন কোথা থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে?

উত্তর : দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুচো চিংড়ি ধরে আনে।

২৫। রাহেলা বানু কে? মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে তার বাড়িতে এলো সে রাতটি কেমন ছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু জসীমের স্ত্রী; রুমা ও রুবার মা।

মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে রাহেলা বানুর বাড়িতে এলো সে রাতটি ছিল বৃষ্টিহীন। আকাশে ছিল ভরা জ্যোৎস্নার আলো।

২৬। দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা যেকোনো সময় সাহায্যের আশায় বাড়িতে আসতে পারে। তাই দুই বোন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে থাকে।

২৭। লোকজন বিবিসির খবরে কী শুনতে পেল?

উত্তর : লোকজন বিবিসির খবরে শুনতে পেল- ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে গণহত্যা শুরু করেছে।

২৮। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কী বলেছিলেন?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২৯। জসীম কে? কারা, কীভাবে তাকে হত্যা করে?

উত্তর : 'অপেক্ষা' গল্পে জসীম হলেন রুমা ও রুবার বাবা।

জসীমদের গ্রামে পাকিস্তানি মিলিটারি এসেছিল। তারা বাজারের দোকান আর ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছিল। একটি বুলেট এসে জসীমের বুকে লাগলে তিনি শহিদ হন। এভাবেই পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে প্রাণ হারান জসীম।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়েও তাঁদের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকত। মুক্তিযোদ্ধারা এলে তাঁদের খাওয়াদাওয়া করাতে তারা বিভিন্ন ব্যবস্থা করে রাখে। একদিন মুক্তিযোদ্ধারা গভীর রাতে আসে তাদের বাড়িতে।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশের মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে জসীম যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু গ্রামে মিলিটারিরা এলে শহিদ হয় সে। জসীমের অপেক্ষা করে থাকে তার পরিবার।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি হানাদারেরা রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা চালাতে থাকে। এ কাজে তাদের সহায়তা করে আলবদর, আল-শামস ও রাজাকারের দল। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-পুলিশ-আনসার সবাই মিলে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোট এগারোটি সেক্টরে ভাগ হয়ে সারা দেশে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একসঙ্গে আক্রমণ শুরু করে। নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে ১৪ই ডিসেম্বর তারা এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রাণের স্বাধীনতা।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১। **আলবদর, আল-শামস, রাজাকারদের কোনটি বলা যায়?**
(ক) দেশপ্রেমিক (খ) মুক্তিযোদ্ধা
(গ) বুদ্ধিজীবী (ঘ) বিশ্বাসঘাতক

২। **কোন দিনটিতে আমরা উল্লাস করতে পারি?**
(ক) ২১এ ফেব্রুয়ারি (খ) ২এ মার্চ
(গ) ১৪ই ডিসেম্বর (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

৩। **অনুচ্ছেদে কী প্রকাশিত হয়েছে?**
(ক) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
(খ) মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা
(গ) স্বাধীনতা লাভের আনন্দ
(ঘ) বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা

৪। **পাক হানাদাররা ১৪ই ডিসেম্বর হত্যা করেছিল–**
(ক) অসংখ্য বুদ্ধিজীবী
(খ) অসংখ্য আইনজীবী
(গ) অসংখ্য সাংবাদিক
(ঘ) অসংখ্য স্থানীয় নেতা

৫। **মুক্তিযুদ্ধে এদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?**
(ক) ৯টি (খ) ১০টি
(গ) ১১টি (ঘ) ১২টি

উত্তর : ১। (ঘ) বিশ্বাসঘাতক; **২**। (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর; **৩**। (খ) মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা; **৪**। (ক) অসংখ্য বুদ্ধিজীবী; **৫**। (গ) ১১টি।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নির্বিচারে	কোনো রকম বাছ-বিচার ছাড়া।
ব্যাপক	বহুদূর বিস্তৃত।
আত্মসমর্পণ	অস্ত্র ত্যাগ করে বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করা।
হানাদার	আক্রমণকারী।
নিশ্চিত	নিঃসন্দেহ।
ময়দান	মাঠ, প্রান্তর।

ক) ছেলেমেয়েরা খেলার ——— ঘিরে জড়ো হয়েছে।
খ) ——— বন্যায় মাঠঘাট সব তলিয়ে গেছে।
গ) মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুর মুখেও ——— করলেন না।
ঘ) ——— বৃক্ষ নিধনের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে।
ঙ) আমার বেড়াতে যাওয়া ——— নয়।

উত্তর : ক) ময়দান; খ) ব্যাপক; গ) আত্মসমর্পণ; ঘ) নির্বিচারে; ঙ) নিশ্চিত।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) পঁচিশে মার্চ রাতে কী ঘটেছিল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ২৫শে মার্চ গভীর রাতে পাক হানাদাররা ঘুমন্ত, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সে ধ্বংসযজ্ঞে সাহায্য করেছিল এদেশেরই কিছু ঘৃণ্য, লোভী মানুষ। এরা আলবদর, আল-শামস ও রাজাকার নামে পরিচিত। এদের সহায়তায় পাকবাহিনী নির্বিচারে নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা চালায়।

খ) পাকবাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করে? মিত্রবাহিনী আসার ফলে উভয় পক্ষে কী হলো তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পাকবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

মিত্রবাহিনী আসার ফলে–

১। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে ৪ঠা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিল।
২। মুক্তিবাহিনীর সাহস ও শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।
৩। তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণের ফলেই পাকবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হলো এবং হানাদাররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো :

১। ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ থেকে পাকবাহিনী এদেশে গণহত্যার সূচনা করে।
২। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।
৩। মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা যায়।
৪। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।
৫। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

ঘ) মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণের ফলে শত্রুদের মধ্যে দেখা দেওয়া প্রভাব পাঁচটি বাক্যে তুলে ধর।

উত্তর : যৌথ আক্রমণের প্রভাব–

১। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে যৌথ আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি হানাদাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।
২। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাজয় নিশ্চিত।
৩। পরাজয়ের পূর্বাভাস পেয়ে তারা ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।
৪। এদেশের গভীরভাবে ক্ষতি সাধনের জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।
৫। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ঙ্গ, ল্প, ক্ত, ত্ত, ন্ন, বৃ।

উত্তর :

ঙ্গ = ঙ + গ – অঙ্গ
- মা শিশুটির সারা অঙ্গে তেল লাগালেন।

ল্ল = ল + ল – উল্লেখ
- কাগজে স্যারের নাম উল্লেখ করা আছে।

ক্ত = ক + ত – শক্ত
- রশিটি শক্ত করে বাঁধা।

ত্ত = ত + ত – উত্তর
- বাড়ির উত্তর দিকে আছে একটি পুকুর।

ন্ন = ন + ন – কান্না
- শিশুটির কান্না থামছেই না।

বৃ = ব+ ঋ-ফলা (ৃ) – বৃথা
- বৃথা সময় নষ্ট করো না।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ল্প, ন্ধ, ক্ষ, ট্র, ক্র।

উত্তর :

ল্প = ল + প – কল্পনা
- শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে।

ন্ধ = ন + ধ – বন্ধ
- কাল থেকে স্কুল বন্ধ।

ক্ষ = ক + ষ – পরীক্ষা
- শনিবার থেকে পরীক্ষা শুরু।

ট্র = ট + র-ফলা (্র) – ট্রাম
- ট্রামে চড়ার মজাই আলাদা।

ক্র = ক + র-ফলা (্র) – ক্রমিক
- সামির খাতায় ক্রমিক নং লিখল।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

রুমা রুবা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয় চিৎকার করে বলে যুদ্ধ করতে হবে রে যুদ্ধ যুদ্ধ

উত্তর : রুমা-রুবা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয়। চিৎকার করে বলে, যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখ।**

শুনিতেছিল, ছুড়িতে, বসিয়া, বলিল, চাহিয়াছিল।

উত্তর :

সাধু রূপ		চলিত রূপ
শুনিতেছিল	–	শুনছিল
ছুড়িতে	–	ছুড়তে
বসিয়া	–	বসে
বলিল	–	বলল
চাহিয়াছিল	–	চেয়েছিল

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

আদর, আগুন, ঘুম, দোকান, বাবা।

উত্তর :

		মূল শব্দ সমার্থক শব্দ
আদর	–	স্নেহ, মমতা।
আগুন	–	অনল, অগ্নি।
ঘুম	–	তন্দ্রা, নিদ্রা।
দোকান	–	আপণ, বিপণি।
বাবা	–	আব্বা, পিতা।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

বন্ধ, কেনা, মুক্তি, ডোবা, দ্রুত, সহজ।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
বন্ধ	–	খোলা	ডোবা	–	ভাসা
কেনা	–	বেচা	দ্রুত	–	ধীরে
মুক্তি	–	বন্ধন	সহজ	–	কঠিন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

জন্ম, কান্না, ভরা, যুদ্ধ, দূর, শুকনো।

উত্তর : মূল শব্দ বিপরীত শব্দ

জন্ম	মৃত্যু
কান্না	হাসি
যুদ্ধ	শান্তি
শুকনো	ভেজা